Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد:٧ عدد:٦، محرم و صفر ١٤٢٥هـ/مارس ٢٠٠٤م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

رب زدنی علما

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ আল-ফালাহ জামে মসজিদ, সুবাংজায়া, মালোয়েশিয়া।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৭ম বর্ষঃ	৬ষ্ঠ সংখ্যা
মুহাররম-ছফর	১৪২৫ হিঃ
ফাল্গুন-চৈত্র	১৪১০ বাং
মার্চ	২০০৪ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধঃ**
  - ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে, অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব (শেষ কিস্তি) ০৩
    - মূলঃ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
    অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - কবরে তিনটি প্রশ্নঃ মতবাদপন্থী কোন মুসলমানের পক্ষে জবাব দান সম্ভব কি? ১৩
    - মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
  - ছালাতের আউয়াল ওয়াক্ত ১৮
    - যহুর বিন ওছমান
  - এপ্রিল ফুল (April fool) ২১
    -আত-তাহরীক ডেস্ক
- **সাময়িক প্রসঙ্গঃ** ২২
  - সন্ত্রাসঃ কারণ ও প্রতিকার
    -মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
- **দিশারীঃ** ২৫
  - শিরক ও বিদ'আতের একমাত্র পরিণাম জাহান্নাম
    -মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
- **চিকিৎসা জগৎঃ** ২৭
  - বাতজ্বর
    -মুহাম্মাদ মুহীবুর রহমান
- **ক্ষেত-খামারঃ** ২৮
  (ক) কলা পাকানোর 'বিষাক্ত' কৌশল
  (খ) ফুল কপির পুষ্টিগুণ (গ) বাঁধা কপির পুষ্টিগুণ
  (ঘ) মধুর পুষ্টিগুণ
- **কবিতাঃ** ২৯
- **সোনামণিদের পাতাঃ** ৩০
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩২
- **মুসলিম জাহান** ৩৭
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৩৮
- **সংগঠন সংবাদ** ৩৯
- **পাঠকের মতামত** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৬

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে যেসব অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তার অন্যতম হ'ল 'ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে' (Valentine's Day) বা ভালবাসা দিবস। প্রতিবছর ১৪ই ফেব্রুয়ারীর এদিনে তরুণ-তরুণীরা পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় উন্মাতাল হয়ে পড়ে। পরস্পরের প্রতি লাল গোলাপের উপহার বিনিময় করে। কলিজার লাল ছাপ মারা গেঞ্জি ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। বড় বড় শহরের ধনীর দুলালেরা কিংবা লক্ষ্যহীন যুবক-যুবতীরা এদিনটা তাদের অমিত যৌনাচারের মোক্ষম সুযোগ হিসাবে কাজে লাগায়। বিশেষ বিশেষ বিল্ডিংকে তারা এসব কাজে ব্যবহার করে এবং সেখানে নানাবিধ অনুষ্ঠান করে। প্রশ্ন হ'ল এই যে, এগুলি আসল কোত্থেকে এবং এগুলির উৎস কি? উৎসের সন্ধানে গেলে আমরা নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় দেখতে পাই।- ১. ১৪ই ফেব্রুয়ারী হ'ল রোমকদের বিবাহ দেবী 'ইউনু'-এর বিবাহের পবিত্র দিন। ২. ১৫ই ফেব্রুয়ারী হ'ল রোমকদের 'লেসিয়াস' দেবীর পবিত্র দিন। এদিন তিনি দু'টি শিশুকে দুধ পান করিয়েছিলেন। যারা পরবর্তীতে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিল। ৩. রোম সম্রাট ক্লডিয়াস তার বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করতে গিয়ে যখন এতে বিবাহিত পুরুষদের অনাসক্তি দেখলেন, তখন তিনি পুরুষদের জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করেন। কিন্তু জনৈক রোমান বিশপ সেন্ট ভ্যালেন্টাইন এটাকে অস্বীকার করেন ও গোপনে বিয়ে করেন। সম্রাটের কানে এ খবর গেলে তাকে পাকড়াও করা হয় ও ২৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। সেদিন থেকে এ দিনটি 'ভালবাসা দিবস' হিসাবে অথবা ঐ সাধুর নামানুসারে 'ভ্যালান্টাইন্‌স ডে' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। আধুনিক মিডিয়ার কল্যাণে ইদানিং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ দিবসটি পরিচিতি লাভ করেছে এবং বেশ জোশের সাথে পালিত হয়ে আসছে। ইংল্যাণ্ড ও ইতালীতে নাকি অবিবাহিত তরুণীরা এদিন সূর্যোদয়ের আগেই ঘুম থেকে উঠে স্ব স্ব বাড়ীর জানালা পথে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সেখানে তারা প্রথম যে ব্যক্তিকে দেখতে পায়, সেই ব্যক্তি অথবা তারই মত আরেক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করবে এক বছরের মধ্যে এরূপ একটি বিশ্বাস তাদের মধ্যে গেঁথে গেছে। ইংরেজ কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬ খৃঃ) তার বিখ্যাত হ্যামলেট (Hamlet) নাটকে এ বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি করেন ওফেলিয়ার (Ophelia) মুখ দিয়ে গাওয়ানো একটি গানে এভাবে- Tomorrow is St. Valentine's Day, all in the morning betime, and I a maid at your window, To be your Valentine. 'আগামীকাল সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে। সমস্ত সকাল জুড়ে জানালায় দাঁড়িয়ে আছি তোমার 'ভ্যালেন্টাইন' হ'তে।'

উপরের আলোচনায় একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, কথিত 'ভালবাসা দিবস' মূলতঃ রোমক সংস্কৃতি। যা শিরকী আক্বীদা হ'তে উৎসারিত। ইসলামী আক্বীদার সাথে যা পুরাপুরি সাংঘর্ষিক। বর্তমানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ প্রবণতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইংরেজী নববর্ষের পূর্বরাত 'থার্টি ফার্ষ্ট নাইট' ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে, সুন্দরী প্রতিযোগিতা প্রভৃতির বেলেল্লাপনার দৃশ্য টেলিভিশনের পর্দায় ও খবরের কাগজের পাতায় যেভাবে প্রদর্শিত ও প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে দেশ পাশ্চাত্য দেশগুলির ন্যায় অনৈতিক দেশে পরিণত হবে। যেখানে সতীত্ব ও বিশুদ্ধ চরিত্র বলে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। এক্ষণে আমরা দেখব, এইসব অনুষ্ঠানের সাথে ইসলামের সম্পর্ক কেমন।

প্রথমতঃ এটি প্রতি বছর আনন্দের ও ভালবাসার দিবস তথা 'ঈদুল হুব্ব' হিসাবে পালিত হয়। অথচ ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা ব্যতীত কোন স্বীকৃত 'ঈদ' ইসলামে নেই *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৩৯)*। উল্লেখ্য যে, ঈদও দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই সকল জাতির জন্য ঈদ রয়েছে এবং এ দু'টিই হ'ল আমাদের ঈদ' *(বুখারী ১/১৩০)*। দ্বিতীয়তঃ ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে মূলতঃ একটি শিরকী উৎসব এবং এর মাধ্যমে যৌন সুঁড়সুঁড়ি দেওয়া হয় মাত্র। যা নিঃসন্দেহে অনৈতিক। ইসলাম কখনোই কোন শিরকী আক্বীদা ও অনৈতিক আচরণকে সমর্থন করে না। বেগানা নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত সকল প্রকারের মেলামেশাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তৃতীয়তঃ এ অনুষ্ঠান পালনে কাফির ও মুশরিকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। চতুর্থতঃ অমুসলিমদের পালিত যেকোন অনুষ্ঠানে বিশেষ করে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে মুসলমানদের যোগদান করা অর্থ তাদের অনুষ্ঠানে উৎসাহ যোগানো ও সহযোগিতা করা। মুসলমান কখনোই নিজেদের তাওহীদী আক্বীদা ও ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী কোন অনুষ্ঠানে যোগদান দূরে থাক, কোনরূপ উৎসাহ প্রদান ও সহযোগিতা করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, তোমরা নেকী ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর। পাপ ও শত্রুতার কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*।

আমরা মুসলমান। আমরা আখেরাতে বিশ্বাস করি। আমাদের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের ভিত্তিতে। আমরা দুনিয়াকে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র হিসাবে মনে করি। দুনিয়াবী আয়েশ-আনন্দের চাইতে আমরা আখেরাতে মুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। যে কাজে রাসূলের অনুমোদন নেই, যে কাজে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নেই, যে কাজে আখেরাতে কিছু পাওয়ার নেই, সে কাজকে আমরা অহেতুক মনে করি। 'ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে' অনুরূপ একটি ফালতু কাজ ব্যতীত কিছুই নয়। দেশের যুবসমাজকে ধ্বংস করার জন্য এটা শয়তানের পাতা একটি ফাঁদ ব্যতীত কিছুই নয়। শয়তান আমাদের প্রকাশ্য দুশমন। আমরা যেকোন মূল্যে শয়তানী ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে চাই। আমাদের ছালাত, আমাদের কুরবানী, আমাদের জীবন, আমাদের মরণ সবকিছু কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই উৎসর্গীত । হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে বর্তমান ফিৎনার যামানায় যাবতীয় শিরকী ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা দাও এবং আমাদের দেশের প্রশাসনকে ইসলামের পক্ষে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার তাওফীক দাও! আমীন (স. স.)।

প্রবন্ধ

ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব

*মূলঃ মুহাম্মাদ ছালিহ আল-মুনাজ্জিদ**
*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(শেষ কিস্তি)

চোগলখুরীঃ

মানুষের মাঝে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ও সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর মানসে একজনের কথা অন্যজনের নিকটে লাগানোকে চোগলখুরী বলে। চোগলখুরীর ফলে মানুষের সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার আগুন জ্বলে ওঠে। চোগলখুরীর নিন্দায় আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَلاَتُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِيْنٍ- هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ-

'যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অন্যের নিকটে লাগায় আপনি তার আনুগত্য করবেন না' *(ক্বলম ১০-১১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ-

'চোগলখুর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১]

عن ابن عباس قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِيْ قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّه عليه وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ- ثُمَّ قَالَ بَلَى وفى رواية: وَإِنَّهُ لَكَبِيْرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لاَيَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَ كَانَ الآخَرُ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ-

'ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা মদীনার একটি খেজুর বাগান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তথায় তিনি দু'জন লোকের আহাযারী শুনতে পেলেন। তখন তাদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। নবী করীম (ছাঃ) তখন বললেন, 'এ দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে বড় কোন কারণে নয়। অবশ্য এগুলি কবীরা গুনাহ। তাদের একজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না। অন্যজন চোকলখুরী করে বেড়াত'।[২]

চোকলখুরীর একটি নিকৃষ্ট প্রক্রিয়া স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীকে ক্ষেপিয়ে তুলে তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরান। অনুরূপভাবে অনেক কর্মজীবি পরিচালক কিংবা দায়িত্বশীলের নিকট অন্য কোন কর্মজীবির কথা তুলে ধরা। এতে তার উদ্দেশ্য উক্ত কর্মজীবির ক্ষতি সাধন করা এবং নিজকে উক্ত দায়িত্বশীলের শুভার্থী বা খয়েরখাঁ হিসাবে তুলে ধরা। এসব কাজ চোকলখুরী হিসাবে গণ্য এবং তা হারাম।

অনুমতি ব্যতীত অন্যের বাড়ীতে উঁকি দেওয়া ও প্রবেশ করাঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا-

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজ গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে তার মালিকের অনুমতি ও সালাম জ্ঞাপন ব্যতীত প্রবেশ করো না' *(নূর ২৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুব স্পষ্ট করে বলেছেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ-

'দৃষ্টিপাতের কারণেই কেবল অনুমতির ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে'।[৩]

আধুনিক কালের বাড়ীগুলি পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। তাদের বিল্ডিং বা ঘরগুলি একটা অপরটার সাথে লাগিয়ে, দরজা জানালাও সামনা-সামনি তৈরী। এমতাবস্থায় এক প্রতিবেশীর সামনে অন্য প্রতিবেশীর সতর প্রকাশিত হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কুরআনে মুমিন নর-নারীর চক্ষু সংযত করে রাখার নির্দেশ থাকলেও অনেকে তা মেনে চলে না। অনেকে উপর তলার জানালা কিংবা ছাদ থেকে নীচের অধিবাসীদের সতর ইচ্ছে করে দেখে। নিঃসন্দেহে এটা খিয়ানত, প্রতিবেশীর সম্মানে আঘাত এবং হারাম পথের মাধ্যম। এর ফলে অনেক রকম বিপদাপদ ও ফিৎনা দেখা দেয়। এরূপ গোয়েন্দাগিরী যে কত ভয়াবহ তার প্রমাণ হ'ল, শরী'আত ঐ ব্যক্তির চোখ ফুঁড়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ اطَّلَعَ فِى بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْحَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوْا عَيْنَهُ، رواه مسلم- وَفِى رِوَايَةٍ فَفَقَؤُوْا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ، رواه احمد-

'যে ব্যক্তি কারো বাড়ীতে তাদের অনুমতি ব্যতীত উঁকি দেয় বা প্রবেশ করে তাদের জন্য তার চোখ ফুঁড়ে দেওয়া বৈধ

** প্রখ্যাত আলেম, সঊদী আরব।*
*** সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*
১. বুখারী, ফাৎহুল বারী ১০/৪৭২ পৃঃ।
২. বুখারী, ফাৎহুল বারী ১/৩১৭ পৃঃ।
৩. বুখারী, ফাৎহুল বারী ১১/২৪ পৃঃ।

হয়ে যাবে'।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রবেশের কারণে যদি তারা তার চোখ ফুঁড়ে দেয় তাহ'লে সেজন্য কোন রক্তমূল্য ও কিছাছ দিতে হবে না'।[৫]

তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে শলাপরামর্শ করাঃ

আমাদের সভা-সমিতিগুলির জন্য একটা বড় বিপদ হ'ল ব্যক্তি বিশেষকে বাদ দিয়ে অন্য দু'একজন নিয়ে শলাপরামর্শ করা। এতে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করা হয়। কেননা এ জাতীয় কাজের ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং একের প্রতি অন্যের মন বিষিয়ে ওঠে। এরূপ শলাপরামর্শের অবৈধতার বিধান ও কারণদর্শাতে গিয়ে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَيَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُوْنَ الْاَخَرِ حَتَّى تَخْتَلِصُوْا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ-

'যখন তোমরা তিনজন হবে তখন যেন দু'জন লোক অন্য একজনকে বাদ রেখে কোন পরামর্শ না করে। তোমরা মানুষের সাথে মিলেমিশে পরামর্শ কর। কারণ তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে কৃত পরামর্শ ঐ ব্যক্তিকে ব্যথিত করবে'।[৬]

এভাবে চারজনের মধ্যে একজনকে বাদ রেখে তিন জনে পরামর্শ করাও নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে তৃতীয় জন বোঝেনা এমন ভাষায় দু'জনের শলা-পরামর্শ করাও বৈধ নয়। কারণ এক্ষেত্রে তৃতীয় জনকে বাদ দেওয়ায় তার প্রতি এক প্রকার তাচ্ছিল্য ভাব দেখানো হয়। কিংবা তারা দু'জনে যে তার প্রসঙ্গে কোন খারাপ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এরূপ ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হ'তে পারে। সুতরাং কারো মনে ব্যথা না দিয়ে সবাই মিলে পরামর্শ করতে হবে। মোটকথা, একটি সভার কিছু সদস্যকে বাদ রেখে অন্য সদস্যগণের নিয়ে পরামর্শ করা কোন প্রকারেই জায়েয নয়।

টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করাঃ

মানুষ যেসব কাজকে লঘু মনে করে অথচ আল্লাহ্‌র নিকটে সেগুলি খুবই গুরুতর, তন্মধ্যে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা একটি। অনেকের কাপড় এত লম্বা যে, তা মাটি স্পর্শ করে। কেউবা আবার পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা পিছন থেকে মাটি সমান করতে করতে যায়। টাখনুর নীচে এভাবে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ اَلْمُسْبِلُ (وَفِى رِوَايَةٍ إِزَارَهُ) وَالْمَنَّانُ (وَفِى رِوَايَةٍ اَلَّذِىْ لاَيُعْطِىْ شَيْئًا إِلاَّمَنَّهُ) وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ-

'তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তারা হ'ল- টাখনুর নীচে কাপড় (অন্য বর্ণনায় লুঙ্গী) পরিধানকারী, খোঁটাদানকারী (অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে খোঁটা না দিয়ে কোন কিছু দান করে না) ও মিথ্যা শপথের সাহায্যে পণ্য বিক্রয়কারী'।[৭]

যে বলে, 'আমার টাখনুর নীচে কাপড় পরা অহংকারের প্রেক্ষিতে নয়' তার এ সাফাই গাওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা অহংকার বশেই হৌক, আর এমনিতেই হৌক শাস্তি তাতে সমানই হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنْ إِزَارٍ فَفِى النَّارِ-

'টাখনুর নীচে কাপড়ের যেটুকু থাকবে তা জাহান্নামে যাবে'।[৮]

এই হাদীছে অহংকার ও নিরহংকারের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আর জাহান্নামে গেলে শরীরের কোন অংশবিশেষ যাবে না; বরং সমগ্র দেহই যাবে। অবশ্য অহংকার বশে যে টাখনুর নীচে কাপড় পরবে তার শাস্তি তুলনামূলকভাবে কঠোর ও বেশী হবে। এ কথাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণীতে এসেছে,

مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

'যে ব্যক্তি অহংকার বশে তার লুঙ্গি মাটির সাথে টেনে নিয়ে বেড়াবে, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টি দিবেন না'।[৯] বেশী শাস্তি এজন্য হবে যে, সে এক সঙ্গে দু'টি হারাম করেছে। এক- টাখনুর নীচে কাপড় পরা, দুই- অহংকার প্রদর্শন। পরিমিত পরিমাণ থেকে নীচে ঝুলিয়ে যেকোন বস্ত্র পরিধান করাই 'ইসবালে'র আওতাভুক্ত এবং তা হারাম। ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

اَلْإِسْبَالُ فِى الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ- مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

'লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ীতে ইসবাল (ঝুলিয়ে পরা) রয়েছে। এগুলি থেকে যেকোন একটিকে কোন ব্যক্তি অহংকার বশে

৪. মুসলিম ৩/১৬৯৯।
৫. আহমাদ ২/৩৮৫ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৬০২২।
৬. বুখারী, ফাৎহুল বারী ১১/৮৩ পৃঃ।
৭. মুসলিম ১/১০২ পৃঃ।
৮. আহমাদ ৬/২৫৪ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৫৫৭১।
৯. বুখারী, হা/৩৪৬৫।

টেনে-ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ালে ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার প্রতি সদয় দৃষ্টি দিবেন না'।[১০]

স্ত্রীলোকদের জন্য পায়ের সতরের সুবিধার্থে এক বিঘত কিংবা এক হাত পরিমাণ ঝুলিয়ে দেবার অবকাশ আছে। কেননা বাতাস বা অন্য কোন কারণে সতর খোলার ভয় থাকলে অতিরিক্ত কাপড়ে তা বহুলাংশে রোধ হবে। তবে সীমালংঘন করা তাদের জন্যও বৈধ হবে না। যেমন বিয়ে-শাদীতে পরিহিত বস্ত্রের ক্ষেত্রে মেয়েদের সীমালংঘন করতে দেখা যায়। সেগুলি পরিমিত পরিমাণ থেকে কয়েক বিঘত এমনকি কয়েক মিটার লম্বা হয়। অনেক সময় পেছন থেকে তা বয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়।

পুরুষদের স্বর্ণালংকার ব্যবহারঃ

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,

أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِيْ الْحَرِيْرُ وَالذَّهَبُ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا-

'আমার উম্মতের নারীদের জন্য রেশম ও স্বর্ণ হালাল করা হয়েছে এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে'।[১১]

আজকাল বাজারে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের তৈরী নানা ডিজাইনের ঘড়ি, চশমা, বোতাম, কলম, চেইন, মেডেল ইত্যাদি পাওয়া যায়। এগুলির কতক সম্পূর্ণ স্বর্ণের তৈরী আবার কতক স্বর্ণের প্রলেপযুক্ত। অনেক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসাবে পুরুষদের স্বর্ণের বিভিন্ন বস্তু দেয়া হয়। এগুলি ঘোরতর অন্যায়।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখতে পেয়ে তা খুলে নেন এবং ছুড়ে ফেলে দেন। অতঃপর বলেন,

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّنْ نَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِى يَدِهِ؟

'তোমাদের কেউ কি ইচ্ছে করে আগুনের অঙ্গার তুলে নিয়ে স্ব হস্তে রাখতে পারে'? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর কোন একজন লোকটিকে বলল, তোমার আংটিটা তুলে নাও এবং তা (অন্য) কাজে লাগাও। লোকটি বলল, আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন আমি তা কখনই গ্রহণ করব না।[১২]

মহিলাদের খাটো, পাতলা ও আঁটসাঁট পোষাক পরিধান করাঃ

বর্তমানে যেসব জিনিস দ্বারা আমাদের শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে তমধ্যে একটি হ'ল, তাদের উদ্ভাবিত নানা ডিজাইনের পোশাক-পরিচ্ছদের সাহায্যে তারা মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের কঠিন অপপ্রয়াস। পোশাকগুলির কতক খুবই খাট মাপের কতক আঁটসাঁট করে তৈরী, আবার কতক এত পাতলা যে তা দিয়ে শরীরের সব অঙ্গ দেখা যায়। ফলে পোশাক পরার আসল লক্ষ্য সতর তা ঢাকা হয় না। এসব পোশাকের অনেক ডিজাইন পরিধান করা মোটেও বৈধ নয়। এমনকি মহিলাদের মাঝে এবং মাহরাম পুরুষদের মাঝেও নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَّعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَيَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَيَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَّسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا-

'দু'শ্রেণীর জাহান্নামীকে আমি দেখিনি। প্রথম শ্রেণী- যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় ছড়ি, তা দ্বারা তারা লোকদেরকে প্রহার করবে। দ্বিতীয় শ্রেণী- ঐ সকল রমণী, যারা বস্ত্র পরিহিতা অথচ উলঙ্গ, নেকাব বিহীনা, প্রেম-ভালবাসা স্থাপনকারিণী। তাদের মাথা হবে লম্বা গ্রীবাবিশিষ্ট উটের চুঁটির ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে'।[১৩]

যেসকল মহিলা নীচের দিকে বা অন্যান্য দিকে দীর্ঘ ফাঁড়া পোশাক পরিধান করে তারাও উক্ত হাদীছের বিধানভুক্ত হবে। এগুলি পরে বসলে তাদের সতরের অংশবিশেষ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এতে সতর প্রকাশের পাশাপাশি কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য, তাদের কৃষ্টি-কালচারের অন্ধ অনুকরণ ও তাদের উদ্ভাবিত অশালীন পোশাকের অনুসরণ করা হয়।

কোন কোন পোশাকে আবার অশালীন ছবি অঙ্কিত থাকে। যেমন- গায়কদের ছবি, বাদক দলের ছবি, মদপাত্রের ছবি, প্রাণীর ছবি, ক্রশের ছবি, অবৈধ সভা-সমিতি ও ক্লাবের ছবি ইত্যাদি। অনেক পোশাকে মান-ইযযত বিনষ্টকারী কথাও লিখা থাকে। বিদেশী ভাষাতেও এসব লিখা থাকে। এ জাতীয় পোশাক পরিহার করা আবশ্যক।

পরচুলা ব্যবহারঃ

[যাদের টাক কিংবা পাতলা চুল রয়েছে তারা লোক-লজ্জার কারণে কিংবা নিজেকে অল্প বয়সী হিসাবে যাহির করার জন্য মাথায় পরচুলা ব্যবহার করে থাকে। পরচুলা মানুষের মাথার চুল থেকেও তৈরী হয় আবার কৃত্রিমভাবেও তৈরী হয়। উভয় প্রকার পরচুলাই ব্যবহার করা হারাম- অনুবাদক]

১০. *আবূদাঊদ ৪/৩৫৩ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/২৭৭০।*
১১. *আহমাদ ৪/৩৯৩ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/২০৭।*
১২. *মুসলিম ৩/১৬৫৫ পৃঃ।*
১৩. *মুসলিম ৩/১৬৮০ পৃঃ।*

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِىْ إِبْنَةً عَرِيْسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا- أَفَأَصِلُهُ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ-

'আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, জনৈকা মহিলা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার একটি সদ্য বিবাহিতা কন্যা আছে। হাম হওয়ার কারণে তার মাথার চুল পড়ে গেছে। আমি কি তাকে পরচুলা লাগিয়ে দেব? তিনি বললেন, 'যে পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে লাগাতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন'।[১৪]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

زجر النبى صلى اللّٰه عليه وسلم أنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا-

'নবী করীম (ছাঃ) মহিলাদের মাথায় চুল বা কোন কিছু সংযোজন প্রক্রিয়ার জন্য ধমক দিয়েছেন।[১৫]

পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা ও বেশ-ভূষায় নারী-পুরুষ পরস্পরের বেশ ধারণঃ

পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা যে পুরুষালী স্বভাবে সৃষ্টি করেছেন তাকে তা বজায় রাখা এবং নারীকে যে নারীত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাকে তা ধরে রাখাই আল্লাহ্র বিধান। এটা এমনি এক ব্যবস্থা, যা না হ'লে মানব জীবন বিগড়ে যাবে। পুরুষের নারীর বেশ ধারণ এবং নারীর পুরুষের বেশ ধারণ স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। এর ফলে অশান্তির দুয়ার খুলে যায় এবং সমাজে উচ্ছৃংখলতা ও বেলেল্লাপনা দেখা দেয়। শরী'আতে এ জাতীয় কাজকে হারাম গণ্য করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি যে আমল করার দরুণ শারঈ দলীলে তাকে অভিশাপ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেই দলীলই প্রমাণ করে যে উক্ত কাজ হারাম ও কবীরা গুনাহ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ-

'রাসূল (ছাঃ) পুরুষদের মধ্যে নারীর বেশ ধারণকারীদের এবং নারীদের মধ্যে পুরুষের বেশ ধারণকারিণীদের অভিশাপ দিয়েছেন'।[১৬] ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে আরও বর্ণিত আছে,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারীবেশী পুরুষদেরকে এবং পুরুষবেশী নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।[১৭]

এই অনুকরণ উঠাবসা, চলাফেরা, কথাবার্তা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন দৈহিকভাবে মেয়েলী বেশ ধারণ করা, কথাবার্তা ও চলাফেরায় মেয়েলীপনা অবলম্বন করা কিংবা পুরুষের বেশ ধারণ করা ইত্যাদি।

পোশাক ও অলংকার পরিধানেও অনুকরণ রয়েছে। সুতরাং পুরুষের জন্য গলার হার, হাতের চুড়ি, পায়ের মল, কানের দুল পরা চলবে না। অনুরূপভাবে মহিলারাও পুরুষদের জামা, পাজামা, প্যান্ট, শার্ট, পাঞ্জাবী পরতে পারবে না। নারীদের পোশাকের ডিজাইন পুরুষদের থেকে ভিন্নতর হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَعَنَ اللّٰهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ-

'আল্লাহ তা'আলার লা'নত সেই পুরুষের উপর, যে মেয়েলী পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীর উপর, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে'।[১৮]

সুতরাং উভয়ের কারো জন্যই বেশ বদল জায়েয হবে না।

পাকা চুলে কাল খেযাব ব্যবহার করাঃ

চুলকে কাল রঙে রঞ্জিত করা হারাম। হাদীছে কাল খেযাব সম্পর্কে যে হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে তাতে একথাই প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ بِالسِّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَايَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ-

'শেষ যামানায় একদল লোক কবুতরের বুকের ন্যায় কাল খেযাব ব্যবহার করবে। তারা জান্নাতের কোন সুগন্ধি পাবে না'।[১৯]

অনেক চুলপাকা ব্যক্তিকে এ কাজ করতে দেখা যায়। তারা কাল রং দ্বারা সাদা চুল রাঙিয়ে নিজেদেরকে যুবক কিংবা অপেক্ষাকৃত কম বয়সী বলে যাহির করে। এতে প্রতারণা, আল্লাহ্র সৃষ্টিকে গোপন করা ও মিথ্যা আত্মতৃপ্তি ব্যতীত আর কিছু হয় না। এর ফলে ব্যক্তিগত চালচলনের উপর নিঃসন্দেহে একপ্রকার কুপ্রভাব পড়ে। অন্য মানুষ তাতে প্রতারিত হয়।

১৪. মুসলিম ৩/১৬৭৬ পৃঃ।
১৫. মুসলিম ৩/১৬৭৯ পৃঃ।
১৬. বুখারী, ফৎহুল বারী ১০/৩৩২ পৃঃ।
১৭. বুখারী, ফাৎহুল বারী ১০/৩৩৩ পৃঃ।
১৮. আবুদাঊদ ৪/৩৫৫ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৫০৭১।
১৯. আবুদাঊদ ৪/৪১৯ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৮১৫৩।

নবী করীম (ছাঃ) পাকা চুল খেযাব করেছেন মেহেন্দি বা অনুরূপ কোন জিনিস দ্বারা। যাতে হলুদ, লাল ইত্যাদি মৌলিক রং ফুটে ওঠে। তবে কাল রং দিয়ে কখনোই নয়।

আবুবকর (রাঃ)-এর পিতা আবু কুহাফা (রাঃ)-কে মক্কা বিজয়ের দিন যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে হাযির করা হয় তখন তার চুল-দাড়ি এত সাদা হয়ে গিয়েছিল যে, তা সাগামা (কাশ) ফুলের ন্যায় ধবধবে দেখাচ্ছিল। তিনি তাকে দেখে বললেন,

غَيِّرُوْا هذَا بِشَئٍ وَاجْتَنِبُوْا السَّوَادَ-

'তোমরা কোন কিছু দ্বারা এটা পরিবর্তন করে দাও। তবে কাল রং থেকে বিরত থাকো'।[২০] নারীদের বিধান পুরুষদের অনুরূপ। তারাও পাকা চুল কাল রঙে রাঙাতে পারবে না।

ক্যানভাস, প্রাচীর গাত্র, কাগজ ইত্যাদিতে প্রাণীর ছবি অঙ্কনঃ

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ-

'নিশ্চয়ই ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্র বিচারে কঠোর শাস্তি প্রাপ্তরা হবে ছবি নির্মাতাগণ'।[২১]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِىْ فَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً-

'যারা আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করতে তৎপর হয় তাদের থেকে বড় যালেম আর কে আছে? এতই যদি পারে তো তারা একটা শস্য দানা সৃষ্টি করুক কিংবা অণু সৃষ্টি করুক'।[২২]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِى جَهَنَّمَ-

'প্রত্যেক ছবি নির্মাতা জাহান্নামে যাবে। সে যত ছবি অঙ্কন করেছে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য একটি করে প্রাণী তৈরী করা হবে। সে জাহান্নামে (তাকে) শাস্তি দেবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তোমাদেরকে যদি ছবি আঁকতেই হয় তাহ'লে বৃক্ষ ও যার 'রূহ' নেই তার ছবি আঁক'।[২৩]

এ সকল হাদীছ হ'তে প্রমাণ মেলে যে, মানুষ, পশু ইত্যাকার যে কোন প্রাণীর ছবি আঁকা হারাম। চাই তা ছাপা হৌক, কিংবা খোদাইকৃত হৌক, কিংবা অঙ্কিত হৌক বা ভাস্কর্য হৌক কিংবা ছাঁচে ঢালাই করা হৌক। কেননা ছবি হারাম সংক্রান্ত হাদীছের আওতায় এ সবই পড়ে। আর যে ব্যক্তি মুসলমান সে তো শরী'আতের কথা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিবে। সে এ বিতর্ক করতে যাবে না যে, আমি তো উহার পূজা করি না বা উহাকে সিজদা করি না। একজন জ্ঞানী লোক যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমাদের যুগে ব্যাপক বিস্তার লাভকারী ছবির মধ্যে নিহিত একটি ক্ষতির কথাও চিন্তা করেন তাহ'লে শরী'আতে ছবি হারামের তাৎপর্য তিনি অনুধাবন করতে পারবেন। বর্তমানে এমন অনেক ছবি আছে যার কারণে কুপ্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, কামনার জোয়ার সৃষ্টি হয়। এমনকি ছবির জন্য যিনায় লিপ্ত হওয়াও বিচিত্র নয়।

এ ছাড়া মুসলমানরা নিজেদের ঘরে প্রাণীর ছবি রাখবে না। কেননা প্রাণীর ছবি থাকলে গৃহে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

لَاتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَاتَصَاوِيْرُ-

'যে বাড়ীতে কুকুর ও ছবি থাকে সেই বাড়ীতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না'।[২৪]

কোন কোন বাড়ীতে কাফিরদের দেব-দেবীর ছবি দেখতে পাওয়া যায়। বলা হয় যে, এগুলি আমরা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রেখেছি। অন্যান্য ছবির তুলনায় এগুলি আরও কঠোর হারাম। অনুরূপভাবে প্রাচীর গাত্রে টাঙানো ছবিও বেশী ক্ষতিকারক। এসব ছবি কত যে সম্মান পায়, কত যে দুঃখ তাজা করে, কত যে গর্ব বয়ে আনে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

ছবিকে কখনো স্মৃতি বলা যায় না। কেননা, মুসলিম আত্মীয় ও প্রিয়জনের স্মৃতি তো অন্তরে বিরাজ করে। একজন মুসলমান তাদের জন্য রাব্বুল আলামীনের নিকটে রহমত ও মাগফেরাতের দো'আ করবে। তাতেই তাদের স্মৃতি জাগরুক থাকবে।

সুতরাং সর্বপ্রকার প্রাণীর ছবি বাড়ী থেকে সরিয়ে দেওয়া ও নিশ্চিহ্ন করে ফেলা আবশ্যক। হ্যাঁ, যেগুলি নিশ্চিহ্ন করা দুষ্কর ও আয়াস সাধ্য সেগুলি ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে। যেমন সাধারণ্যে প্রচলিত নানা ধরনের বস্তুতে অঙ্কিত ছবি, অভিধান, রেফারেন্স বুক ও অন্যান্য পাঠ্য বইয়ের ছবি ইত্যাদি। তবে যথাসম্ভব সেগুলি অপসারিত করা গেলে করবে। বিশেষ করে মন্দ ছবি রাখবে না।

---

২০. মুসলিম ৩/১৬৬৩ পৃঃ।
২১. বুখারী, ফাৎহুল বারী ১০/৩৮২ পৃঃ।
২২. বুখারী, ফাৎহুল বারী ১০/৩৮৫ পৃঃ।
২৩. মুসলিম ৩/১৬৭১ পৃঃ।
২৪. বুখারী, ফাৎহুল বারী ১০/৩৮০ পৃঃ।

পরিচয়পত্রে ব্যবহৃত ছবি হারামের আওতাভুক্ত হবে না। কেননা সফরে উহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যে সব ছবির ক্বদর নেই; বরং তা পদদলিত করার ন্যায় গণ্য, সে সব প্রয়োজনীয় ছবি আঁকার অবকাশ রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,– فَاتَّقُوْا اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*।

মিথ্যা স্বপ্ন বলাঃ

মানুষের মাঝে মর্যাদার আসন লাভ, আলোচনার পাত্র হওয়া, আর্থিক সুবিধা লাভ কিংবা শত্রুকে ভীতচকিত করার মানসে মিথ্যা স্বপ্ন বলার অভ্যাস কিছু মানুষের আছে। জনসাধারণের অনেকেই স্বপ্নে বিশ্বাসী। স্বপ্নের সাথে তাদের সম্পর্ক খুবই গভীর। তারা একে বাস্তব মনে করে। ফলে এসব মিথ্যা স্বপ্ন দ্বারা তারা প্রতারিত হয়। যে ব্যক্তি এভাবে মিথ্যা স্বপ্ন বলে বেড়ায় তার জন্য কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَىٰ أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوْيُرِيَ عَيْنَهُ مَالَمْ تَرَ- وَيَقُوْلُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَمْ يَقُلْ-

'সবচেয়ে বড় মনগড়া বা মিথ্যার মধ্যে রয়েছে ঐ ব্যক্তি, যে নিজেকে স্বীয় পিতা ব্যতীত অন্যের সন্তান হিসাবে আখ্যায়িত করে, যে স্বপ্ন সে দেখেনি তা দেখার দাবী করে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা বলেননি তাঁর নামে তা বলা'।[২৫]

তিনি আরও বলেছেন,

مَنْ تَحَلَّمَ بِحِلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَن يَّعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَنْ يَّفْعَلَ-

'যে ব্যক্তি স্বপ্নে যা দেখেনি তা দেখার ভান বা দাবী করে তাকে দু'টি চুলে গিরা দিতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে তা কখনই করতে পারবে না'।[২৬]

দু'টি চুলে গিরা দেওয়া একটি অসাধ্য কাজ। সুতরাং কাজ যেমন হবে তার ফলও তেমন হবে।

কবরের উপর বসা, কবর পদদলিত করা ও কবরস্থানে প্রাকৃতিক কার্য সমাধা করাঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَأَنْ يَّجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌلَّهُ مِنْ أَنْ يَّجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ-

'যদি তোমাদের কারো অঙ্গারের উপর বসার দরুণ তার কাপড় পুড়ে দেহের চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবুও তা তার জন্য কবরের উপর বসা থেকে উত্তম'।[২৭]

কবর পা দিয়ে মাড়ানোর কাজ অনেকেই করে থাকে। তারা যখন নিজেদের কাউকে কবরস্থানে দাফন করতে নিয়ে আসে, তখন দেখা যায় পার্শ্ববর্তী কবরগুলি মাড়াচ্ছে, কখনও আবার জুতা পায়ে মাড়াচ্ছে, কোন পরোয়াই করছে না। অন্যান্য মৃতদের কোন ক্বদরই যেন তাদের কাছে নেই। অথচ এই সকল মৃত ব্যক্তির সম্মানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْسَيْفٍ أَوأَخْصِفَ نَعْلِيْ بِرِجْلِيْ أَحبَ إِلَى من أن أَمْشِيْ عَلَى قَبْرِ مُسلِمٍ-

'আগুনের অঙ্গার কিংবা তরবারির উপর দিয়ে আমার হেঁটে যাওয়া কিংবা আমার পায়ের চামড়া দ্বারা আমার চটি তৈরী করা একজন মুসলমানের কবরের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া থেকে আমার নিকট অধিক প্রিয়'।[২৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি কোন কবরস্থানের মালিক হয়ে সেখানে ব্যবসা কেন্দ্র কিংবা বাড়ী-ঘর গড়ে তোলে তার অবস্থা কি দাঁড়াবে? কিছু লোকের কবরস্থানে পেশাব-পায়খানা করার অভ্যাস আছে। তাদের যখন পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন তারা কবরস্থানের প্রাচীর টপকিয়ে কিংবা খোলাস্থান দিয়ে ঢুকে পড়ে এবং মল-মূত্রের নাপাকী ও গন্ধ দ্বারা মৃতদের কষ্ট দেয়। কবরের উপর পেশাব-পায়খানা করা প্রসঙ্গে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

وَمَا أُبَالِيْ أَوْسَطَ الْقَبْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِيْ أَوْ وَسَطَ السُّوْقِ-

'কবরস্থানের মাঝে মল-মূত্র ত্যাগ করতে পারলে বাজারের মধ্যস্থলে মল-মূত্র ত্যাগের কোন পরোয়া করি না'।[২৯]

অর্থাৎ কবরস্থানে মল-মূত্র ত্যাগের কদর্যতা আর বাজারের মধ্যে জনগণের সামনে সতর খোলা ও মল-মূত্র ত্যাগের কদর্যতা একই সমান। সুতরাং কবরস্থানে মল-মূত্র ত্যাগ গুনাহ তো বটেই এমনকি তা লোকালয়ে মল-মূত্র ত্যাগের ন্যায় লজ্জাকরও বটে। যারা ইচ্ছে করে কবরস্থানে ময়লা-আবর্জনা, গোময় ইত্যাকার জিনিস ফেলে তারাও এই ভর্ৎসনার অংশীদার হবে।

পেশাবের পর পবিত্র না হওয়াঃ

মানব প্রকৃতিকে দুরস্ত করার যত উপায়-উপকরণ আছে ইসলাম তার সবই উপস্থাপন করেছে। এটি ইসলামের একটি বড় সৌন্দর্য। নাপাকী দূর করা এসব উপায়ের একটি। এ কারণেই 'ইসতিনজা' বা শৌচকার্য বিধিবদ্ধ

২৫. *বুখারী, ফাৎহুল বারী ৬/৫৪০ পৃঃ।*
২৬. *বুখারী, ফাৎহুল বারী ১২/৪২৭ পৃঃ।*
২৭. *মুসলিম ২/৬৬৭ পৃঃ।*
২৮. *ইবনু মাজাহ ১/৪৯৯ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৫০৩৮।*
২৯. *ইবনু মাজাহ ১/৪৯৯ পৃঃ।*

করা হয়েছে এবং কিভাবে পাক-পবিত্রতা অর্জিত হবে তার নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে।

অনেকে নাপাকী দূরীকরণে অলসতা করে থাকে। যার ফলে তাদের কাপড় ও দেহ অপবিত্র হয়ে যায় এবং ফলশ্রুতিতে তাদের ছালাত হয় না। নবী করীম (ছাঃ) উহাকে কবর আযাবের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) মদীনার একটি খেজুর বাগানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে তিনি দু'জন (মৃত) ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পান। কবরে তাদের শাস্তি হচ্ছিল। তা শুনে তিনি বললেন, এই দু'টো লোককে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বড় কোন কারণে নয়। অবশ্য গুনাহ হিসাবে এগুলি কবীরা। তাদের একজন পেশাব শেষে পবিত্র হ'ত না আর অন্যজন চোগলখুরী করে বেড়াত'।[৩০]

নবী করীম (ছাঃ) বরং এতদূর বলেছেন যে, أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِى الْبَوْلِ– 'বেশীরভাগ কবর আযাব পেশাবের কারণে হয়'।[৩১]

পেশাবের ফোঁটা বন্ধ না হ'তেই যে দ্রুত পেশাব হ'তে উঠে পড়ে কিংবা এমন কায়দায় বা স্থানে পেশাব করে যেখান থেকে পেশাবের ছিঁটা এসে গায়ে বা কাপড়ে লাগে সেও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

কাফেরদের দেখাদেখি আমাদের মধ্যে অনেকস্থানেই দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে টয়লেট তৈরী করা হয়। এগুলি খোলামেলাও হয়। মানুষ কোন লজ্জা-শরম না করেই আনা-গোনাকারীদের সামনে সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে শুরু করে। তারপর পেশাবের নাপাকী সমেতই কাপড় পরে নেয়। এতে দু'টি বিশ্রী হারাম একত্রিত হয়। এক- সে তার লজ্জাস্থানকে মানুষের দৃষ্টি থেকে হেফাযত করে না। দুই- সে পেশাব হ'তে পবিত্রতা অর্জন করে না।

লোকদের অনীহা সত্ত্বেও গোপনে তাদের আলাপ শ্রবণঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَتَجَسَّسُوا–

'তোমরা গোয়েন্দাগিরি করনা' *(হুজুরাত ১২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِى أُذُنَيْهِ الْأُنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

'যে ব্যক্তি লোকদের অনীহা সত্ত্বেও তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে ক্বিয়ামতের দিন তার দু'কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে'।[৩২]

আর যদি ক্ষতি করার মানসে তাদের থেকে শোনা কথা তাদের অগোচরে মানুষের নিকট বলে বেড়ায় তাহ'লে গোয়েন্দাগিরি পাপের সাথে কুটনামের পাপও জড়িত হবে। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ– 'যে লোকদের অগোচরে তাদের কথা শুনে অন্যত্র কুটনাম করে বেড়ায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৩৩]

অসৎ প্রতিবেশীঃ

প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের প্রতি জোর তাকীদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

وَاعْبُدُوْا اللَّهَ وَلاَتُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَيُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا–

'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করো না এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ কর। আর সদাচরণ কর নিকটাত্মীয়, অনাথ, নিঃস্ব, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, পার্শ্বস্থিত সঙ্গী ও পথিকদের সঙ্গে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের ভালবাসেন না যারা গর্বে স্ফীত অহংকারী' *(নিসা ৩২)*।

প্রতিবেশীর হক্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তাকে কষ্ট দেওয়া হারাম। আবু শু'আইব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَاللَّهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَيُؤْمِنُ قِيْلَ وَمَنْ يَارَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ الَّذِىْ لاَيَؤْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ–

'আল্লাহ্র শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র শপথ সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, কে সে জন ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার হ'তে নিরাপদে থাকতে পারে না'।[৩৪]

নবী করীম (ছাঃ) এক প্রতিবেশী কর্তৃক অন্য প্রতিবেশীর সুখ্যাতি ও নিন্দা করাকে ভাল ও মন্দ আচরণের মাপকাঠি গণ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)-কে এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমি ভাল আচরণ করলাম না মন্দ আচরণ করলাম তা কী করে বুঝব? তিনি বললেন,

إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ–

---

৩০. বুখারী, ফাৎহুল বারী ১/৩১৭ পৃঃ।
৩১. আহমাদ ২/৩২৬; ছহীহুল জামে' হা/১২১৩।
৩২. তাবারাণী, কবীর ১১/২৪৮ পৃঃ ২৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৬০০৪।
৩৩. বুখারী, ফাৎহুল বারী ১০/৪৭২ পৃঃ।
৩৪. বুখারী, ফাৎহুল বারী ১০/৪৪৩ পৃঃ।

'যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদেরকে বলতে শুনবে যে, তারা তোমার সম্পর্কে বলাবলি করছে, 'তুমি ভাল আচরণ কর' তখন বুঝবে, তুমি নিশ্চয়ই ভাল আচরণ করছ। আর যখন তাদেরকে বলাবলি করতে শুনবে যে, 'তুমি মন্দ আচরণ কর' তখন বুঝবে, তুমি নিশ্চয়ই মন্দ আচরণ করছ'।[৩৫]

প্রতিবেশীর সঙ্গে মন্দ আচরণ নানাভাবে হ'তে পারে। যেমন- প্রতিবেশীর সাথে যৌথভাবে নির্মিত বাড়ীর প্রাচীরের উপর কাঠ কিংবা বাঁশ পুঁততে বাধা দেওয়া, প্রতিবেশীর অনুমতি না নিয়ে তার বাড়ী হ'তে নিজ বাড়ীকে উঁচু বা বহুতল করে তার বাড়ীতে আলো-বাতাস চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, প্রতিবেশীর বাড়ী বরাবর জানালা তৈরী করে তার বাড়ীর লোকদের সতর দেখতে চেষ্টা করা, বিরক্তিকর শব্দ দ্বারা তাকে কষ্ট দেওয়া, যেমন চেঁচামেচি ও খটখট আওয়াজ করা, বিশেষ করে ঘুম ও আরামের সময়ে, প্রতিবেশীর সন্তানদের মারধোর করা কিংবা তার বাড়ীর দরজায় ময়লা-আবর্জনা ফেলা ইত্যাদি।

তাছাড়া প্রতিবেশীর হক্বের উপর চড়াও হ'লে পাপের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

لَأَنْ يَّزْنِىَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَّزْنِىَ بِإِمْرَأَةِ جَارِهِ- لَأَنْ يَّسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَّسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ-

'কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্য দশজন মহিলার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া স্বীয় প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারের তুলনায় অনেক সহজ। অনুরূপভাবে অন্য দশ বাড়ীতে চুরি করা কোন ব্যক্তির স্বীয় প্রতিবেশীর বাড়ীতে চুরি করা অপেক্ষা অনেক সহজ'।[৩৬]

ব্যভিচার ও চুরি উভয়ই অপরাধ। কারো সঙ্গেই তা বৈধ নয়। তা সত্ত্বেও প্রতিবেশীর বাড়ীতে ব্যভিচার ও চুরি এতই মারাত্মক যে অন্য দশ বাড়ীতে ব্যভিচার ও চুরিও তার কাছে একেবারে নস্যি। সুতরাং প্রতিবেশীর হক্ব নষ্ট করা যে কত মারাত্মক অপরাধ তা এ থেকেই অনুমান করা যায়।

অনেক অসাধু ব্যক্তি আছে, তারা প্রতিবেশীর অনুপস্থিতির সুযোগে রাতে তাদের গৃহে প্রবেশ করে এবং অপকর্মে লিপ্ত হয়। এসব লোকের জন্য এক বিভিষিকাময় দিনের শাস্তি অপেক্ষা করছে।

অছিয়ত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করাঃ

শরী'আতের একটি অন্যতম নীতি لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ 'নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হব না, অন্যের ক্ষতি কবর না'। এ জাতীয় ক্ষতি করার একটি উপমা হ'ল, শরী'আত স্বীকৃত ওয়ারিছগণের সবাইকে অথবা বিশেষ কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। কেউ এমন করলে সে নবী করীম (ছাঃ) প্রদত্ত হুঁশিয়ারীর আওতায় পড়বে। তিনি বলেছেন,

وَمَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ-

'যে কারো ক্ষতি করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন। আর যে শত্রুতা ও বিরোধিতা করবে আল্লাহ তাকে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করবেন।[৩৭]

অছিয়তের মাধ্যমে নানাভাবে ক্ষতি হ'তে পারে। যেমন- কোন ওয়ারিছকে তার ন্যায্য অংশ হ'তে বঞ্চিত করা। অথবা একজন ওয়ারিছকে শরী'আত যেটুকু দিয়েছে তার বিপরীতে তার জন্য অছিয়ত করা কিংবা এক তৃতীয়াংশের বেশী অছিয়ত করা ইত্যাদি।

যে সব দেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু নেই সেখানে একজন পাওনাদার অনেক ক্ষেত্রেই মানব রচিত বিধানের কারণে তার শরী'আত প্রদত্ত অধিকার লাভে সমর্থ হয় না। মানব রচিত বিচার ব্যবস্থা তাকে উকিলের মাধ্যমে বঞ্চিত অছিয়ত কার্যকর করতে আদেশ দেয় এবং সে তা কার্যকর করতে বাধ্য হয়। সুতরাং বড়ই পরিতাপ তাদের স্বহস্তে রচিত আইনের জন্য এবং বড়ই পরিতাপ তারা যে পাপ কামাই করছে তার জন্য!

দাবা খেলাঃ

লোকসমাজে প্রচলিত অনেক খেলাধূলার সাথেই হারাম জড়িত আছে। দাবা এমনই একটি খেলা। দাবা থেকে আরো অনেক রকম খেলার প্রতি ধোঁকা সৃষ্টি হয়। জুয়া ও বাজির দ্বার উন্মোচনকারী এই দাবা সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ-

'যে ব্যক্তি দাবা খেলে সে যেন শুকুরের রক্ত-মাংসে স্বীয় হাত রঞ্জিত করে।[৩৮]

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ-

'যে ব্যক্তি দাবা খেলে সে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধানকে অমান্য করে'।[৩৯]

সুতরাং দাবা ও তার আনুসঙ্গিক খেলা যেমন তাস, পাশা, ফ্লাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে অবশ্যই শরী'আতের আদেশ মানতে হবে।

---

৩৫. আহমাদ ১/৪০২ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৬২৩।
৩৬. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৩; সিলসিলা ছহীহাহ্ হা/৬৫।
৩৭. আহমাদ ৩/৪৫৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৪৮।
৩৮. মুসলিম ৪/১৭৭০ পৃঃ।
৩৯. আহমাদ ৪/৩৯৪ পৃঃ; ছহীহুল জামে' ৬৫০৫।

কোন মুসলমানকে অভিশাপ দেওয়া এবং যে অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য নয় তাকে অভিশাপ দেওয়াঃ

[লা'নত অর্থ রহমত বা দয়া থেকে দূর করে দেওয়া। উহার বাংলা প্রতিশব্দ অভিশাপ। কাউকে আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত করার জন্য বদ দো'আকে এক কথায় লা'নত বলে। অহেতুক লা'নত এজন্যই মারাত্মক অপরাধ ও হারাম। -লেখক]

অনেকেই রাগের সময় জিহ্বাকে সংযত রাখতে পারে না। ফলে বেদিশা হয়ে লা'নত করে বসে। তাদের লা'নতের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। মানুষ, পশু, জড় পদার্থ, দিন-ক্ষণ এমনকি নিজের সন্তান-সন্ততিদেরও তারা লা'নত করে বসে। দেখা যায়, স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে লা'নত করে, আবার স্ত্রীও স্বামীকে লা'নত করে। এটি একটি মারাত্মক অন্যায়। আবু সাঈদ ছাবিত বিন দাহাক আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ-

'যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে লা'নত করে, সে তাকে হত্যার ন্যায় কাজ করে বসে।[৪০]

মহিলাদেরকে বেশী বেশী লানত করতে দেখা যায়। এ জন্যে নবী করীম (ছাঃ) মহিলাদের জাহান্নামী হওয়ার নানা কারণের মধ্যে এটি একটি বলে উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে লা'নতকারীরা ক্বিয়ামত দিবসে সুপারিশকারীও হ'তে পারবে না।

সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার এই যে, অন্যায়ভাবে লা'নত করলে তা লা'নতকারীর উপর বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। তাতে লা'নতকারী মূলতঃ নিজকেই আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত করার জন্য প্রার্থনাকারী হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং খুব লাচার না হলেও শারঈ অনুমোদন ক্ষেত্র ব্যতীত লা'নত করা ঠিক নয়।

বিলাপ ও মাতমঃ

অনেক মহিলা আছে যারা চেঁচিয়ে কাঁদে, মৃতের গুণাবলী উল্লেখ করে মাতম করে, গালে মুখে থাপ্পর মারে। এগুলি বড় অন্যায়। অনুরূপভাবে পকেট ছিঁড়ে, চুল উপড়িয়ে, বেনী বেঁধে বা জড়িয়ে ধরে বিলাপ করাও মহা অন্যায়। এতে আল্লাহ্র ফায়ছালার প্রতি অসন্তোষ ও বিপদে অধৈর্যের পরিচয় মেলে। যে এমন করবে নবী করীম (ছাঃ) তার প্রতি লা'নত করেছেন। এ সম্পর্কে আবু উমামা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَ الشَّاقَّةَ جَيْبَهَا وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুখমণ্ডল ক্ষত-বিক্ষতকারিণী, পকেট ফাড়নে ওয়ালী এবং দুর্ভোগ ও ধ্বংস প্রার্থনাকারিণীর উপর লা'নত করেছেন।[৪১]

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَةِ-

'যে গণ্ডদেশে থাপ্পর মারে, পকেট ছিঁড়ে ফেলে ও জাহেলিয়াতের রীতি-নীতির প্রতি আহ্বান জানায় সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়।[৪২]

তিনি আরো বলেছেন,

اَلنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ-

'মাতমকারিণী মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করলে ক্বিয়ামত দিবসে তাকে আলকাতরার পাজামা ও মরিচাযুক্ত বর্ম পরিহিতা অবস্থায় তোলা হবে'।[৪৩]

সুতরাং কারো মৃত্যু বা বিপদে বিলাপ-মাতম ও আহাজারী করা বড়ই অন্যায়।

মুখমণ্ডলে আঘাত করা ও দাগ দেওয়াঃ

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুখমণ্ডলে আঘাত করতে এবং মুখমণ্ডলে দাগ দিতে নিষেধ করেছেন'।[৪৪]

মুখমণ্ডলে আঘাতের বিষয়টি কিছু মাতা-পিতা ও শিক্ষকদের থেকে বেশী প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা সন্তানদের শাসন করার জন্য হাত কিংবা অন্য কিছু দ্বারা মুখমণ্ডলে মেরে থাকে। অনেকে বাড়ীর চাকরদের সাথে এরূপ করে থাকে। এতে আল্লাহ তা'আলা যে চেহারার বদৌলতে মানুষকে মর্যাদাশালী করেছেন তাকে অমর্যাদা করার সাথে সাথে অনেক সময় মুখমণ্ডলের কোন একটি ইন্দ্রিয় অকেজো হয়ে পড়তে পারে। ফলে অনুশোচনা ছাড়াও ক্ষেত্রবিশেষে ক্বিছাছ দেওয়া লাগতে পারে।

পশুর মুখমণ্ডলে দাগ দেওয়া কাজটি পশু মালিকদের সাথে জড়িত। তারা স্ব স্ব পশু চেনা ও হারিয়ে গেলে ফিরে পাওয়ার জন্য পশুগুলির মুখে দাগ দিয়ে থাকে। এটা হারাম। এতে পশুর চেহারা ক্ষত করা ছাড়াও উহাকে কষ্ট দেওয়া হয়। কেউ যদি দাবী করে যে, এরূপ দাগ দেওয়া তাদের গোত্রের একটি রীতি এবং গোত্রের বিশেষ চিহ্ন, তাহ'লে এটুকু করার অবকাশ থাকতে পারে যে শরীরের অন্য কোথাও দাগ বা কোন চিহ্ন দিবে; মুখমণ্ডলে নয়।

---

৪০. বুখারী, ফাৎহুল বারী ১০/৪৬৫ পৃঃ।
৪১. ইবনু মাজাহ ১/৫০৫ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৫০৬৮।
৪২. বুখারী, ফাৎহুল বারী ৩/১৬৩ পৃঃ।
৪৩. মুসলিম হা/৯৩৪।
৪৪. মুসলিম ৩/১৬৭৩ পৃঃ।

শারঈ কারণ ব্যতীত তিন দিনের ঊর্ধ্বে কোন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছেদ করাঃ

মুসলমানে মুসলমানে সম্পর্ক বিনষ্ট করা শয়তানের অন্যতম চক্রান্ত। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসারী অনেকেই শারঈ কোন কারণ ছাড়াই মুসলিম ভাইদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। নেহায়েত বস্তুগত কারণে কিংবা দুর্বল কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ছিন্ন সম্পর্ক যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে। তারা কেউ একে অপরের সঙ্গে কথা না বলার শপথ করে, তার বাড়ীতে প্রবেশ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। রাস্তায় দেখা হ'লে পাশ কেটে চলে যায়। মজলিসে হাযির হ'লে তার আগে-পিছের লোকদের সঙ্গে করমর্দন করে কিন্তু তার সঙ্গে করতে ভুল হয়ে যায়। ইসলামী সমাজে দুর্বলতা অনুপ্রবেশের এটি অন্যতম কারণ। এর পরকালীন শাস্তি কঠোর। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ- فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ-

'কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের ঊর্ধ্বে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা বৈধ নয়। যে মুসলমান তিন দিনের ঊর্ধ্বে সম্পর্ক ছেদ করে থাকে। অতঃপর মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[৪৫]

অত্র তিনি বলেন,

مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ بِسَفْكِ دَمِهِ-

'যে ব্যক্তি তার ভাইকে এক বৎসর অবধি পরিত্যাগ করে থাকে সে তার রক্তপাতকারী তুল্য'।[৪৬]

মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম এত মারাত্মক যে, উহার ফলে আল্লাহ্র ক্ষমা হ'তে বঞ্চিত হ'তে হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) এ প্রসঙ্গে নবী করীম (ছাঃ) থেকে নিম্নোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন,

تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ- فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ- فَيُقَالُ أُتْرُكُوْا أَوْ أَرْكُوْا (يَعْنِى أَخِّرُوْا) هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيْئَا-

'প্রতি সপ্তাহে বান্দার আমল আল্লাহ্র সমীপে দু'বার করে পেশ করা হয়। সোমবারে একবার ও বৃহস্পতিবারে একবার। তখন সকল বিশ্বাসী বান্দাকেই ক্ষমা করা হয়; কেবল সেই লোককে ক্ষমা করা হয় না, যার সাথে তার ভাইয়ের শত্রুতা আছে। তাদের দু'জন সম্পর্কে বলা হয়, 'এ দু'জনকে বাদ রাখ কিংবা অবকাশ দাও, যে পর্যন্ত না তারা দু'জন আল্লাহ্র পথে ফিরে আসে'।[৪৭]

অর্থাৎ শত্রুতা পরিহার না করা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করা নিষিদ্ধ।

বিবাদকারীদ্বয়ের মধ্যে যে তওবা করবে, তাকে তার সঙ্গীর নিকটে গিয়ে সাক্ষাত করা ও সালাম প্রদান করা যরূরী। যদি সে তা করে কিন্তু তার সঙ্গী সাক্ষাত না দেয় কিংবা সালামের জবাব না দেয় তবে সে দোষমুক্ত হয়ে যাবে এবং দণ্ড যা কিছু তা অস্বীকারকারীর উপরে পতিত হবে।

আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন,

لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ-

'কোন ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছেদ করে থাকা বৈধ নয়। (সম্পর্কছেদের চিহ্ন স্বরূপ) তাদের দু'জনের সাক্ষাত হ'লে দু'জনই মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের দু'জনের মধ্যে সে-ই উত্তম হবে, যে প্রথমে তার সঙ্গীকে সালাম দিবে।[৪৮]

হাঁ, যদি সম্পর্কছেদ করার শারঈ কোন কারণ পাওয়া যায়। যেমন- সে ছালাত আদায় করে না কিংবা বেপরোয়াভাবে অন্যায়-অশ্লীল কাজ করে চলে তাহ'লে লক্ষ্য করতে হবে, সম্পর্ক ছেদই তার জন্য মঙ্গলজনক না সম্পর্ক রক্ষাই মঙ্গলজনক। যদি সম্পর্ক ছেদে তার মঙ্গল হয় এবং সে সৎপথে ফিরে আসে তাহ'লে সম্পর্কছেদ করা ফরয হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি মঙ্গলজনক না হয়ে বরং আরো বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তার মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি ও পাপ প্রবণতা বেড়ে যায় তাহ'লে সম্পর্ক ছিন্ন করা ঠিক হবে না। কেননা তাতে সংশোধন না হয়ে বরং বিশৃঙ্খলা আরো বেড়ে যাবে। সুতরাং তার সঙ্গে সংস্রব বজায় রেখে যথাসাধ্য নছীহত করে যেতে হবে। যেমন- নবী করীম (ছাঃ) কা'ব বিন মালিক (রাঃ)-এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধে বিনা কারণে অংশ না নেয়ার জন্য ৫০ দিনের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। এই সম্পর্কছেদ তার জন্য মঙ্গলজনক ছিল। কিন্তু মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সঙ্গীদের সাথে এক দিনের তরেও তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিনষ্ট না করায় তুলনামূলক বেশী মঙ্গল ছিল।

****

৪৫. আবুদাঊদ ৫/২১৫ পৃঃ, ছহীহুল জামে' হা/৭৬৩৫।
৪৬. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪০৬; ছহীহুল জামে' হা/৬৫৫৭।
৪৭. মুসলিম ৪/১৯৮৮ পৃঃ।
৪৮. বুখারী, ফাৎহুল বারী ১০/৪৯২ পৃঃ।

কবরে তিনটি প্রশ্নঃ মতবাদপন্থী কোন মুসলমানের পক্ষে জবাব দান সম্ভব কি?

মুযাফ্ফর বিন মুহসিন

(পূর্ব প্রকাশিতের)

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ কে উত্তর দানে সক্ষম?

কবরে আগমনকারী ফেরেশতাদ্বয় পরকালের যাত্রীকে দ্বিতীয় প্রশ্নটি করবেন দ্বীন বা ধর্ম সম্পর্কে। সে পার্থিব জীবনে কোন্ ধর্মের অনুসরণ করেছে? এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার কারণ হ'ল, আল্লাহ তা'আলা যেমন মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই তিনি তাদেরকে সঠিক পথ ও পন্থা বাতলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হ'তে তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এজন্যই আমি তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করেছি। আমি তাকে পথ নির্দেশও দিয়েছি। (সেই পথে পরিচালিত হয়ে) হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে (পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে) কুফুরী করবে' *(দাহর ২-৩)*। এই পথই হ'ল ইসলামী পথ। এই পথই ছিল সকল নবী-রাসূলের একমাত্র পথ।

তাই প্রাচীনকালে হৌক বা আধুনিককালে হৌক, বর্তমানে হৌক বা ভবিষ্যতে হৌক যত ধর্ম, পথ ও মতের সৃষ্টি হয়েছে এবং হবে তা যত সুন্দরই (?) হৌক না কেন মহান আল্লাহ্র নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন-ধর্ম, জীবনাদর্শ। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ 'নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্র নিকটে একমাত্র দ্বীন' *(আলে ইমরান ১৯)*। এই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ, অসম্পূর্ণতার ছোঁয়া মাত্র নেই এবং ইহা কোন মতাদর্শের মুখাপেক্ষীও নয়। আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সর্বশেষ বিঘোষিত হয়েছে, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا– 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৩)*। সুতরাং ইসলাম যে একটি বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাই মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে এটাই পালনীয়। আর এ জন্যই সে কবরে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

কিন্তু ইসলাম সার্বজনীন জীবনাদর্শ হওয়া সত্ত্বেও যারা একে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে মানব রচিত মতবাদ, মতাদর্শের আলোকে জীবন পরিচালনা করছে এবং ইসলাম সম্পর্কে সমালোচনামূলক বক্তব্য ছড়িয়ে সমাজে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে তাদের পরিণতি কি হবে? আল্লাহ্র ভাষায় শ্রবণ করি, وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ– 'কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করলে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৮৫)*।

এরাই ইসলাম সম্পর্কে বলে থাকে, ইসলাম ধর্মের এখন কি কোন প্রয়োজন আছে? অতীতে হয়ত প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগে এর কোন প্রয়োজন নেই। এটা পালন করা ইচ্ছাধীন। পালন করলেও চলে না করলেও চলে। তাই কেউ গ্রহণ করে, কেউ প্রত্যাখ্যান করে। আবার কেউ ইসলামের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বলে থাকে, ধর্ম তো আধ্যাত্মিক বা ব্যক্তি জীবনে পালনীয় বিষয় মাত্র; ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বৈষয়িক তথা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই; বরং একে বৈষয়িক অঙ্গনে অন্তর্ভুক্ত করার কল্পনাই অযৌক্তিক।

মূলতঃ উপরোক্ত কথাগুলি তারা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলে না; বরং ইসলামের চির শত্রু তাদের প্রভুদের শিখানো বুলির পুনরাবৃত্তি করে মাত্র। যেমন- এদের এক প্রভু ইউরোপের প্রসিদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) ধর্মকে তাচ্ছিল্য করে বলেছিল, 'মানুষের জীবন স্পষ্টরূপেই তিনটি মনস্তাত্ত্বিক যুগ অতিক্রম করে এসেছে। কুসংস্কার যুগ, ধর্মের যুগ এবং বিজ্ঞানের যুগ। এখন চলছে বিজ্ঞানের যুগ। সুতরাং ধর্মীয় কথাবার্তার এখন আর কোন গুরুত্ব নেই, উহা বাসী হয়ে গেছে, উহার মর্যাদা ও মূল্য বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই'।[১৬]

এছাড়া এদের মূলে রয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ (Secularism)। যা ১৮৩২ সালে জর্জ জ্যাকব হলিউক (জ. ১৮১৭)-এর প্রচেষ্টায় এবং চার্লস সাউথওয়েল, থমাস কুপার, চার্লস ব্রেডলাফ, থমাস পিটার্সন ও উইলিয়াম বিল্টন প্রমুখের সহযোগিতায় ইউরোপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর অর্থ- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অথবা বৈষয়িকতাবাদ কিংবা ধর্মহীনতাবাদ। ধর্ম বিবর্জিত জীবনধারা অবলম্বনই হচ্ছে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' (Secularism)।[১৭] Encyclopaedia Britannica-তে 'সেকিউলারিজম'-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, A movement in society disected away from other worldliness to this worldliness. In the medieval period there was a strong tendency for religious persons to despise human affairs and to meditate on God and the

১৬. *মুহাম্মাদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, আগষ্ট ২০০১), পৃঃ ৩২।*

১৭. *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০২), পৃঃ ২১; মাসিক 'আত-তাহরীক', দরসে কুরআনঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ (ডিসেম্বর'৯৯), পৃঃ ৪)।*

afterlife. অর্থাৎ 'এটি এমন একটি সামাজিক আন্দোলনের নাম, যা মানুষকে পরকাল থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র দুনিয়াবী জীবনের প্রতি নির্দেশ করে। যা মধ্যযুগে[১৮] (শেষের দিকে) ধার্মিক ব্যক্তির স্বীয় কর্মের প্রতি এবং ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাসীর প্রতি তাচ্ছিল্যের প্রবণতা তীব্রভাবে সূচনা করে'।[১৯]

এর মূল বক্তব্য হ'ল, 'Religion should not be allowed to come into politics. It is merely a matter between man and God'. অর্থাৎ 'ধর্মকে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নয়। এটি মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যকার একটি (আধ্যাত্মিক) বিষয় মাত্র'।[২০]

এদের উদ্দেশ্য হ'ল, মানুষের বৃহত্তর বৈষয়িক জীবন থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করে ক্ষুদ্র আধ্যাত্মিক জীবনে সীমাবদ্ধ করা। অতঃপর বৈষয়িক জীবনে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় জীবনকেও বিতাড়িত করা। অর্থাৎ একজন মানুষকে পুরো নাস্তিক হিসাবে গড়ে তোলা। যা ছিল হলিউকের অন্যতম সহযোগী চার্লস ব্রেডলাফের থিউরী।

এজন্যই এ মতবাদের সূচনালগ্নেই ইউরোপে তার ভয়াল রূপ পরিলক্ষিত হয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সকল কিছুকে তারা নিতান্ত বৈষয়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার লক্ষ্যে ছিনিয়ে নিয়েছিল। যাবতীয় ধর্মীয় কর্মবিধি ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের উপর অবর্ণনীয় লহুক্ষরণ নির্যাতন চালিয়েছিল। এই রক্তাক্ত ইতিহাসই ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের উৎপত্তি-উৎস।[২১] যেহেতু খ্রীষ্টান নরপিশাচরাই এর স্রষ্টা, তাই প্রথম থেকেই খ্রীষ্টান ধর্মের উপর নানারূপ নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। ধর্মীয় নেতা পোপের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। গীর্জাকে আর্থিক সাহায্য দান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়, এর সমস্ত দালানকোঠা বাজেয়াপ্ত করে সরকার তার মালিকানাধীন ঘোষণা করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মীয় শিক্ষা তুলে দেওয়া হয় এবং কেবলমাত্র বৈষয়িক সিলেবাসেই পাঠদান আরম্ভ হয়। যেকোন ধর্মীয় বিধান প্রণয়ন নীতিকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। ধর্মীয় আইনকাঠামোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সমূলে উৎখাত করা হয়। ১৮৮০ সালে খ্রীষ্টানধর্মীয় চিন্তা-চেতনাকে বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং ১৯০৪ সালে নির্বিশেষে সকল প্রকার ধর্মীয় প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে শুরু হয় ধর্মীয় নেতাদের উপর অমানসিক নির্যাতন। ফ্রান্স ও ইউরোপসহ অন্যান্য রাষ্ট্রেও যার ভয়ালরূপ পত্যক্ষ করা গেছে।[২২]

এই সর্বগ্রাসী মতবাদ ক্রমশঃ সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্র সমূহেও সুকৌশলে প্রবেশ করে এবং মুসলিম জীবনের সকল দিক ও বিভাগ থেকে ইসলামী অনুশাসন তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। যার দ্বারা মিছর, সিরিয়া, তুরস্ক সহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র আক্রান্ত হয়েছে। আমাদের দেশেও গত সরকারের আমলে এর ভয়ালরূপ সরেজমিনে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সংসদ থেকে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম'কে বিতাড়িত করার প্রচেষ্টা। ২৫১টি মাদরাসা বন্ধ, শত শত আলেমকে হত্যা-গ্রেফতার, হাযার হাযার মাদরাসার ছাত্রকে গ্রেফতার, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম-এর মর্যাদা বিনষ্ট করা, মুছল্লীদের উপর পুলিশের লাঠি চার্জ, বিভিন্ন মসজিদে তালা বন্ধ, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا কুরআনের আয়াতকে উৎখাত করা প্রভৃতি কত যে ইসলাম বিরোধী কর্ম সংঘটিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ১৯৭২ সালে ডঃ কুদরত-ই-খোদা কর্তৃক প্রণীত ইসলামী শিক্ষা বিরোধী ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমের প্রচেষ্টা, সংবিধান থেকে 'বিস্‌মিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম', 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম', 'আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস' এগুলি তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়েছে। তারা এখনও ক্ষান্ত হয়নি। তাদের প্রচেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে। গত ৯ জুন ২০০৩ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে 'বিস্‌মিল্লাহ' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বাতিল করে অবিলম্বে সংবিধান থেকে তুলে দেওয়ার আক্রমণাত্মক দাবী জানিয়েছে।[২৩] এগুলিই হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী নামধারী মুসলমানদের কার্যবিধি।

অতএব সেকিউলারিজম মতবাদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষ এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে কেউ মুসলমান থাকতে পারে না। কারণ বৈষয়িক জীবন সম্পর্কে ইসলাম যে বিধি-বিধান দিয়েছে সেগুলিকে সে অস্বীকার করে। এ প্রকৃতির কথিত মুসলমানরাই মৃত্যুর পর কবরে 'ইসলাম' সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। ফলে কবর পরিণত হবে অনলকুণ্ডে। আর যে নিজের সার্বিক জীবনে সকল প্রকার মতবাদকে অস্বীকার ও পদদলিত করে শুধু ইসলামী বিধান মেনে চলবে সে-ই কেবল উত্তরে বলতে সক্ষম হবে, دِيْنِىَ الْإِسْلَامُ। 'আমার ধর্ম ইসলাম'।

---

১৮. *সাধারণতঃ ১১শ'-১৭শ' শতাব্দীকে মধ্যযুগ বলা হয়। সেকিউলারিজম যদিও হলিউকের মাধ্যমে ১৮৩২ সালে মতবাদ রূপে প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু ১৬৪৬খৃঃ থেকেই সিকিউলার শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল- দ্রঃ, পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি, পৃঃ ২২।*

১৯. *Encyclopaedia Britannica, Vol-IX, P. 19.*

২০. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তিনটি মতবাদ (ঢাকাঃ পাহলোয়ান প্রেস, জানুয়ারী ১৯৮৭), পৃঃ ১৮।*

২১. *পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি, পৃঃ ২১ ও ২২।*

২২. *মরিয়ম জামিলা, অনুবাদঃ এ.কে.এম. হানিফ, ইসলাম ও আধুনিকতা (ঢাকাঃ দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, ডিসেম্বর ১৯৯৬), পৃঃ ১১-১২; পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি, পৃঃ ৩৬-৩৭।*

২৩. *দৈনিক ইনকিলাব, ১০ জুন ২০০৩, পৃঃ ৮।*

তৃতীয় প্রশ্ন আল্লাহ্র রাসূল সম্পর্কেঃ

আগত ফেরেশতাদ্বয় তাকে আরো একটি প্রশ্ন করবেন, তাদের মাঝে প্রেরিত নবী-রাসূল সম্পর্কে। সে কি তাঁকে চিনে? পার্থিব জীবনে সেকি একমাত্র তাঁরই অনুসরণ করেছে?

মানব সৃষ্টির প্রথম থেকেই আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি যুগে প্রতি স্থানে প্রত্যেক উম্মতের নিকট নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য, বাস্তবে হাতে-নাতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।[২৪] তাই তাকে সেই পথ প্রদর্শক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। আমরা সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত। তাই যেকোন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, কোন মনীষী, পণ্ডিত, ইমাম, ওলী, পীর, মাশায়েখ বা যেকোন ব্যক্তির প্রণীত অনুসরণীয় মতাদর্শ ও চিন্তাধারা পশ্চাতে নিক্ষেপ করে একমাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রদত্ত চিন্তাধারা ও তাঁরই প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হওয়া আমাদের প্রত্যেকের উপরই অপরিহার্য। অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে যেমন একমাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত করতে হবে, তেমনি অনুসরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে হবে। এটাই মুসলিম জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মূলনীতি বা কালেমায়ে শাহাদাতের দ্বিতীয় অংশ (وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ) 'আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল)-এর প্রতি বিশ্বাস করা বুঝায়।[২৫]

কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্র দুর্ভাগ্য যে, তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ-অনুকরণ, তাঁর পথ ও পদ্ধতি ছেড়ে অসংখ্য ব্যক্তি ও পথের অনুসারী হয়ে পড়েছে, বিভক্ত হয়েছে দলে দলে। কেউ মহামতি চার ইমামের কোন এক ইমামের অনুসরণ করে সেই মাযহাবের অনুসারী হয়েছে, কেউ অসংখ্য জীবিত-মৃত পীর-ফকীর, মাশায়েখের মত নির্দিষ্ট কোন একজনের অনুসারী হয়েছে। আবার অনেকেই তাবলীগের নামে নিজস্ব প্রণীত ভুয়া ফযীলতের ধোঁকায় পড়ে 'ইলিয়াসী' মতবাদ গ্রহণ করেছে। কেউ মা'রেফত ও ছূফীতত্ত্বের গোলক ধাঁধায় পড়ে আমলী জীবনকে চিরতরে উৎসর্গ করে পরমাত্মাসম্পন্ন বলে গর্ব করছে, কেউ যিকির-এর নামে শুধু 'হু' 'হু' করে বেহুঁশী তৎপরতায় মুক্তি পেতে চাচ্ছে। এ সমস্ত সুবিধাভোগীদের সাথে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের না আছে কোন আক্বীদাহ-বিশ্বাসগত সম্পর্ক, না আছে কোন আমলের সম্পর্ক, আর না আছে অন্য কোন দিকের সম্পর্ক। এরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত নামের কলংক। মূলতঃ এগুলি পূর্বে আলোচিত পাশ্চাত্য ও মানব রচিত মতবাদের ন্যায় ধর্মের নামে 'ধর্মীয় মতবাদ'। অথচ এদেরই কোন কোন দল পাশ্চাত্য মতবাদপন্থী ব্যক্তি সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের সাথে বিভিন্ন উক্তি করে থাকে, কিন্তু নিজেই 'ইমামী' বা 'ধর্মীয় মতবাদে' বিশ্বাসী।

জানা আবশ্যক যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রদত্ত থিউরী ও তাঁর প্রদর্শিত পথ ছাড়া অন্য কোন মতাদর্শ গ্রহণ করা চাই তা পাশ্চাত্য মতবাদ হৌক, ধর্মীয় মতবাদ হৌক বা ব্যক্তি মতবাদ হৌক এগুলি সবই সমান, কোন পার্থক্য নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত পথের সাথে এগুলি সম্পর্কহীন। যেমন- এদের ছালাতের সাথে ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের ছালাতের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অমিল। সর্বপ্রধান এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের ক্ষেত্রেও তারা ইমামের উপরে রাসূলকে অগ্রাধিকার দিতে পারে না। একদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ যা বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ প্রভৃতি ছহীহ গ্রন্থ সমূহে সূত্রসহ বর্ণিত, অন্যদিকে ইমাম আবূ হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ)-এর নাম দিয়ে রচিত কুদূরী, হেদায়াহ, শরহে বেক্বায়াহ যা (লেখকদের মৃত্যু সাল অনুযায়ী) ক্রমান্বয়ে ৪২৮, ৫৯৩ ও ৭৪৭ হিজরীতে সূত্রবিহীন প্রণীত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এগুলি রচনা করা হয়েছে ইমামের মৃত্যুর (১৫০ হিজরীতে) যথাক্রমে ২৭৮, ৪৪৩ ও ৫৯৭ বছর পর।[২৬] একদিকে ছহীহ ও হাসান হাদীছ অন্যদিকে যঈফ, জাল, মুনকার হাদীছ। বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই উক্ত পন্থাদ্বয়ের দ্বিতীয় পন্থাই সর্বদা অনুসরণ করে আসছে।

আরো বিস্ময়কর হ'ল, হাদীছের প্রধান ছয়টি গ্রন্থ ইমামদের মৃত্যু সাল অনুযায়ী সর্বশেষ নাসাঈ-এর সংকলন কার্য শেষ হয়েছে ৩০৩ হিজরীতে।[২৭] তাহ'লে উক্ত হিসাব মতে হাদীছের গ্রন্থসমূহের সংকলন কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর কুদূরী, হেদায়াহ, শরহে বেক্বায়াহ যথাক্রমে ১২৫, ২৯০ ও ৪৪৪ বছর পর রচনা করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ্র সচেতন হওয়া উচিত ছিল যে, হাদীছের গ্রন্থসমূহ সংকলিত হওয়ার দীর্ঘ দিন পর কেন উক্ত কিতাবগুলি রচিত হ'ল। এগুলির কোন প্রয়োজন ছিল কি? যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমল বিরোধী বক্তব্যে পরিপূর্ণ। যে গ্রন্থগুলির সঊদী আরব, কুয়েত, সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্র সমূহে কোন গুরুত্বই নেই। আর হেদায়াহ তো সঊদী আরবে নিষিদ্ধ।[২৮] অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ সম্বলিত গ্রন্থসমূহ মওজুদ থাকতে সেই স্বরচিত মূলনীতি এবং যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহের প্রতি আমল করে আসছে। এই অন্ধ তাক্বলীদী দুয়ার ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার কি কেউ নেই?

উল্লেখ্য, ভারতগুরু শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২) ও ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ)-এর

---

২৪. *দারেমী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ২য় খণ্ড হা/২৩৩, 'ইলম' অধ্যায়।*

২৫. *শায়খ হাফেয ইবনে আহমাদ আল-হুকমী, তাহক্বীক্বঃ হাযেমী আল-ক্বাযী, আ'লামুস সুন্নাহ আল-মানশূরাহ (১৪২৩ হিঃ), পৃঃ ১৫-১৬।*

২৬. *উক্ত মূল কিতাবগুলির ভূমিকা ও গ্রন্থকার পরিচিতি পর্ব দ্রঃ।*

২৭. *ডঃ শায়খ মুছত্বফা আস-সাবাঈ, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীঈল ইসলামী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫/১৪০৫), পৃঃ ৪৪৫-৫৫।*

২৮. *মুফতী আবদুর রউফ, হানাফী ফিক্বহের ইতিহাস ও পরিচয়, পৃঃ ৭।*

ভাষ্য মতে ৪০০ হিজরীর পর বা সাড়ে চারশ' হিজরীর মাঝামাঝি মাযহাবী দলাদলি সৃষ্টি হয়।[২৯] এর পূর্বে কেউ কোন মাযহাবের অনুসরণ করত না। বরং কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করত।

অতএব সকল ইমামই যে কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকেই আমল করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া তাদের অনুসরণ করা লাগবে কেন? তারা যেখান থেকে সংগ্রহ করে আমল করে গেছেন আমাদেরকেও সেখান থেকে সংগ্রহ করে আমল করতে হবে। যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) মুসলিম উম্মাহ্র জন্য অবিস্মরণীয় চিরন্তন বাণী উপহার দিয়ে গেছেন। তিনি করুণ কণ্ঠে বলেন,

لاَتُقَلِّدْنِىْ وَلاَتُقَلِّدَنَّ مَالِكًا وَلاَ الأَوْزَاعِىَّ وَلاَ النَّخْعِىَّ وَلاَغَيْرَهُمْ وَخُذِ الْأَحْكَامَ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ-

'তুমি আমার তাক্বলীদ করো না। তাকলীদ করো না ইমাম মালেক, আওযাঈ, নাখঈ'র বা অন্য কারও; বরং দলীল গ্রহণ করো কুরআন ও সুন্নাহ হ'তে, যেখান থেকে তারা গ্রহণ করতেন'।[৩০] কত চমৎকার তার বাক্য ক্ষরণ। শুধু কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ হ'তে দলীল গ্রহণের জন্য কে আসবে!

সুতরাং যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের মাধ্যমে কেবল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ না করে জাল-যঈফ বর্ণনা, ইমাম, ওলী, পীর-মাশায়েখ এবং তাদের রচিত কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী দর্শনের অনুসরণ-অনুকরণ করছে তাদের উপায় কি হবে? তারা যেন নিম গাছের পরিচর্যা করে আমের প্রত্যাশা করে। এটা কি সম্ভব? তাদের মুক্তি কোথায়? কবরে রাসূল (ছাঃ) সংক্রান্ত প্রশ্নে তাদের উত্তর কি? তাদেরকে কবরে রাখার সময় بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ বলা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত?

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমঃ

আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর নাযিলকৃত দ্বীন ইসলাম ও পথপ্রদর্শক হিসাবে প্রেরিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস করতঃ সেই বিধান অনুযায়ী যে সঠিকভাবে জীবন পরিচালনা করে সেই প্রকৃত মুমিন। আর এই মুমিন ব্যক্তি যখন কবরে বসে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উক্ত তিনটি প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে সক্ষম হয় তখন অভ্যাগত ফেরেশতাদ্বয় তাকে বলেন, তুমি কিভাবে এতো সুন্দর করে উত্তর দিতে পারলে? তখন উত্তরে মুমিন ব্যক্তি বলেন, قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ وَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ 'আমি আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করেছিলাম, তার প্রতি দৃঢ়চিত্তে ঈমান এনেছিলাম এবং বিশ্বাস করেছিলাম'। অর্থাৎ- আমি কুরআন পাঠ করেছিলাম, তার প্রতি, রাসূলের সুন্নাহ্র প্রতি এবং উভয়ের মধ্যে যা রয়েছে তার সম্পর্কে সম্যকভাবে জেনেছিলাম ও বাস্তবে রূপায়ণ করেছিলাম।[৩১]

স্মর্তব্য যে, দ্বীনি শিক্ষা অর্জন ছাড়া আল্লাহ তা'আলা, ইসলাম ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা কখনোই সম্ভব নয়। আর এজন্যই ইসলাম প্রত্যেকের উপর দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা ফরয করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয'।[৩২] এছাড়া পৃথিবীতে রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে একটি মৌলিক উদ্দেশ্য হ'ল, তিনি তাঁর উম্মতকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দান করবেন। وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ *(জুম'আহ ২)*। সুতরাং মানুষ যে শিক্ষাই অর্জন করুক না কেন ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা তার জন্য অবশ্যই বাধ্যতামূলক। কারণ ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া যে যত বড়ই শিক্ষিত হৌক না কেন ইসলামের দৃষ্টিতে সে প্রকৃত শিক্ষিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চিরন্তন বাণীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বিখ্যাত মনীষী Sir Stanely Hull বলেন, 'If you teach your children three, Reading, Writting and Arithmetic and do not the fourth Religion, then you will get sure a fifth Rascality'. অর্থাৎ 'আপনি যদি আপনার শিশু সন্তানটিকে পঠন, লিখন ও গণিত শুধু এই তিনটি বিষয়ই শিক্ষা দেন, আর চতুর্থ বিষয় ধর্ম শিক্ষা না দেন তাহ'লে পঞ্চম বিষয়ে তাকে দুষ্ট প্রকৃতিরই পাবেন'। অর্থাৎ সে দুষ্ট প্রকৃতির হয়েই গড়ে উঠবে।[৩৩]

উপসংহারঃ

পরিশেষে রাসূলের পথ হ'তে বিচ্যুত, বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত, বিভিন্ন মতবাদে আবেষ্টিত মুসলমানদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অবিস্মরণীয় নির্দেশনা উল্লেখ করে শেষ করব। আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের জন্য একটি সোজা রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহ্র রাস্তা। অতঃপর তিনি ঐ রেখার ডানে-বামে কিছু রেখা টানলেন এবং বললেন এগুলিও রাস্তা। তবে এই রাস্তাগুলির প্রত্যেকটিতেই শয়তান রয়েছে; সে মানুষকে তার দিকেই আহ্বান করে।

---

২৯. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬), পৃঃ ১৫৭; তিনটি মতবাদ, পৃঃ ৭।

৩০. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ১৭৭।

৩১. ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৩২৬ পৃঃ।

৩২. আলবানী, ছহীহ ইবনে মাজাহ ১/৯২ পৃঃ, হা/১৮৪; সনদ হাসান, ঐ, সিলসিলা যাঈফাহ হা/৪১৬-এর আলোচনা দ্রঃ; বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/১৬৬৫ ও ৬৬।

৩৩. বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, স্মরণিকা ২০০০ পৃঃ ১১।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাঝের রেখায় ডান হাত রেখে আয়াত পাঠ করেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَتَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ-

'নিশ্চয়ই এই সোজা-সরল পথটিই আমার পথ। তোমরা এরই অনুসরণ করবে; অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না, তাছাড়া ঐ সমস্ত পথ তোমাদেরকে এই পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে' *(আন'আম ১৫৩)*।[৩৪] উল্লেখ্য, শয়তান দু'ধরণের। মানুষ শয়তান ও জিন শয়তান *(নাস ৪-৬)*। উক্ত হাদীছে ভ্রান্ত পথের আবিষ্কারকদের শয়তান বলা হয়েছে। এই অসংখ্য পথের মধ্যে কোন্ পথটি সঠিক ও সোজা তাও চিহ্নিত করতে হবে দূরদৃষ্টিসহ।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শেষ অছিয়ত করতে গিয়ে বলেন,... 'আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অচিরেই অনেক মতভেদ-মতপার্থক্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ- আমার সুন্নাতকে এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। তাকে শক্ত করে দাঁত দ্বারা কামড়িয়ে ধরবে'।[৩৫] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই বনু ইসরাঈলগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এর একটি ব্যতীত সবগুলিই জাহান্নামে যাবে। ছাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, সে দল কোন্‌টি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِيْ 'আমি ও আমার ছাহাবীগণ আজকের দিনে যার উপরে আছি, তার উপরে যে দলটি থাকবে'।[৩৬]

উপরোক্ত দলীল সমূহের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর অসংখ্য ভ্রান্ত দল ও পথের সৃষ্টি হবে। যার আবিষ্কারক হবে পথভ্রষ্ট ও দিকভ্রান্ত মানুষরূপী শয়তানরা। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আদর্শকে হাতে-দাঁতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে তাঁদের পথেই দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থাকতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল সে আদর্শ ও পথ কোন্‌টি? কোথায় পাওয়া যাবে? সে পথ শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যেই রয়েছে। এর বাইরের যাবতীয় আদর্শ ও পথ শয়তান ও ভ্রান্তদের পথ। অনুরূপ পবিত্র কুরআনের যে ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ করেছেন তার বিরোধী যাবতীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বাতিলপন্থীদের।

জানা আবশ্যক যে, যারা অধ্যাত্মিক জীবনে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে কিন্তু বৈষয়িক জীবনে কুরআন-সুন্নাহ্‌কে বাদ দিয়ে বিভিন্ন মতবাদের অনুসরণ করে তাদের এই দ্বিমুখী জীবনের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন,

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ- أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلاَيُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ-

'তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং কিছু অংশের সঙ্গে কুফুরী কর? তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং ক্বিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।... তারাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে; সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্য প্রাপ্তও হবে না' *(বাক্বারাহ ৮৫-৮৬)*।

অতএব আসুন! যাবতীয় মানব রচিত মতবাদ- পাশ্চাত্য মতবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ, অদৃষ্টবাদ, ফ্যাসিবাদ, ন্যাৎসীবাদ, ইহুদীবাদ, অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, প্রয়োগবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, ধর্মীয় মতবাদ, ইমামী মতবাদ, ইলিয়াসী মতবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মাযহাবতন্ত্র, পীরতন্ত্র, তরীক্বাতন্ত্র, ব্যক্তিতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রমন্ত্র চিরতরে পদদলিত করে ব্যক্তি ও বৈষয়িক উভয় জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালিত করি এবং গহীন কবরে প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!

৩৪. *আহমাদ, নাসাঈ. দারেমী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৬৬; বঙ্গানুবাদ মেশকাত ১ম খণ্ড হা/১৫৯ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা অনুচ্ছেদ।*

৩৫. *আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬৫; বঙ্গানুবাদ মেশকাত ১ম খণ্ড, হা/১৫৮।*

৩৬. *আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/২১২৯; ঐ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৪৮; মিশকাত হা/১৭১; বঙ্গানুবাদ মেশকাত হা/১৬৩।*

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী

(ইস্টার্ণ ব্যাংকের পশ্চিমে)

৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

মোবাইলঃ ০১৭১-৮১৬৫৭৮; ০১৭১-৯৩০৯৬৬।

ছালাতের আউওয়াল ওয়াক্ত

*যহূর বিন ওছমান**

'ছালাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ- দো'আ করা, রহমত কামনা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, আরাধনা করা, গুণগান করা ইত্যাদি।[১] পারিভাষিক অর্থে শরী'আত নির্দেশিত কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা করা ইবাদতকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভাষায় ছালাত বলে। যা নির্দিষ্ট সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী তাকবীর দিয়ে শুরু এবং সালাম দিয়ে শেষ করতে হয়।[২]

ছালাত ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, যা মি'রাজ রজনীতে ফরয করা হয়।[৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলিম ও কাফির ব্যক্তির মাঝে প্রধান পার্থক্য হ'ল ছালাত'।[৪] ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে বিষয়ে হিসাব নেওয়া হবে, তা হচ্ছে ছালাত। অতএব ছালাত সঠিক হ'লে, বাকী সব আমল সঠিক হবে।[৫]

ছালাতের ওয়াক্তঃ

মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا-

'নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরয করা হয়েছে' *(নিসা ১০৩)*। যারা ছালাতের আউওয়াল ওয়াক্ত ছেড়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছামত দেরিতে ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ- اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ- اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ-

'পরিতাপ ঐ সকল ছালাত আদায়কারীদের জন্য, যারা তাদের ছালাত সম্পর্কে অমনোযোগী এবং যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করে' *(মাঊন ৪-৬)*। বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যারা নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করে না। আত্বা ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, দুর্ভোগ ঐ সকল ছালাত আদায়কারীদের জন্য, যারা শেষ ওয়াক্তে ছালাত আদায় করে'। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ওটা মুনাফিকদের ছালাত, ওটা মুনাফিকদের ছালাত, 'ওটা মুনাফিকদের ছালাত। যারা সূর্যের প্রতীক্ষায় বসে থাকে, তারপর সূর্য যখন অস্ত যেতে শুরু করে এবং শয়তান তার শিং মেলিয়ে দেয় তখন মুনাফিকরা ঐ সময় দাঁড়িয়ে মোরগের মত চারটা ঠোকর মারে'। উল্লেখ্য, এখানে আছরের ছালাতকে বুঝানো হ'লেও অন্যান্য ছালাতের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।[৬]

উক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঐ শ্রেণীর ছালাত আদায়কারীর জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। যারা ছালাত আদায় করেন বটে কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুসারে আউওয়াল ওয়াক্তে আদায় করেন না; বরং সর্বদা দেরিতে আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কেউ এমন আমল করবে, যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই, তা বর্জনীয়'।[৭]

আমাদের সমাজের কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবি বলে থাকেন যে, 'আরে রাখুন! ঐসব খুঁটিনাটি বিষয়, আগে মানুষকে ছালাতী বানান। কত মানুষ ছালাত আদায় করে না, সূদ-ঘুষ, মদ-জুয়াতে দেশ ভরে গেছে আর আউওয়াল ওয়াক্ত, আউওয়াল ওয়াক্ত বলে ব্যস্ত'। এ সমস্ত ধমক দিয়ে তারা সারা জীবন দেরিতে ছালাত আদায় করেন। আর অন্যদেরকে ছালাতী বানানোর চিন্তায় ব্যস্ত। যদি তাদের দাবী সত্য হয়, তাহ'লে আয়াতে উল্লিখিত ছালাত আদায়কারী কারা? আউওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা পেশ করা হ'লঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ- قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا-

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি একদা নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্র নিকট কোন্ কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, 'যথাসময়ে ছালাত আদায় করা'।[৮]

আউওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا قَالَ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ-

---

* শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

১. আরবী অভিধানঃ আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব, পৃঃ ১৬৮১।
২. আবূদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩১২ ও ৭৯১।
৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২।
৪. মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায়, হা/১৩৪, 'ছালাত' অধ্যায়, হা/৫৬৯।
৫. তাবারাণী আওসাত্ব হা/৩৬৯; আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১/২২২ পৃঃ; আলবানী, সিলসিলা ছহীহা হা/১৩৫৮।
৬. তাফসীর ইবনে কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মজিবুর রহমান, শেষ খণ্ড ২৮৯ পৃঃ।
৭. তাফসীর ইবনে কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মজিবুর রহমান, ৪/১১১ পৃঃ।
৮. বুখারী ১/৩৬০ পৃঃ; তিরমিযী, অনুবাদঃ অধ্যক্ষ আব্দুন নূর সালাফী, ১/২০৮ পৃঃ।

'আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, 'যখন তোমাদের মাঝে এমন সব আমীর-ইমাম হবে, যারা নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে ছালাত আদায় করবে, তখন তুমি কি করবে? আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি তখন বললাম, আপনি আমাকে কি করতে বলছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি যথাসময়ে ছালাত আদায় করবে। তারপর তাদের সঙ্গে পেলে ছালাত পেলে পুনরায় তাদের সাথে আদায় করে নিবে। আর সেটা হবে তোমার জন্য নফল'।[৯]

উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে একবার নয়, দু'বার নয়, মোট ৮ বার উল্লেখ করেছেন।[১০]

ফজর ছালাতের আউওয়াল ওয়াক্তঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ ،

'আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন সময় ফজরের ছালাত আদায় করতেন, ছালাত শেষে যখন মহিলারা গায়ে চাদর জড়িয়ে চলে যেতেন, তখন অন্ধকারে তাদেরকে চেনা যেত না।[১১]

অপর হাদীছে রয়েছে, আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা 'গালাসে' (খুব ভোরের অন্ধকারে) ফজরের ছালাত আদায় করতেন এবং জীবনে একবার মাত্র 'ইসফারে' (ফর্সা হওয়ার পর) ফজরের ছালাত আদায় করেছেন। তাছাড়া মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এটাই ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস।[১২]

প্রশ্ন হ'ল, এদেশের অধিকাংশ মসজিদগুলিতে সূর্য উঠার একটু আগে কেন ফজরের ছালাত আদায় করা হয়? এর জবাবে নিম্নলিখিত কারণগুলি খুঁজে পাওয়া যায়ঃ

বাপ-দাদার যুগ হ'তে যে নীতি চলে আসছে, তার বিপরীত করতে গেলেই ঈমান চলে যাবে। অতএব জীবন বাজি রেখে হ'লেও বাপ-দাদার আমল ধরে রাখতে হবে। ফিক্বহের কিতাবে রয়েছে যে, ইসফার বা ফর্সা হ'লে ফজরের ছালাত আদায় করতে হবে। তাই এর বিপরীতে ছহীহ হাদীছ থাকলেও কোন মূল্য নেই। অমুক মুরব্বী ও মুফাসসিরে কুরআন বলেছেন, বেলা উঠার আগেও ফজরের ছালাত আদায় করা যায় ইত্যাদি।

৯. *মুসলিম (ইঃ ফাঃ বাঃ) ২/৪৩২ পৃঃ; তিরমিযী ১/১৬৮ পৃঃ অনুঃ আব্দুন নূর সালাফী।*
১০. *দেখুনঃ যথাক্রমে হা/১৩৩৮-১৩৪৪।*
১১. *বুখারী ১/৩৯২ পৃঃ; মুসলিম ২/৪২৮ পৃঃ; তিরমিযী ১/১৯৪ পৃঃ।*
১২. *আবুদাঊদ, নায়লুল আওত্বার ২/৭৫ পৃঃ, বিস্তারিত দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ২৮।*

সম্মানিত পাঠক! উপরিউক্ত আক্বীদা পোষণকারীদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে হাদীছে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্তরূপ হুঁশিয়ারীই যথেষ্ট। তিনি বলেন, তোমরা কি জান, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেন? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার ছালাতগুলি নির্ধারিত সময়ে (আউওয়াল ওয়াক্তে) আদায় করে এবং তার হেফাযত করে। তার জন্য আমার কর্তব্য, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে তার ছালাতগুলি যথাসময়ে আদায় করে না; বরং উহার হক্ব নষ্ট করে দেয়, তার জন্য আমার কোন প্রতিশ্রুতি নেই'।[১৩]

তারা তাদের পক্ষে নিম্নের হাদীছটিও পেশ করে থাকে-

أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ-

'তোমরা ফজরের ছালাত 'ইসফার' বা ফর্সা সময়ে আদায় কর। কেননা বিনিময়ের দিক দিয়ে সেটা সবচেয়ে উত্তম'।[১৪] উক্ত হাদীছের সঠিক অর্থ করতে গিয়ে আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন, ফজরের ছালাত ফর্সা করে পড়ার অর্থ এই নয় যে, তা চিরস্থায়ীভাবে পড়তে হবে। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনও কখনও অন্ধকারে ফজরের ছালাত আরম্ভ করতেন এবং ফর্সা হ'লে শেষ করতেন।[১৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনও ফজরের ছালাতে ৬০ হ'তে ১০০ আয়াত পড়তেন।[১৬]

প্রিয় পাঠক! একাধিক ছহীহ হাদীছ থেকে অন্ধকারে ফজরের ছালাত আদায়ের প্রমাণ পাওয়া গেল। তাহ'লে বিনা দলীলে ফর্সা করে ফজরের ছালাত আদায় করার বিষয়টি কিভাবে মেনে নেওয়া যায়? তবে ঘুম থেকে জাগতে বিলম্ব হ'লে কিংবা অন্য কোন সমস্যা থাকলে শুধু ফর্সা করে নয়; বরং বেলা উঠার পরও ফজরের ছালাত আদায় করা যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ কোন এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরার পথে ঘুম থেকে জাগতে দেরি হওয়ায় সূর্য উঠার বেশ কিছুক্ষণ পর ফজরের ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী, মুসলিম)*। কিন্তু বিনা কারণে এভাবে সারাজীবন ফর্সা করে ফজরের ছালাত আদায় করা আদৌ কি হাদীছের অনুকূলে হ'তে পারে।

যোহর ছালাতের আউওয়াল ওয়াক্তঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَالَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ-

১৩. *তাবারাণী, হাদীছে কুদসী ইঃ ফাঃ বাঃ ১/১২৯ পৃঃ।*
১৪. *তিরমিযী ১/১৯৫ পৃঃ; ছহীহ ইবনে খোযায়মা হা/৬৭২।*
১৫. *তিরমিযী হা/১৪৮-এর টীকা।*
১৬. *আলোচনা দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ২৮।*

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যোহরের সময় হ'ল যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে। আর তা স্থায়ী থাকে মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ আছরের সময় না হওয়া পর্যন্ত।[১৭]

উক্ত হাদীছ থেকে আমরা যোহরের ছালাতের শুরু এবং শেষ সময় জানতে পারলাম।

প্রশ্ন হ'ল, কোন বস্তুর ছায়া সমপরিমাণ হ'লে যদি যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়, তাহ'লে বস্তুর ছায়া অর্ধেক হ'লে অবশ্যই যোহরের মধ্যবর্তী সময় হবে। আর এই ছায়ার শুরু থেকে অর্ধেক হওয়া পর্যন্ত হল যোহরের আউওয়াল ওয়াক্ত।

শীত ও গ্রীষ্মকালে যোহরের ছালাত আদায়ে সময়ের একটু পার্থক্য রয়েছে। বিশিষ্ট ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাবে, তখন ঠাণ্ডা করে যোহর ছালাত আদায় কর। কেননা জাহান্নামের অত্যধিক উত্তাপের কারণেই তা বৃদ্ধি পায়'।[১৮] যোহরের ছালাত প্রচণ্ড গরমে কতক্ষণ দেরিতে পড়া যাবে, তা নিয়ে বিদ্বানগণের মাঝে বিভিন্ন মতভেদ থাকলেও বিলম্বের নামে কোনক্রমেই শেষ ওয়াক্তে পড়া যাবে না।

অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ মসজিদগুলিতেই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত সব ঋতুতে একই সময় ১-৩০ মিনিটে যোহর ছালাত আদায় হয়। এছাড়া আনাস (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গরমকালে দেরিতে যোহরের ছালাত আদায় করতেন এবং শীতকালে তাড়াতাড়ি যোহরের ছালাত আদায় করতেন।[১৯]

যুক্তির নিরিখে চিন্তা করলেও সারা বছর একই সময়ে যোহর ছালাত আদায় করা টিকে না। কারণ পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই, যে জানে না যে, শীতকালে দিন ছোট হয় এবং গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয়। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শীতকালে ১৪ ঘন্টা রাত হয় এবং ১০ ঘন্টা দিন হয়। আর গ্রীষ্মকালে ১০ ঘন্টা রাত হয় এবং ১৪ ঘন্টা দিন হয়। এ হিসাব অনুযায়ী ছালাতের সময়সূচী কেন পরিবর্তন হবে না?

আছর ছালাতের আউওয়াল ওয়াক্তঃ

আউওয়াল ওয়াক্তে আছরের ছালাত আদায় করা সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ সহ প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً-

'আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আছরের ছালাত আদায় করতেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হ'ত'।[২০]

অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

قَالَ أَبُوْ أُمَامَةَ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَا لَهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَا هٰذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِىْ صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهٰذِهِ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِى كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَهُ-

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমরা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর সাথে যোহরের ছালাত আদায় করে বের হ'লাম এবং আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)-এর নিকটে গমন করলাম। তারপর আমরা দেখতে পেলাম, তিনি ছালাত আদায় করছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে চাচা! আপনি কোন্ ছালাত আদায় করলেন? তিনি বললেন, আছরের ছালাত। তিনি আরো বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এ সময়েই ছালাত আদায় করতাম।[২১]

সমস্যার কারণে আছরের ছালাত সূর্যাস্তের প্রাক্কালে রক্তিম সময় পর্যন্ত পড়া জায়েয।[২২] উল্লেখ্য যে, আছরের ছালাত বস্তুর ছায়া একগুণ হ'তে বৃদ্ধি পেলেই আউওয়াল ওয়াক্ত শুরু হয়। আর ছায়া দ্বিগুণ হ'লে আউওয়াল ওয়াক্ত শেষ হয়। অতএব আউওয়াল ওয়াক্তের পর হ'তে সূর্যের তেয কমতে থাকে এবং রং হলুদ হ'তে শুরু করে। তবে সময়ের পার্থক্যের কারণে শীতকালে বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পূর্ব থেকেই সূর্যের আলো হলুদ হ'তে থাকে। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যারা বসে বসে আছরের ছালাতের জন্য সূর্যের অপেক্ষা করে, এমনকি সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝামাঝি আসলে তারা দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর মারে। এতে আল্লাহকে স্বরণ করা হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেছেন, ওটা হচ্ছে মুনাফিকদের ছালাত'।[২৩]

যারা আউওয়াল ওয়াক্তে আছরের ছালাত আদায় করেন না, নিম্নের হাদীছটি তাদের জন্য খুবই ভয়াবহ। ছাহাবী আবু মালীহ (রাঃ) বলেন, আমরা কোন এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে আবু বুরায়দা (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা আগে ভাগেই (আছরের) ছালাত আদায় করে নাও। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আছরের ছালাত পরিত্যাগ করে, তার সমস্ত আমলই বরবাদ হয়ে যায়'।[২৪]

মেঘাচ্ছন্ন দিনে সূর্য দেখা যাবে না এই ভয়ে ছাহাবীগণ তাড়াতাড়ি আছরের ছালাত পড়েছেন এবং অন্যদেরকে পড়ার জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

[চলবে]

---

১৭. বুলূগুল মারাম ১/৬২ পৃঃ, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১; আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮৩।
১৮. বুখারী হা/৫৩৬; মুসলিম ২/৪০১ পৃঃ; তিরমিযী ১/১৯৮ পৃঃ।
১৯. নাসাঈ, মিশকাত ১/৬২ পৃঃ।
২০. মুসলিম ২/৪০৬ পৃঃ।
২১. বুখারী ১/৬৩ পৃঃ মুসলিম, ২/৪০৮ পৃঃ; তিরমিযী ১/২০২ পৃঃ।
২২. নায়নুল আওত্বার ২/৩৪ পৃঃ।
২৩. মুসলিম ২/৪০৮ পৃঃ। *২৪. বুখারী ১/৪০১ পৃঃ।*

'এপ্রিল ফুল' (April fool)

আত-তাহরীক ডেস্ক

দিনটি খৃষ্টানদের কাছে আনন্দের ও মুসলমানদের কাছে বিষাদের দিন। ১৪৯২ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে ইউরোপের স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র স্পেনের রাজধানী গ্রানাডায় নযীরবিহীন প্রতারণার মাধ্যমে ৭ লক্ষ নিরস্ত্র মুসলিম নরনারী ও শিশুকে শহরের মসজিদ সমূহে তালাবদ্ধ করে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে নরপশু খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যাণ্ডের নেতৃত্বে সম্মিলিত খৃষ্টান বাহিনী। পুড়ন্ত মুসলমানের কাতর আর্তনাদ ও জ্বলন্ত লাশের উৎকট গন্ধে মদমত্ত খৃষ্টান হানাদাররা সেদিন উল্লাসে নৃত্য করেছিল। সেই সাথে সমাপ্তি ঘটেছিল বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্র, আধুনিক বিজ্ঞানের উৎসভূমি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতার চারণ ক্ষেত্র, তুলনাহীন শিল্প নৈপুন্যের ও কারুকার্যের শিখর দেশ, ইতিহাস খ্যাত কর্ডোভা, সেভিল, গ্রানাডার সূতিকাগার উমাইয়া মুসলিম স্পেনের ৮০০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল শাসনকালের।

পতনের ইতিবৃত্তঃ আব্বাসীয়দের নিষ্ঠুর হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া আবদুর রহমান আদ-দাখিল -এর মাধ্যমে ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের মাটিতে প্রথম স্বাধীন স্পেনীয় মুসলিম রাষ্ট্রের সূচনা হয়। ইসলামী শাসনের শাশ্বত সৌন্দর্য ও ন্যায়বিচারে মুগ্ধ হয়ে হাযার হাযার মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্প-সভ্যতার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হ'তে থাকে। যা ইউরোপীয় খৃষ্টান রাজাদের চক্ষুশূলের কারণ হয়। ফলে ইউরোপের মাটি থেকে মুসলিম শাসনের উচ্ছেদ চিন্তায় তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অতঃপর পর্তুগীজ রাণী ইসাবেলা পার্শ্ববর্তী চরম মুসলিম বিদ্বেষী খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যাণ্ডকে বিবাহ করে দু'জনে মিলে নেতৃত্ব দেন উক্ত চক্রান্ত বাস্তবায়নের।

প্রথমে তারা স্পেনের মুসলিম যুবরাজকে প্রলোভন দিয়ে হাত করে নেয়। তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রাম-গঞ্জের নিরীহ মুসলিম নারী-পুরুষকে হত্যা করে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে উল্লাস করতে করতে ছুটে আসে শহরের দিকে। অতঃপর রাজধানী গ্রানাডা অবরোধ করে চারিদিক থেকে। এতক্ষণে টনক নড়ে মুসলিম সেনাবাহিনীর। তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তাতে ভড়কে যায় সম্মিলিত কাপুরুষ খৃষ্টান বাহিনী। সম্মুখ যুদ্ধে নির্ঘাত পরাজয় বুঝতে পেরে তারা ভিন্ন পথে পা বাড়ায়। তারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় শহরের বাইরের সকল শস্যখামার এবং বিশেষ করে শহরের খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস 'ভেগা' উপত্যকা। ফলে অচিরেই দুর্ভিক্ষ নেমে আসে শহরে। খাদ্যাভাবে সেখানে হাহাকার দেখা দেয়। এই সুযোগে প্রতারক খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড ঘোষণা করেনঃ 'মুসলমানেরা যদি শহরের প্রধান ফটক খুলে দেয় এবং নিরস্ত্র অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয়, তাহ'লে তাদেরকে বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেওয়া হবে।' দিনটি ছিল ১লা এপ্রিল। দুর্ভিক্ষতাড়িত অসহায় নারী-পুরুষ ও মাছুম বাচ্চাদের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেদিন খৃষ্টান নেতাদের আশ্বাসে বিশ্বাস করে শহরের প্রধান ফটক খুলে দেন ও সবাইকে নিয়ে আল্লাহ্র ঘর মসজিদে আশ্রয় নেন। কিন্তু শহরে ঢুকে খৃষ্টান বাহিনী নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে মসজিদে আটকিয়ে বাহির থেকে প্রতিটি মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়। অতঃপর একযোগে সকল মসজিদে আগুন লাগিয়ে বর্বর উল্লাসে ফেটে পড়ে নরপশুরা। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় দগ্ধীভূত ৭ লক্ষ অসহায় মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের আর্তচীৎকারে গ্রানাডার আকাশ যখন ভারী ও শোকাতুর হয়ে উঠেছিল, তখন হিংস্রতার নগ্নমূর্তি রাণী ইসাবেলা ক্রুর হাসি দিয়ে বলেছিলঃ 'হায় এপ্রিলের বোকা! শত্রুর আশ্বাসে কেউ বিশ্বাস করে?' সেদিন থেকেই খৃষ্টান জগত প্রতি বছর ১লা এপ্রিল সাড়ম্বরে পালন করে আসছে "April fool's Day" তথা 'এপ্রিলের বোকা দিবস'।

পৃথিবীর ইতিহাসে ঠাণ্ডা মাথায় এই নির্মম প্রতারণা ও লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের কোন নযীর নেই। আজকের খৃষ্টান বোমায় নিশ্চিহ্ন নাগাসাকি, হিরোশিমা, ভিয়েতনাম, সোমালিয়া, বসনিয়া, কসোভো, পূর্ব তিমূর, আফগানিস্তান, ফিলিস্তীন কি আমাদের সেই ৫১০ বছরের পুরানো হিংস্রতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় না? কিন্তু এত বড় ট্রাজেডীর পরেও আজ পর্যন্ত খৃষ্টান বিশ্ব কখনোই অপরাধ বোধ করেনি এবং মুসলিম বিশ্বের নিকটে ক্ষমা চায়নি। বরং উল্টা তারা গত ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে গ্রানাডা বিজয়ের পাঁচশত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আড়ম্বরপূর্ণ এক সভায় মিলিত হয়ে নতুন করে শপথ গ্রহণ করে একচ্ছত্র খৃষ্টীয় বিশ্ব প্রতিষ্ঠার। বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ প্রতিহত করার জন্য গড়ে তোলে 'হলি মেরী ফাণ্ড'। বিশ্বের বিভিন্ন খৃষ্টান রাষ্ট্র উক্ত ফাণ্ডে নিয়মিত চাঁদা জমা করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিশ্বব্যাপী গড়ে তুলেছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেটওয়ার্ক। দেশে দেশে পাঠাচ্ছে তারা সাহায্যের নামে তাদের এনজিও সমূহকে। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ চালান করে একদিকে তারা ভাইয়ে ভাইয়ে হিংসা-হানাহানির রাজনীতি চালু করেছে, অন্যদিকে মানবাধিকার রক্ষা ও সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিম দেশ সমূহে যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ আর কতদিন বোকা থাকবেন?? (স. স.)।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সন্ত্রাসঃ কারণ ও প্রতিকার

*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান**

ইসলাম শান্তিময় সুশৃংখল জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলামে অশান্তি, বিশৃংখলা এবং কলহ বিবাদের কোন স্থান নেই। পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি কর না, নিশ্চয়ই তিনি বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পসন্দ করেন না' *(ক্বাছাছ ৭৭)*। অথচ সন্ত্রাসের কারণে গোটা পৃথিবীর শান্তি, শৃংখলা আজ চরমভাবে বিনষ্ট হচ্ছে, মানব সমাজ ও সভ্যতার জন্য দারুণ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ত্রাস আজ বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়। খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, অপহরণ, দুর্নীতি, অন্যায় অবিচারসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে। সর্বত্রই চলছে সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য। মানুষ আজ সন্ত্রাসী নামক মানবরূপী পশুদের কাছে জিম্মি। সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতা, যুলম, নির্যাতন ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড অতিষ্ট করে তুলেছে দেশের শান্তিপ্রিয় জনগণকে। মানুষ আজ বাঘ-ভাল্লুকের চেয়েও সন্ত্রাসীদের বেশী ভয় পায়। সেজন্য বাড়ী হতে বের হ'লেই মা-বাবার উদ্বেগ উৎকণ্ঠার শেষ থাকে না। হয়তোবা সন্ত্রাসীদের হাতে তাকে নির্মমভাবে জীবন দিতে হবে। শিহাব, সুমন, রত্না, তানিয়া, জুয়েল, নাইমা, ফাহিমা, সাবেকুন নাহার সনি সহ অসংখ্য প্রাণ এভাবে অকালে ঝরে গেল। সর্বত্রই তাই মানবতার করুণ ফরিয়াদ কিভাবে সন্ত্রাসের ছোবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সন্ত্রাস।

ফরাসী শব্দ লা, টেরর থেকে ইংরেজী 'টেরর' শব্দের উৎপত্তি। ফরাসী বিপ্লবের সময় সে দেশে সংগঠিত অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম এবং এর ফলে সৃষ্ট জাতীয় জীবনের দুর্ভোগ ও দুর্বিপাক প্রকাশার্থেই Terror বা সন্ত্রাস শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তবে এর উৎস আরো প্রাচীন। গ্রীক ঐতিহাসিক জে বার্সটিস আইনের বিচ্যুতি অর্থে সন্ত্রাস শব্দটি ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ সভ্যতার অগ্রযাত্রা, কালের বিবর্তন এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সন্ত্রাসবাদও পূর্বরূপে সীমায়িত থাকেনি। সেক্ষেত্রে এসেছে গভীর বৈচিত্র্য এবং তা হয়েছে আরো মারাত্মক ও ভীতিকর।

সারা দেশ জুড়ে আজ অশান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। সর্বস্তরের মানুষ সন্ত্রাসের স্বীকার। ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বুদ্ধিজীবি সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত। ছাত্রদের অধ্যয়নই যেখানে তপস্যা হওয়ার কথা, সেখানে দলীয় বিদ্বেষে মুখরিত শিক্ষাঙ্গণ, ছাত্রদের হাতে উঠে এসেছে আধুনিক মারণাস্ত্র। সতীর্থদের মধ্যে যেখানে হৃদয় জুড়ে সৌহার্দ্যের উষ্ণতা থাকার কথা সেখানে উদ্যত অস্ত্র। এছাড়া ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যেও কোন সুসম্পর্ক নেই। সে কারণ ছাত্রকে শাসন করতে গিয়ে শিক্ষককেও জীবন দিতে হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর বিশেষ করে আশির দশক ও বর্তমান সময়কে সন্ত্রাসের স্বর্ণযুগ বললেও অত্যুক্তি হবে না। কারণ পূর্বে সন্ত্রাসের মূল হাতিয়ার ছিল হকিষ্টিক, রামদা, ছুরি, চেইন ইত্যাদি। কিন্তু স্বাধীনতার পর হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় পিস্তল, কাটা রাইফেল, বন্দুক, স্টেনগান ইত্যাদি। আবার ইদানিং এর চেয়েও আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমনকি সন্ত্রাসীদের কাছে যেসব অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র আছে। আমাদের পুলিশ বাহিনীর কাছেও সেসব আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নেই, সম্প্রতি ঢাকা থেকে এরকম কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

সন্ত্রাসীদের চরিত্রেও নানা পালাবদল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। টেণ্ডার বাজি, জমি দখল, হলদখল, আধিপত্য বিস্তার প্রভৃতি শাখা-প্রশাখায়পল্লবিত হচ্ছে। ১৯৯০ সালে সরকারী মদদ পুষ্ট সন্ত্রাসীদের হাতে যেমন আধুনিক অস্ত্র ছিল, তেমনি সরকার বিরোধীদের হাতেও প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র ছিল। সে সময় সরকার তার পতনের শেষ মুহূর্তে বিরোধী দলের আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য কিছু ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। ফলে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সর্বত্রই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ে। যার নির্মম শিকার হয়ে অনেককে জীবন দিতে হয়েছিল। এর সঠিক হিসাব আজ কেউ বলতে পারে না।

১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে। মানুষ নতুন আশায় বুক বাঁধে যে, এবার বুঝি সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য কমবে। কিন্তু মানুষের আশা আশাই থেকে যায়। তাদের শাসনামলে সন্ত্রাসীদের দ্বারা অসংখ্য নিরীহ ছাত্র-শিক্ষক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, আইনজীবি খুন হয়েছে। তারাও সন্ত্রাসীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লালন করেছে।

১৯৯৬ সালের ১২ই জুন নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী সরকার দীর্ঘ ২১ বছর পর ক্ষমতায় আসে। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও বলেছিলেন, সন্ত্রাসী মাটির নিচে লুকালেও তাকে রেহাই দেওয়া হবে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখেছি? সরকারী সমর্থনপুষ্ট সন্ত্রাসীরা আরো বেপরোয়া হয়ে সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। সে সময়ের এক হিসাব অনুযায়ী দৈনিক গড়ে ৫টি খুন ও ১০টি করে ধর্ষণ ও এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। সে সময় জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য 'জননিরাপত্তা' আইন করা হয়েছিল। কিন্তু হত্যা, লুণ্ঠন, ছিনতাই, ব্যাংক দখল, ধর্ষণ ইত্যাদি কমেনি বরং বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৮ সালে সুনামগঞ্জ যেলার ছাতা থানার

* এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

নোয়ারাই ইউনিয়নের চানপুর গ্রামের ২ সন্তানের জননী ত্রিশোর্ধ এক বিধবা ভিক্ষুক সারাদিন ভিক্ষা করে কিছু চাল সংগ্রহ করেছিল, সন্ধ্যার পর সেগুলি চানপুর বাজারে বিক্রি করে সামান্য কয়েকটা টাকা নিয়ে রাতে তার থাকার জায়গায় ফিরছিল। এমন সময় তিন সন্ত্রাসী তাকে জোর করে ধরে পাশের নান্দিয়ার হাওরে নিয়ে যায় এবং হাত, পা, মুখ বেঁধে সারারাত পাশবিক নির্যাতন চালায়। এতেও ঐ সন্ত্রাসীরা ক্ষান্ত হয়নি, যাবার সময় হতভাগা মহিলার একটি হাতের কবজি কেটে নিয়ে যায়।[১]

গত ২০০১ সালে ১লা অক্টোবরের নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে চার দলীয় ঐক্যজোট ক্ষমতায় আসে। তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করা। সন্ত্রাস দমনের জন্য 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' অভিযানও পরিচালিত হ'ল। কিন্তু আমরা কি দেখছি। প্রতিদিন পত্রিকায় পাতা খুলতেই ভেসে আসছে সন্ত্রাসীদের দ্বারা নিহত মানুষের বিকৃত লাশের ছবি। মূলতঃ সন্ত্রাসীদের শিকড় অনেক গভীরে। কারণ সরকার নিজে এবং বিরোধী দলগুলিই সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করে থাকে। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতির ধারা এভাবেই চলে আসছে। এ নোংরা রাজনীতি যতদিন বন্ধ না হবে, ততদিন সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী থাকবেই। কারণ জোর যূলম করে নিজের ও দলের স্বার্থরক্ষা করতে হ'লে সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনী পোষতে হবে। সেকারণ ক্যাডারের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে ফ্রি সন্ত্রাসী লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। যাতে তারা চাঁদাবাজি, ছিনতাই, টেন্ডারবাজি করে অর্থ আদায় করতে পারে এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে পারে।

যে দল যখন সরকার গঠন করে তখন সন্ত্রাস দমনে কথা বলে এবং বিরোধী দলকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী করে। আবার বিরোধী দল সরকারী দলকে দায়ী করে। এভাবে ক্ষমতার পালাবদলে সরকারী দল বিরোধী দলের এবং বিরোধী দল সরকারী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে, একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, তাহ'লে সন্ত্রাসী কারা? তাদের সংখ্যাই বা কত? আমাদের দেশের নেতা-নেত্রীরা প্রায়ই বলে থাকেন সন্ত্রাসীদের কোন দল নেই। আমরা মনে করি এটাই হচ্ছে সন্ত্রাসীদের সবচেয়ে বড় এডভানটেজ। কারণ এতে সন্ত্রাসীদের নিয়ে প্রতিটি দলই যেমন খেলতে পারেন, তেমনি সন্ত্রাসীরাও যখন খুশী দল বদল করতে পারে।

সন্ত্রাসের কারণঃ

সন্ত্রাসের বিস্তার ও ব্যাপকতার জন্য নিম্নোক্ত কারণ সমূহ দায়ী বলে আমরা মনে করি।

(১) সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান (২) শিক্ষিত ও মেধাবীদের চাকরীর ক্ষেত্রে প্রাধান্য না দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত ও মেধাহীনদের প্রাধান্য দেওয়া (৩) দেশে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা (৪) কর্মসংস্থানের অভাব (৫) প্রতিহিংসার রাজনীতি (৬) প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিশ্চিহ্ন করার হীন মনোভাব (৭) ধর্মীয় অনুভূতিহীন শিক্ষা ব্যবস্থা (৮) সহ শিক্ষা (৯) প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি (১০) আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর দুর্নীতি (১১) ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি (১২) শিল্পপতি, কালো টাকার মালিক ও নামধারী বুদ্ধিজীবি কর্তৃক সন্ত্রাসীদের আশ্রয় প্রদান (১৩) দেশের সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সন্ত্রাসীদের অবাধ যাতায়াত (১৪) নৈতিকতা ও ধর্মীয় চেতনার অভাব (১৫) মারদাঙ্গা ও অশ্লীলতা নির্ভর নৈতিকতা বিরুদ্ধ চলচ্চিত্রের প্রভাব (১৬) অস্ত্রের সহজলভ্যতা (১৭) যত্রতত্র মাদক দ্রব্যের ছড়াছড়ি ইত্যাদি।

প্রতিকারঃ

সন্ত্রাসের প্রতিকার হিসাবে নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণযোগ্য বলে আমরা মনে করি।

(১) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীদের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

(২) রাজনৈতিক দলগুলিকে মতৈক্যে এসে সন্ত্রাসীদের বর্জন করতে হবে।

(৩) দেশের প্রশাসনিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে ।

(৪) শিক্ষাঙ্গণে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

(৫) নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সিলেবাস সংশোধন করতঃ ধর্মীয় ও সঠিক আক্বীদা বিষয়ক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, ক্লাশ রুটিন মত ক্লাশ, নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ এবং যত দ্রুত সম্ভব ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

(৭) স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ বন্ধ করে মেধা, সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পুরা প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে হবে।

(৮) প্রশাসনকে কঠোর ও নিরপেক্ষ হ'তে হবে।

(৯) চিহ্নিত নেতা ও তাদের মদদপুষ্ট রাষ্ট্রদ্রোহী, শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার করতে হবে এবং তদন্তের মাধ্যমে সুষ্ঠু বিচার করতে হবে।

(১০) সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা ও জনমত সৃষ্টি করতে হবে।

(১১) সিনেমা, টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিপি ইত্যাদি মিডিয়াতে মারদাঙ্গা ও নোংরা ছবি প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে এবং তদস্থলে ধর্মীয় চেতনা সম্বলিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানাদী প্রচার করতে হবে।

(১২) যত্রতত্র নোংরা ছবি সম্বলিত পোষ্টারিং সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

(১৩) দেশের গোয়েন্দা বিভাগকে আরও সক্রিয় ও শক্তিশালী হ'তে হবে।

১. *দৈনিক সিলেটের ডাক, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৯৮, পৃঃ ৩, কলাম ৪।*

(১৪) দেশের সীমান্ত এলাকায় কঠোরভাবে প্রহরা বসাতে হবে। প্রয়োজনবোধে সর্বাধুনিক মিডিয়া সমূহ কাজে লাগাতে হবে।

(১৫) দেশের প্রচলিত আইন বাদ দিয়ে তদস্থলে অহি ভিত্তিক আইন চালু করতে হবে।

(১৬) প্রচলিত দল ও প্রার্থীভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে এবং প্রশাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ন্যায় রাষ্ট্রের তৃতীয় স্তম্ভ তথা জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরামর্শ সভার মনোনয়নের উপর ছেড়ে দিতে হবে।

(১৭) সর্বোপরি সন্ত্রাসী ও তার লালনকারীদের একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, সে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র হাতে গড়া প্রিয় সৃষ্টি ও তার বাপ-মায়ের অতি আদরের সন্তান। যেকোন সময়ে স্রষ্টার আহ্বানে তাকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে ও সেখানে তাকে জীবনের পূর্ণ হিসাব দিতে হবে।

সন্ত্রাসীদের পরিণতিঃ

যে সব লোক সশস্ত্র হয়ে পথে ঘাটে, ঘর-বাড়িতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরস্ত্র মানুষের উপর হামলা চালায় এবং প্রকাশ্যভাবে জনগণের সম্মুখে জনগণের ধন-সম্পদ হরণ করে নিয়ে যায় পবিত্র কুরআনের ভাষায় তাদেরকে বলা হয়েছে 'সন্ত্রাসী' বা মুহারিবুন (محاربون)। শরী'আতে 'মুহারিবুন' বা সন্ত্রাসীদের জন্য চার পর্যায়ের শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তা হচ্ছে হত্যা বা শূলবিদ্ধকরণ অথবা হাত ও পা বিপরীত পরম্পরায় কেটে ফেলা কিংবা দেশ থেকে চিরতরে বহিষ্কার করা।[২] আল্লাহ বলেন, 'যে সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে শসস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির লক্ষ্যে চেষ্টা ও তৎপরতা চালায় তাদের শাস্তি হচ্ছে তাদের হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে কিংবা তাদের নির্বাসিত করা হবে। এ লাঞ্ছনা ও অপমান তো তাদের জন্য এই দুনিয়ায়। আর পরকালে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে' *(মায়েদাহ ৩৩)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا-

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন' *(নিসা ৯৩)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلَلٍ وَّسُعُرٍ- يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ-

'নিশ্চয়ই অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। যেদিন তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে নেয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবেঃ অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর' *(ক্বামার ৪৭, ৪৮)*।

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا-

'ক্বিয়ামতে তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে। তাতে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরদিন অবস্থান করবে' *(ফুরক্বান ৬৯)*।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالْأَقْدَامِ-

'অপরাধীরা চিহ্নিত ও পরিচিত হবে তাদের মুখাবয়বের লক্ষণ দ্বারা। অতঃপর তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামে' *(আর-রহমান ৪১)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম অন্যায় খুনের বিচার করা হবে'।[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে মুসলমান জামা'আতে শামিল নয়'।[৪]

পরিশেষে সন্ত্রাস সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরিপন্থী। সমাজ জীবনে টেনে আনে চরম দুর্ভোগ ও হতাশা এবং সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের জন্ম দেয়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুন-খারাবী বৃদ্ধি করে, মানুষের জানমালের নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে, সর্বত্রই এক বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। অতএব হে সন্ত্রাসী! জাতি আর পত্রিকার পাতায় বিকৃত লাশের ছবি দেখতে চায় না। চায় না খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপের ঘটনা দেখতে। আর সন্ত্রাস নয়, তওবা করে ফিরে এসো। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান মেনে নাও। মনে রেখো! তোমার অবৈধ পথে অর্জিত সম্পদ রেখে খালি হাতে দুনিয়া থেকে তোমাকে বিদায় নিতে হবে। এ জীবন শেষ নয়, তোমার প্রতিটি কর্মের হিসাব দিতে হবে। সে দিনের জন্য তৈরী হও। আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

২. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম, (খায়রুন প্রকাশনী-১৩, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা-১১০০), পৃঃ ২৫২।

৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪৪৮।

৪. বুখারী, মিশকাত, হা/৩৫২০।

দিশারী

শিরক ও বিদ'আতের একমাত্র পরিণাম জাহান্নাম

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সম্প্রতি আমাদের দু'জন পাঠক অত্র দফতরে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তাদের একজন এসেছিলেন ফরিদপুরের আটরশি থেকে এবং অপরজন রাণীনগর, নওগাঁ থেকে। আটরশি থেকে আগত ভাই আটরশির পীরের অনুসারীদের কিছু প্রকাশ্য বিদ'আতী আমল ও আক্বীদা সম্পর্কে আমাদেরকে লিখিতভাবে অবগত করান। নওগাঁ থেকে আগত ভাই স্থানীয় চকপারইলে অনুষ্ঠিত ঈছালে ছওয়াব মাহফিলে প্রদত্ত জনৈক মুফতী ছাহেবের বক্তব্যের কয়েকটি স্পষ্ট ভ্রান্ত বিষয় লিখিতভাবে আমাদের নিকটে পেশ করেন এবং **'আত-তাহরীকে'** প্রকাশের আবেদন জানান। আমরা জনগণের মঙ্গলের আশায় আমাদের নিয়মিত বিভাগ 'দিশারী'তে উক্ত দু'টি বিষয়কে একত্রে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করলাম।

আটরশিঃ

(১) আটরশি ওয়ালাদের একটি বহুল প্রচলিত যিকির হচ্ছে- 'আমার দয়াল বাবা আমার কেবলা কা'বা, সদায় থাকো আমার অন্তরে, মউত ও কবরে, হাশর ও মীযানে, বাবা পুলছিরাত পার করিওরে'।

(২) সূরা মায়েদার ৩৫ নম্বর আয়াতে বর্ণিত 'অসীলা'র ব্যাখ্যায় তারা বলে, 'অসীলা তালাশ কর। অসীলা হচ্ছে দয়াল বাবা বর্তমান যামানার শ্রেষ্ঠ অলি, আখেরী মুজাদ্দিদ, খাতামান আওলিয়া, খাজা বাবা ফরিদপুরী, ধরেন তাহার পাক কদম খেয়ালের হাত দিয়া জড়াইয়া'।

(৩) ছালাতের পূর্বে তারা বলে,

'সবায় কাতার সোজা করে দাঁড়ান
খেয়াল আপন আপন ক্বলবে ডুবান
ক্বলব আল্লাহ্র দিক, আল্লাহ হাযের-নাযের'।

(৪) একবার আটরশির ওরস থেকে ফেরার পথে নৌকা ডুবে কয়েকজন মারা গেলে তারা বলে যে, বাবার সাথে বেআদবীর কারণে এমনটি হয়েছে। অপরদিকে মুরীদানদের গাড়ী খাদে পড়ার পরও সকলে বেঁচে গেলে বলে, বাবা বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

(৫) আটরশির পীরের মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর্যন্ত বিশাল ফযীলত মনে করে অনেক যাকের রোযা রেখেছিল। এতদ্ব্যতীত তারা খাজা বাবাকে 'মহান মালিক' বলে থাকে।

জবাবঃ প্রিয় পাঠক! এ হ'ল আটরশির পীরের অন্ধ ভক্তদের হাযারো শিরকী আক্বীদা ও আমলের কয়েকটি ছিঁটেফোটা মাত্র। এ দেশের লক্ষ লক্ষ মুরীদান আটরশির তথাকথিত পীরের অসীলায় মুক্তির আশায় এভাবেই তাদের ঈমান-আক্বীদা বিনষ্ট করছে। তারা পীর বাবাকে অঢেল অর্থ প্রদানেও সামান্যতম কার্পণ্য করে না। সূত্র মতে, প্রতি বছরের ওরসে প্রায় ১০ কোটি টাকা শুধু নগদ কালেকশন হয়। এছাড়া পীর ছাহেবের মৃত্যু বার্ষিকীর এক দিনে ১ কোটি টাকা হয়। বিনা পুঁজির এ জমজমাট ব্যবসা কে হাতছাড়া করে। মূলতঃ আমাদের দেশে পীর-মুরীদী ও মাযার ব্যবসা গড়ে উঠেছে অর্থকে কেন্দ্র করে। বর্তমানে চলছেও রমরমা ভাবে। ১৯৮১ সালের এক সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ দেশে ২ লক্ষ ৯৮ হাযার পীরের বসবাস। এখন নিশ্চয়ই সে সংখ্যা ৩ লাখকে ছাড়িয়ে গেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যুগে যুগে হকপন্থী জামা'আত একটিই হবে। যারা তাঁর ও তাঁর ছাহাবীদের তরীকার অনুসারী হবে।[১]

আটরশি ওয়ালারা তাদের তৈরি প্রচলিত শিরকী যিকিরের মাধ্যমে খাজা বাবাকে আল্লাহ্র আসনে বসিয়ে যেমন চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছে, তেমনি 'অসীলা'র অপব্যাখ্যা করে তাদের খাজা বাবাকে অসীলা সাব্যস্ত করে চূড়ান্ত ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। মউত, কবর, হাশর, মীযান, পুলছিরাত পার করার ক্ষমতা আল্লাহপাক কোন নবী-রাসূলকেও দেননি, খাজা তো দূরের কথা। এ প্রার্থনার মাধ্যমে তারা প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হয়েছে। কেননা এখানে আল্লাহ্র ক্ষমতা খাজাকে অর্পণ করা হয়েছে। আর সেকারণ তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে খাজার নিকটেই তাদের প্রার্থনা নিবেদন করছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ سَلِيْنِى مَا شِئْتِ مِنْ مَالِى، فَإِنِّى لاَأَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا-

'তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। (দুনিয়াতে) আমার মাল-সম্পদ থেকে যা খুশী চেয়ে নাও। কিন্তু আল্লাহ্র হাত থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না'।[২] যেখানে সকল নবী ও রাসূলগণের সরদার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) পরকালে স্বীয় কন্যার যামিন হ'তে পারেন না, সেখানে খাজা বাবা কিভাবে তার লক্ষ লক্ষ মুরীদানের যামিন হ'তে পারেন? হায়রে হতভাগা মূর্খ মুসলমান! কবে হুঁশ ফিরবে?

অপরদিকে আয়াতে বর্ণিত 'অসীলা' (وسيلة) শব্দের অর্থ নৈকট্য বা নৈকট্য হাছিলের মাধ্যম। অর্থাৎ ঐ বস্তু, যার মাধ্যমে নৈকট্য অন্বেষণ করা হয়। যে সকল বিষয় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, সে সকল বিষয়ই মানুষের জন্য আল্লাহ্র নিকটবর্তী হওয়ার অসীলা স্বরূপ। হুযায়ফা ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'অসীলা' অর্থ নৈকট্য (القربة)। দুর্ভাগ্য যে, উপমহাদেশে পীর পূজা ও কবর পূজার শিরকী প্রথা চালুর পক্ষে উক্ত 'অসীলা' শব্দটির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। অনেকে অপব্যাখ্যা করে এতদূর পর্যন্ত বলেন যে, উকিল ছাড়া যেমন জজের কাছে যাওয়া যায় না, তেমনি পীর ছাড়া

১. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ হাসান, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭১-৭২ 'কিতাব ও সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৪৮।*
২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৩ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।*

আল্লাহকে পাওয়া যায় না (নাঊযুবিল্লাহ)। এরা সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ও কুল মাখলূক্বাতের স্রষ্টা আল্লাহকে একজন জজের সঙ্গে তুলনা করে, যে স্বীয় চার দেওয়ালের বাইরে কিছুই দেখতে পায় না ও জানতে পারে না। আর সেজন্যই তাকে সাক্ষী ও উকিলের সাহায্য নিতে হয়।

মূলতঃ প্রকৃত অসীলা হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কৃত ফরয ও নফল ইবাদত সমূহ এবং যাবতীয় নেক আমল সমূহ। বান্দার নিজস্ব 'আমলে ছালেহ' বা নেক আমল-এর দোহাই দিয়ে দো'আ করলে তা তার বিপদমুক্তির অসীলা হিসাবে আল্লাহ কবুল করেছেন বলে ছহীহ হাদীছে এসেছে।[৩]

এতদ্ব্যতীত ছালাতের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও তারা নিজেদের তৈরি বিদ'আতী শ্লোক আউড়িয়ে শুরু করে থাকে। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ছালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অমর বাণী হ'ল- صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّى 'তোমরা ছালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ'।[৪] এক্ষণে প্রশ্ন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জীবদ্দশায় কোন ছালাতের শুরুতে কি মুক্তাদীদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ভাবে বলেছিলেন? নাকি ছাহাবায়ে কেরামের কেউ এমনটি করেছিলেন? আসলে দলীল খুঁজতে গেলেই হাযারো সমস্যা। ইসলামকে এরা নিজেদের মনের মত করে সাজাতে চায়। অপরদিকে এদের পথের কাঁটা হ'লেন যুগে যুগে হক্বপন্থী আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ। যারা রাসূলের রেখে যাওয়া নির্ভেজাল সত্যের একমাত্র উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসারী।

প্রিয় পাঠক! অন্ধ ভক্তির চোরাগলি দিয়ে এভাবেই এদেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মুসলমানের ঈমান-আমল ধ্বংস করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর পরকালে মুক্তির মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ভক্তদের পকেট সাফ করা হচ্ছে। মূলতঃ এরা ইসলামের শত্রু। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া ইসলামের সাথে তাদের আচরিত ইসলামের কোনই মিল নেই।

খানক্বাহ ও মাযারসমূহ আজ শিরক-বিদ'আতের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। অথচ মুশরিক ও বিদ'আতীদের বিরুদ্ধেই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর সর্বাত্মক জিহাদ। বিদ'আতীদের পরিণতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَ كُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ 'প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতি হ'ল জাহান্নাম'।[৫] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلاَمِ 'যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সম্মান করল সে যেন ইসলাম ধ্বংসে সহযোগিতা করল'।[৬] অতএব যারা মাযার ও খানক্বাহ সমূহে অযথা সময় ও অর্থ ব্যয় করেন, তারা এখুনি সাবধান হউন।

মুফতী ছাহেবের বক্তব্যঃ

গত ২রা জানুয়ারী ২০০৪ তারিখে নওগাঁর চকপারইলে অনুষ্ঠিত ঈছালে ছওয়াব মাহফিলে জনৈক মুফতী ছাহেব আহলেহাদীছ বিদ্বান ও আহলেহাদীছ জামা'আত সহ হক্বপন্থী মুহাদ্দেছীনে কেরামকে কটাক্ষ করে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্ভট কিছু বক্তব্য রেখেছেন। যা তার চরম মূর্খতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। তার বক্তব্যের উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপঃ

(১) ছাহাবীগণ কর্তৃক যে হাদীছগুলি বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলিই ছহীহ।

(২) আমরা সবগুলি হাদীছ মেনে চলি বিধায় আমরাই আহলুল হাদীছ। আর ওনারা সব হাদীছ মেনে চলেন না তাই তারা 'আওলা হাদীছ'।

(৩) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেন, শিক্ষার জন্য প্রথমে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া হ'ত, পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

(৪) যারা ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ে, তাদের মুখে মাটি দাও, চেপে ধর, তা না হ'লে তাদের মুখে আগুন লাগিয়ে দাও।

(৫) প্রথমে রাফউল ইয়াদায়েন করা চালু ছিল পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছেড়ে দিয়েছেন।

(৬) জনৈক ছাহাবীর গায়ে জীর্ণ কাপড় ছিল বিধায় কালেকশনের উদ্দেশ্যে তাকে খুৎবার সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দু'রাক'আত নামাজ পড়তে বলেছিলেন।

(৭) যারা ৮ রাক'আত তারাবীহ পড়ে, তারা সুবিধাবাদী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুই বা তিন দিন মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন।

(৮) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন ইদরীস নামে একজন লোক জন্মগ্রহণ করবে, যে ইবলীসের চেয়েও বেশী ক্ষতিকারক হবে। আরেকজন লোক জন্মগ্রহণ করবে, যার নাম আবু হানীফা। তিনি আমার উম্মতের প্রদীপ।

(৯) তাকবীরাতুল ঈদায়নে আমরা যে ৬ তাকবীর দিয়ে থাকি তার হাদীছগুলি ছহীহ।

(১০) ইমাম আবু হানীফা ২৭ জন ছাহাবীর দর্শন লাভ করেছিলেন।

(১১) হযরত আলী (রাঃ) ইমাম আবু হানীফার মাথায় হাত রেখে দো'আ করেছিলেন।

(১২) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল স্বপ্নে ৯৯ বার আল্লাহকে দেখেছেন ইত্যাদি।

জবাবঃ আমরা তার মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেই শেষ করব। কেননা তার বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, তিনি কি পরিমাণ মূর্খ। হ'তে পারেন তিনি সুরেলা কণ্ঠের কোন পেশাদার বক্তা, কথিত মুফাসসিরে কুরআন অথবা তথাকথিত মুফতী। কিন্তু কুরআন ও হাদীছের সঠিক ইল্ম তার মধ্যে নেই। নইলে রাফউল

৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১২ 'ইখলাছ' অধ্যায়; আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০০ দরসে কুরআন 'অসীলা' দ্রঃ।*
৪. *বুখারী ১/৮৮ পৃঃ।*
৫. *মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪১ 'কিতাব ও সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*
৬. *বায়হাক্বী, আলবানী, মিশকাত হা/১৮৯ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*

ইয়াদায়েন ও ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠের মত জাজ্বল্যমান ছহীহ হাদীছগুলিকে তিনি এভাবে অস্বীকার, অবজ্ঞা ও অমূল্যায়ণ করতে পারতেন না। মুফতী ছাহেব রাগে এতই অগ্নিশর্মা হয়েছেন যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠকারীদের মুখে প্রথমে মাটি দিতে অতঃপর চেপে ধরতে এবং শেষতক আগুন লাগিয়ে দিতে বলেছেন। কি চরম ধৃষ্টতা? তবে কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইমামতিতে যারা ছালাত আদায় করেছেন সেই সোনালী যুগের সোনার মানুষগুলির মুখে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও তিনি পেয়েছেন? নাঊযুবিল্লাহ।

আর ইমাম আবু হানীফার শানে পেশকৃত তার বক্তব্যের একটি উদাহরণ তুলে ধরলেই পাঠকগণ বুঝতে সক্ষম হবেন যে, তার ইল্‌মের দৌড় কতদূর? তিনি বলেছেন, হযরত আলী (রাঃ) ইমাম আবু হানীফার মাথায় হাত রেখে দো'আ করেছিলেন। অথচ তাদের কারো সাথে কোন দিন সাক্ষাৎ ঘটেনি। কেননা হযরত আলী (রাঃ) শাহাদাৎ বরণ করেছেন ৪০ হিজরীতে। আর ইমাম আবু হানীফা জন্মগ্রহণ করেছেন ৮০ হিজরীতে। দু'জনের জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে ৪০ বছরের ব্যবধান। মিথ্যা আর কাকে বলে? যিনি তার মহামতি ইমামের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কেও অজ্ঞ, তার বক্তব্যের আর কি জবাব দিব? উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফার সাথে কোন ছাহাবীর সাক্ষাৎ ঘটেনি।

হাদীছের ছহীহ, যঈফ, মওযূ হওয়ার সাধারণ ইল্‌মটুকুও মুফতী ছাহেবের নেই, যা মিশকাতের একটা বাচ্চা ছাত্রেরও জানা আছে। এই ধরনের মূর্খ মুফতী ও মুফাসসিরে কুরআনে এখন দেশ ভরে গেছে। এদের জানা উচিত যে, মিথ্যা হাদীছ, রসালো গল্প, কেচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে বক্তৃতা করে সাময়িকভাবে মঞ্চ মাতিয়ে রাখা যায় বটে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী অনুযায়ী এর পরিণতি যারপর নেই ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি আমাকে নিয়ে মিথ্যা বলল সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নিল'।[৭]

প্রিয় পাঠক! মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এই একটি মাত্র হাদীছই যথেষ্ট। জাহান্নামের লেলিহান অগ্নির ভয় হৃদয়ে থাকলে কারো পক্ষেই মিথ্যা বক্তব্য দান সম্ভব নয়। দেশের সকল পর্যায়ের দাঈ ও বক্তাদের নিকটে আমাদের সবিনয় নিবেদন থাকবে বক্তৃতাকে পেশা হিসাবে বেছে না নিয়ে দাওয়াতী কাজ হিসাবে গ্রহণ করুন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল ভিত্তিক দাওয়াত সকলের নিকটে পৌঁছে দিন। পরকালে আপনারা মহা সম্মানিত হবেন ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে শ্রোতাদেরকেও বক্তার দলীল ভিত্তিক বক্তৃতাই গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যুগে যুগে ইসলামের ক্ষতি করেছে একশ্রেণীর তথাকথিত আলেম। যারা আজ অধিক সংখ্যায় বর্তমান। আল্লাহ পাক আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ ও নিঃশর্ত অনুসারী হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

৭. বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইল্‌ম' অধ্যায়।

চিকিৎসা জগৎ

বাতজ্বর

*মুহাম্মাদ মুহীবুর রহমান**

বাতজ্বর কি?

সমস্ত দেহের সংযোজক কলার অসুস্থাবস্থায় একাধিক অস্থি সন্ধির ফ্লিচিংকে বাতজ্বর (Rheumatic Fever) বলে।

কারণঃ (১) সাইকোটিক ধাতুগত অবস্থা এই রোগের প্রধান কারণ। (২) বয়স্কদের চেয়ে ৪-৫ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে এ রোগ বেশী দেখা দেয় (৩) ঠাণ্ডা লাগা ও সেঁতসেঁতে আবহাওয়ায় বাস (৪) স্ট্রেপ্টোক্কাস হেমোলাইটিকাল নামক জীবাণুর সংক্রমণ।

প্রকারভেদঃ বাতজ্বর দুই প্রকার। যথাঃ (১) তরুণ ও (২) পুরাতন।

লক্ষণাবলীঃ এর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় টন্সিল ও গলার অভ্যন্তর ভাগের প্রদাহের মাধ্যমে। তারপর হঠাৎ জ্বর হয় এবং সেই সঙ্গে গলা ব্যথা ও জোড়ার ব্যথা অনুভব হ'তে থাকে। ক্রমান্বয়ে জোড়া ফুলে উঠে। জ্বর ১০৩° থেকে ১০৪° পর্যন্ত হ'তে পারে। এ রোগে সব সময় জ্বর থাকে না। প্রচুর ঘর্ম নির্গত হয়। নাড়ির গতি জ্বরের গতি অনুপাতে বেশী হয়। এক বা একাধিক জোড়া আক্রান্ত হয়। সাধারণতঃ দুই হাঁটুর জোড়া আক্রান্ত হয়। কিন্তু যেকোন জোড়ায় আক্রান্ত হ'তে পারে। একটি জোড়ার ফুলা ও ব্যথা কমে গিয়ে আর একটি জোড়া ফুলে উঠে ও ব্যথা হয়। আক্রান্ত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে সু-চিকিৎসা না পেলে বুকে ব্যথা ও হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রক্তে E.S.R (শ্বেত কণিকা) বৃদ্ধি পায় ও রক্তহীনতা দেখা দেয়।

বাতজ্বর (Rheumatic Fever) এর চিকিৎসাঃ

আনুসঙ্গিক চিকিৎসাঃ আক্রান্ত হওয়ার প্রথম থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করতে হবে। আক্রান্ত স্থানে কোন রকম ঔষধাদি মালিশ করা উচিত নয়। আক্রান্ত স্থানে সেক বা তাপ দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। পানি, দুধ ও তরল খাদ্য সুপথ্য এবং ফলের রস, গোশত ও সর্বপ্রকার টক দ্রব্যাদি নিষিদ্ধ।

ঔষধঃ (Medicine)ঃ

Kalmia Lat 3X, ৩০ শক্তিঃ নড়াচড়ায় বৃদ্ধি কিন্তু উত্তাপ প্রয়োগে বা ঠাণ্ডায় উপশম হয় না, ব্যথা শরীরের যেখানেই হৌক, সেখান হ'তে নিম্নদিকেই ছুটে যেতে থাকে। কিন্তু ব্যথা ক্রমশঃ হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করে, ইত্যাদি লক্ষণ এই ঔষধ প্রযোজ্য।

* ডি,এইচ,এম,এস, চতুর্থ বর্ষ (ঢাকা), মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।

Ledum Pal 6, 30, শক্তিঃ নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় উপশম, ব্যথা শরীরের নিম্নদিক হ'তে ক্রমশঃ উপরদিকে উঠতে থাকে ইত্যাদি লক্ষণে সেব্য। Ledum -এর আক্রান্ত স্থান যদিও স্পর্শ শীতল থাকে, তথাপি শীতল প্রলেপই সে পসন্দ করে এবং সেজন্য আক্রান্ত অঙ্গ পানিতে ডুবিয়ে রাখে।

Colchicum Q, 30 শক্তিঃ এর বেদনা অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ একস্থানে ব্যথা সীমাবদ্ধ থাকে না, আজ শরীরের বামদিকে, কাল ডানদিকে, দু'দিন পরে শরীরের নিম্নভাগে, দু'দিন পরে শরীরের উপরিভাগে অর্থাৎ ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে ব্যথা ঘুরে বেড়াতে থাকে।

Cactus Grand Q, 30 শক্তিঃ বাতজ্বরে হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণায় **Cactus G.** একটি অত্যন্ত উপকারী ঔষধ। এর যন্ত্রণা প্রায়ই বেলা ১১-টা কিংবা রাত্রি ১১-টার সময় দেখা দেয়। যন্ত্রণায় রোগীর মনে হ'তে থাকে যে, কেউ যেন বজ্রমুষ্টিতে তার হৃৎপিণ্ডকে চেপে ধরছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বামহস্ত অবশ হয়ে পড়ে।

বিঃ দ্রঃ কলিকাতার অধিকাংশ হোমিও চিকিৎসকদের মতে **Colchicum** ও **Cactus G.** অধিক উপকারী ঔষধ। **Colchicum- 30** প্রতিদিন ১ ফোটা করে সকালে ও রাত্রে খালী পেটে সেব্য। **Cactus Grand- Q** ১০-১৫ ফোটা মাত্রায় পানির সঙ্গে দৈনিক ৩ বার আহারের ১ ঘন্টা পূর্বে। এভাবে ৩ মাস সেব্য। পুরাতন হ'লে উচ্চশক্তি। প্রতিটি ঔষধই জার্মানী অথবা বি.টি. হ'তে হবে।

ভাবী ফলঃ এ রোগে সাধারণতঃ মৃত্যু হয় না। সুচিকিৎসায় ৩ মাসের মধ্যে আরোগ্য হয়। তবে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হ'লে রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৪
সাফল্য হৌক!
ঝলক জুয়েলার্স
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ
রৌপ্য অলঙ্কার
প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।
সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

ক্ষেত-খামার

কলা পাকানোর 'বিষাক্ত' কৌশল!

গাইবান্ধার বিভিন্ন অঞ্চলে কলা পাকানোর কাজে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশেষ করে গোবিন্দগঞ্জ ও পলাশবাড়ী উপযেলায় এ ধরনের ঘটনা বেশী ঘটছে বলে জানা গেছে। ফলে সাধারণ মানুষ গ্যাষ্ট্রিক, আমাশয় ও পেটের পীড়াসহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

কৃষি বিভাগের একাধিক সূত্র জানায়, একশ্রেণীর অসাধু কলা ব্যবসায়ী অল্প সময়ে কলা পাকানো ও রঙ উজ্জ্বল করার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ স্প্রে করে কলা পাকাচ্ছেন। তারা কাঁচা কলার কাঁদিতে তুঁতে (কপার সালফেট) মিশানো পানি এবং ভারতীয় রিব ইথেলের ৩৯ এমএল প্রভৃতি তরল রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশে তৈরি 'প্রফিট' নামে এক প্রকার তরল পদার্থ কলা পাকানোর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। চিকিৎসকরা জানান, এ ধরনের পদার্থ দিয়ে পাকানো কলা খেলে মানুষের পরিপাকতন্ত্র, হাড় ও দাঁতের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এ ব্যাপারে গাইবান্ধার সিভিল সার্জন ডাঃ মুহাম্মাদ আবদুল কুদ্দুস জানান, এই প্রক্রিয়ায় পাকানো কলা খেলে আমাশয়, গ্যাষ্ট্রিকসহ মানুষের পেটের পীড়া ও যকৃতের রোগ হ'তে পারে।

জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হ'লেও গাইবান্ধার বিভিন্ন হাটবাজার, বাসষ্ট্যাণ্ড, রেলষ্টেশন, এমনকি চলন্ত বাস-ট্রেনেও এ জাতীয় কলা ফেরি করে বিক্রি করা হচ্ছে। দামে কম বলে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরা দ্বিধাহীনভাবে এসব কলা কিনছেন। প্রতিদিন সকালে সাদুল্যাপুর উপযেলার ধাপেরহাট থেকে গোবিন্দগঞ্জ উপযেলার ফাঁসিতলা পর্যন্ত ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের দু'পাশে এ জাতীয় কাঁচা কলা বিক্রির পাইকারির হাট বসে। স্থানীয় বাজারে এ জাতীয় কলার দাম খুবই কম। বর্তমানে প্রতি হালি কলা ১ টাকা থেকে ২ টাকায় বেচা-কেনা হচ্ছে।

এখান থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন যেলায় কলা রফতানি করা হয়। সড়কপথে ভ্রমণকালে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি এই মহাসড়কে কাঁচা কলার কাঁদি ট্রাকে ওঠানো-নামানোর দৃশ্য চোখে পড়ে। মহাসড়কের পাশেই প্রকাশ্য দিবালোকে কলা পাকানোর কাজে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু দেখার কেউ নেই।

এ ব্যাপারে পলাশবাড়ী উপযেলা কৃষি কর্মকর্তা মুহাম্মাদ মোজাফফর রহমান জানান, কলায় বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার না করার জন্য মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের অবহিত করা হচ্ছে।

বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত এই কলা দেশের হাযার হাযার মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিলেও নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। খাদ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য গাইবান্ধায় একজন যেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, চারজন উপযেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও একজন পৌরসভা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর রয়েছেন। অথচ তাদের কোন দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায় না। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অসাধু ব্যবসায়ীরা ইন্সপেক্টরদের সঙ্গে যোগসাজশে ভেজাল ও স্বাস্থ্যহানিকর খাদ্যদ্রব্য নির্বিঘ্নে বিক্রি করছে।

একই বিষয়ে যেলা বাজার অনুসন্ধানকারী মুহাম্মাদ আবদুল গফুর জানান, খাদ্যদ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা তার এখতিয়ারে নেই। তবে যেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবদুর রউফ জানান, বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে কলা

পাকানোর ঘটনা সত্য। অসাধু ব্যবসায়ীরা কলাভর্তি ট্রাকে এসব পদার্থ স্প্রে করে ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যাওয়ার পথেই এসব কলা পেকে যায়।

ফুলকপির পুষ্টিগুণ

ফুলকপি শীতের সবজি। পুষ্টিসমৃদ্ধ এ সবজি দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি খেতেও সুস্বাদু। এর ভাজি আর তরকারি খেতে দারুণ! এছাড়া ফুলকপির তৈরী সিঙ্গারা, চপ, পুরি এসব খাবার খুবই মজাদার। ব্রোকলি ব্যতীত অন্য যেকোন সবজির তুলনায় ফুলকপিতে ভিটামিন 'সি'র পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, এর প্রতি ১০০ গ্রামে ভিটামিন 'সি' রয়েছে ৯১ মিঃ গ্রাম। অথচ করল্লায় এর পরিমাণ হচ্ছে ৬৮ মিলিগ্রাম, সাজনায় ৪৫ মিলিগ্রাম, ওলকপিতে ৫৩ মিলিগ্রাম, মুলায় ৩৪ মিলিগ্রাম এবং টমেটোতে আছে ৩১ মিলিগ্রাম। ফুলকপির অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের মধ্যে আমিষ, শর্করা, চর্বি, ক্যালসিয়াম, লৌহ, ক্যারোটিন ও ভিটামিন 'বি' আছে যথাক্রমে ২.৬ গ্রাম, ৭.৫ গ্রাম, ০.১ গ্রাম, ৪১ মিলিগ্রাম, ১.৫ মিলিগ্রাম, ৩০ মাইক্রোগ্রাম এবং ০.০৫৭ মিলিগ্রাম। শরীর সুস্থ্য রাখতে মানবদেহে ভিটামিন 'সি' খুবই দরকারী। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বুদ্ধিবিকাশ, মাংসপেশীর কোষসমূহকে পরস্পর সংযুক্ত রাখতে এবং লৌহ ও ক্যালসিয়াম বিপাকের সহযোগিতায় ভিটামিন 'সি'র তুলনা নেই।

বাঁধা কপির পুষ্টিগুণ

খাদ্যমান বিবেচনায় বাঁধাকপি একটি পুষ্টিকর সবজি। এতে প্রচুর পরিমাণ ক্যারোটিন ও ক্যালসিয়াম বিদ্যমান। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে এর প্রতি ১০০ গ্রামে শর্করা ৪.৭ গ্রাম, আমিষ ১.৩ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩১ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৮ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১২০০ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন-বি ০.১১ মিলিগ্রাম এবং ভিটামিন-সি রয়েছে ৩ মিলিগ্রাম করে। ভিটামিন 'এ'র অভাবে আমাদের বিভিন্ন সমস্যা যেমন- রাতকানা, হজমের অসুবিধা, ঘন ঘন অসুস্থতা, শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পাশাপাশি ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্থি ও কংকাল গঠনে বিঘ্ন ঘটে, শিশুদের রিকেট রোগ এবং অন্তঃসত্ত্বা নারীর উদরস্থ শিশুর দৈহিক গঠন অসম্পূর্ণ হতে পারে। এসব প্রতিরোধে বাঁধাকপি অনন্য। বাঁধাকপি বহুমূত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবে হাত, পা, গলায়ও ব্যবহার করতে পারেন।

মধুর পুষ্টিগুণ

মধু সামান্য হলুদ বা বাদামী বর্ণের ভারী তরল পদার্থ। ১০০ গ্রাম মধুর মধ্যে কি কি উপাদান বিদ্যমান, তা নিম্নরূপঃ

পুষ্টিগত উপাদান	পরিমাণ
পানি	১৪-২০ গ্রাম
শর্করা	৭০-৮০ গ্রাম
ক্যালসিয়াম	৫ গ্রাম
লৌহ	০.৯ গ্রাম
পটাসিয়াম, কপার, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, ফসফরাস	০.২ গ্রাম
আমিষ	০.৩ গ্রাম
ভিটামিন 'বি'	২০.০৪ গ্রাম
ভিটামিন 'সি'	৪.০০ মিলিগ্রাম

এছাড়াও মধুতে ভিটামিন 'এ' এবং 'বি' কমপ্লেক্স আছে।

কবিতা

তবুও বেঁচে আছি

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

তবুও বেঁচে আছি সূক্ষ্ম উষ্ণতার বিশ্বাস নিয়ে,
স্বাচ্ছন্দ্যের ছড়াছড়ি আর উগ্রতার প্রভাবে
প্রভাবিত হ'তে চাইনি।
যদিও শুনি হৃদয়ের প্রতি স্তরে
দজলা-ফোরাত বা টাইগ্রীস ইউফ্রেটিসের
তীব্র কলতান
আর নিঃশ্বাসে পাই বহুত দিনের
জমাট রক্তের ভ্যাপসাযুক্ত ঘ্রাণ।
যুগে যুগে, কালে-কালে, হাযার শতাব্দী ধরে
যার উপকণ্ঠে বহে রক্ত লেলিহান।
চেঙ্গিস-হালাকুর পরিত্যক্ত খোলস রূপী
বুশ-ব্লেয়ার-শ্যারন,
মুসলিম নিধন মহা সন্ত্রাসে রত
প্রতিযুগ প্রতিক্ষণ আজীবন আমরণ।
জীবন আর মৃত, মৃত আর জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
একান্ত আমাকেই পরম পাওয়া,
আমার মধ্যে বেঁচে থাকা আর বাঁচার মধ্যেই
জীবনের গান গাওয়া।
তাই তো এ সত্তায় জাগে কলংকিত অধ্যায়ের
তীব্র প্রতিশোধের প্রহর গোণা,
কখন ফুরাবে ঋণ
কখন ফুরাবে ঋণ অপাংক্তেয় এ জাতির
সম্মুখে স্বচ্ছ দিন আসবে কি আসবে না?
হতাশার মাঝে জাগে সুপ্ত বাসনা।

আলোর পথে

-মাক্বছুদ আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা পশ্চিম, সাতক্ষীরা।

আলোর পথে ডাক দিয়েছে আহলেহাদীছ আন্দোলন,
সারা দুনিয়ায় ত্বাগূতেরা তাই করছে এত আস্ফালন।
দুর্বার এ মহা কাফেলা, কুরআন-সুন্নায় আপোষহীন,
লক্ষ্য শুধু অহি-র বিধান, রাখবে ক্বায়েম চিরদিন।
লা-শারীক আল্লাহ মূলমন্ত্র, বিশ্ব নবী (ছাঃ) কাণ্ডারী,
হক্ব ও বাতিল বিশ্বের বুকে একমাত্র প্রভেদকারী।
আয়রে তোরা দলে দলে এই কাফেলার ছায়াতলে,
লঘু-গুরুর অভিমানে যাস্‌না তোরা রসাতলে।
গাইছে যারা ঈর্ষার ফলে মিথ্যা যত সংবাদ
লিপ্ত সদা করতে প্রচার গীবত আর তোহমত,
বলবে হয়তো তারাও একদিন, আহলেহাদীছ জিন্দাবাদ।

***

ধর্মশ্লেষ

-আব্দুস সোবহান
বি.এ. অনার্স, বাংলা (শেষ বর্ষ)
পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রাজবাড়ী।

সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে ভস্মপ্রায় মুসলমান,
জিহাদ বিমুখ আব্দুল্লাহ্‌র ওষ্ঠাগত বলিষ্ঠ প্রাণ।

মাদরাসা-ইয়াতীমখানায় ছাদাক্বা-মানত-ফিতরা দান,
মসজিদেরই মুষ্টি চালে জীবন বাঁচান পেশ ইমাম।
ইমাম এবং মুয়াযযিনের বক্ষে চাপা আর্তনাদ,
আম জনতা ক্ষুধায় মরে মন্ত্রী বানায় রাজপ্রাসাদ।
ইসলামের এই চতুর্মুখী আত্মঘাতী হামলাতে,
ফৎওয়ারই মামলা করে পীর-ফক্বীহ আর আমলাতে।
মীলাদ নিয়েও ফেরকা-জিহাদ মোল্লা-মৌলভীর,
ধর্ম এবং জীবন তাদের মসজিদে তাই আ-জিঞ্জির।
চিশতিয়া আর কাদ্‌রিয়া ঐ নক্‌শাবন্দী মোজাদ্দেদ,
আল-হেরাতে ছিল নাতো ছূফীতত্ত্বের মত বিভেদ।
ইসলামে নাই সুন্নী-শী'আ-হাম্বলী মত হানাফী,
আল-খারেজী, মু'তাযিলা, মালেকী ভেদ আর শাফেঈ।
নির্ভেজাল এ তাওহীদে আজ চিল্লাধারী ইজতিমাত,
ইজতিহাদে দেয় ফৎওয়া রাজনীতি আর দ্বীন তফাৎ।
এমন করেই বিদ'আত শত বাতলায়ে পীর বাতিল পথ,
মৃত্যু-কাফন কেল্লা হতে চিল্লায়ে কয় মোল্লা সৎ।
মোল্লা এবং কেবলা বাবার গুপ্ত পুঁজি মা'রেফত,
তাসাউফের নাম ভাঙায়ে করছে ওরা তিজারত।
বলগা ছিড়ে কেবলা পীরে বক্র করে সরল পথ,
যুগ হুজুগে তত্ত্বকথা করছে প্রচার সুন্নাহ বৎ।
মা'রেফতের ভেলকী দেখায় ইসমে আযম অনেক দূর,
টিন ছুটানো যিক্‌র তুলে দেখায় রবের গুপ্ত নূর!
আল্লাহু খাছ ইসমে আযম আমরা জানি আলম নূর,
মা'রেফতের রহস্যভেদ মুসলমানের নয়কো দূর।
একটি পথেই মিলন সেতু দিলেন তিনিই খোদ-মা'বূদ,
মুসলমানের মা'রেফত তো সিজদা রবের তাহাজ্জুদ।
ইসলামেরই শাশ্বত দ্বীন আঁকড়ে ধরে এক কালাম,
ফেরকা-মতের ঊর্ধ্বে আসুন প্রভুর প্রিয় হই গোলাম।

***

লিমেরিক মর্সিয়া

-মাস'উদ আহমাদ
দমদমা, পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।

টুকটুকে লাল প্রভাত বেলা
স্মৃতির পাতায় বসল মেলা
বাজল ব্যথার সূর
কাঁদল মন-পুর
সাঙ্গ হল শঙ্কা তব এ বেলা।

গগন পরে সূর্য এলে
ভাবনা হেতু পাখনা মেলে
বলল ডেকে মোরে
মা যে গেছে গোরে
বোবা ব্যথা আছড়ে পড়ে বুক মেলে।

চিত্ত মাঝে সকাল-সাঁঝে রংতুলি
আঁকে মম সোনাঝরা দিনগুলি
মায়ের মনে কত
সোহাগ শত শত
কান্না ঝরে পড়ে মনে সেই ক্ষণগুলি।

জীবন আমার চলে এখন আঁধারে
অনেক আশার প্রদীপ মম মাঝারে
মা যে ফিরে আসে না
কেউ তো ভালবাসে না
দো'আ জপি, ডান হাতে পাও খাতারে।

***

নামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)-এর সঠিক উত্তর

১. ২৫। ২. ৪১ (৬, ৮, ১০, ১২ যোগ হবে)।
৩. ৭টি (২৯, ৩১, ৪১, ৪৩, ৪৭, ৫৩)।
৪. ৯ [(১৫-৯)=৬, (৫৪-৬)=৯]।
৫. ৩১৩ বার (২০২১-২৭)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান-এর সঠিক উত্তর

১. মেহরাব পূর্ব দিকে (সেনেগাল সঊদী আরব থেকে সোজা পশ্চিমে। তাই তারা পূর্ব দিকে হয়ে ছালাত আদায় করে)।
২. মধ্যাহ্নের কিছু পরের।
৩. ২০০২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম খেলায় সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে হারিয়ে দেওয়া।
৪. মুসলিম (৯২%)।
৫. মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধার আসর)

১। তিন অক্ষরে নাম যার প্রাণীর মাথায় রয়
শেষের অক্ষর বাদ দিলে পানপাত্র হয়।
২। তিন অক্ষরে নাম যার রাতে কাজে লাগে
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে থাকে ষড়রিপুর মাঝে।
৩। তিন অক্ষরের শব্দে ক্লাসের নাম কয়
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে সুস্বাদু ফল হয়।
৪। তিন অক্ষরের এমন ফল খেতে লাগে বেশ
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে খেয়ে করে শেষ।
৫। তিন অক্ষরে নাম যার ঘরের সাথে রয়
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে সোনালি আঁশ কয়।

❐ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগত)

১. কোন্ দু'টি প্রাণী সবচেয়ে কম ঘুমায়?
২. কোন্ প্রাণীর সামনের পাগুলিতে কান রয়েছে?
৩. কোন্ পাখির ডানা নেই?
৪. জিরাফের লম্বা গলায় কয়টি হাড় আছে?
৫। কোন্ প্রাণী এক চোখ খোলা রেখে ঘুমায়?

❐ হাবীবুর রহমান
নওদাপাড়া মাদরাসা শাখা, রাজশাহী।

সোনামণি সংবাদ

শাখা পুনর্গঠনঃ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৮ জানুয়ারী রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। হাফেয রবীউল ইসলামের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন, আব্দুল হালীম, আব্দুর রশীদ সহ রাজশাহী মহানগরী, রাজশাহী যেলা ও মারকায শাখার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ 'সোনামণি' সংগঠনের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের পরামর্শক্রমে রাজশাহী যেলা, মহানগরী এবং মারকায শাখা পুনর্গঠন করেন। বাদ মাগরিব তিনি মারকাযী জামে মসজিদে উপস্থিত সকলের সামনে নতুন দায়িত্বশীলদের নাম ঘোষণা করেন। সাথে সাথে 'সোনামণি' সংগঠনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

রাজশাহী যেলা কমিটিঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ আবুল কালাম আযাদ (সভাপতি, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, রাজশাহী যেলা)
পরিচালকঃ শরীফুল ইসলাম, নওদাপাড়া মাদরাসা
সহ-পরিচালকঃ আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব "
সহ-পরিচালকঃ আব্দুল মুক্বীত "
সহ-পরিচালকঃ আরীফুল ইসলাম "
সহ-পরিচালকঃ যিয়াউর রহমান "।

রাজশাহী মহানগরী কমিটিঃ

১. **প্রধান উপদেষ্টাঃ** নূরুল হুদা (সহকারী শিক্ষক, রিভারভিউ উচ্চ বিদ্যালয়)
২. **উপদেষ্টাঃ** মাওলানা সাঈদুর রহমান (ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, নওদাপাড়া মাদরাসা)
৩. **পরিচালকঃ** জাহিদুল ইসলাম (নওদাপাড়া মাদরাসা)
৪. **সহ-পরিচালকঃ** দেলোয়ার হোসাইন (নওদাপাড়া মাদরাসা)
৫. **সহ-পরিচালকঃ** নযরুল ইসলাম (হাতেম খাঁ)
৬. **সহ-পরিচালকঃ** খুরশীদ আলম (হাতেম খাঁ)
৭. **সহ-পরিচালকঃ** আতীকুল ইসলাম (নওদাপাড়া মাদরাসা)।

প্রশিক্ষণঃ

নাটোর, ২০ জানুয়ারী মঙ্গলবারঃ অদ্য দুপুর ১২-টায় হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা, শুকুলপট্টি, নাটোরে আরীফুল ইসলামের কুরআন তেলাওয়াত ও যহীরুল ইসলামের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' মারকায শাখার প্রচার সম্পাদক হাফেয হাবীবুর রহমান। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন নাটোর যেলার 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ মাহবূব আলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান। প্রশিক্ষণে অত্র মাদরাসার শিক্ষক মণ্ডলীও উপস্থিত ছিলেন।

কালাই, জয়পুরহাট ২০ জানুয়ারী মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ যোহর কালাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স-এ মুহাম্মাদ যিয়াদ-এর কুরআন তেলাওয়াত এবং আব্দুল হান্নান-এর জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব ইমামুদ্দীন।

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার সহ-পরিচালক হুমায়ূন কবীর। উদ্বোধনী ভাষণ দেন মাওলানা খলীলুর রহমান। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণে ৬৫ জন সোনামণি সহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের ১২ জন দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন।

চারঘাট, রাজশাহী ২৫ জানুয়ারী রবিবারঃ অদ্য বাদ যোহর ভায়া-লক্ষ্মীপুর মোল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে হাফেয যহূরুল ইসলামের কুরআন তেলাওয়াত ও হারূনুর রশীদের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফেয রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ভায়া-লক্ষ্মীপুর দারুস-সালাম সালাফিয়া মাদরাসার শিক্ষক হাফেয ছানাউল্লাহ।

একই দিন বাদ আছর চারঘাট বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অত্র উপযেলার 'সোনামণি' সহ-পরিচালক ও ভায়া-লক্ষ্মীপুর দারুস-সালাম সালাফিয়া মাদরাসার মুতাওয়াল্লী মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে সোনামণি দায়িত্বশীল ও সুধীদের নিয়ে এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ শাখার সোনামণি পরিচালক মাওলানা শাহজাহান বাদশা-এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা শুরু হয়।

উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। তিনি স্বীয় বক্তব্যে সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফেয রবীউল ইসলাম। বৈঠক পরিচালনা করেন অত্র উপযেলার সোনামণি উপদেষ্টা মুহাম্মাদ নূরুযযামান।

বাঘা, রাজশাহী ২৬ জানুয়ারী সোমবারঃ অদ্য সকাল ৮-টা ৩০ মিনিটে স্থানীয় মণিগ্রাম ও গঙ্গারামপুর ফুরকানিয়া মাদরাসায় শরীফা নাসরীনের কুরআন তেলাওয়াত ও মনছূর রহমানের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র উপযেলার সোনামণি উপদেষ্টা আবু ত্বালেব সরকার।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নওদাপাড়া মারকায শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফেয রবীউল ইসলাম। বৈঠক পরিচালনা করেন অত্র উপযেলার সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হুসাইন।

একই দিন বেলা ২-টা ৩০ মিনিটে স্থানীয় আলাইপুর গাবতলীপাড়া ইসলামিয়া মাদরাসায় মুসাম্মাৎ জেসমীন খাতুনের কুরআন তেলাওয়াত ও তারীকুল ইসলামের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র উপযেলার সোনামণি উপদেষ্টা আবু ত্বালেব সরকার।

প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নওদাপাড়া মারকায শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফেয রবীউল ইসলাম। বৈঠক পরিচালনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ তাজুদ্দীন।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

নেশা জাতীয় ক্রাউন ও হান্টারে বাজার সয়লাব

ক্রাউন ও হান্টার নামের দু'টি নেশা উদ্রেককারী পানীয়ে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের শহর-বন্দর-গ্রাম এমনকি প্রত্যন্ত চর এলাকার হাট-বাজারও ছেয়ে গেছে। প্রকাশ্যে বিক্রি হওয়ায় যুবক শ্রেণীর জন্য এই পানীয় পান হুমকি হয়ে পড়েছে। চটকদার বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে তারা এখন মদের বিকল্প হিসাবে এ দু'টি পানীয়কে বেছে নিয়েছে নেশার প্রধান উপকরণ হিসাবে। জানা গেছে, সরকারের নাকের ডগায় নিতান্তই মুনাফার লোভে এই পানীয়গুলি বাজারজাত করা হচ্ছে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে। শিল্প মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ বিএসটিআই-এর অনুমোদন নিয়েই এই নেশাযুক্ত পানীয় ছড়িয়ে গেছে দেশের সর্বত্র। নন-এ্যালকোহলিক পানীয় হিসাবে বিএসটিআই থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হ'লেও এসব ড্রিংকে সুস্পষ্টভাবেই এ্যালকোহল বা মদের উপকরণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

সম্পূর্ণ এ্যালকোহল মুক্ত বলা হ'লেও বিয়ারের চেয়ে মাত্র দশমিক ২ ভাগ কম এ্যালকোহল কম দিয়ে বাজারে ছাড়া হয়েছে হান্টার মল্ট বেভারেজ, যা বিয়ারের চেয়ে মোটেই কম নয়। ক্রাউন এনার্জি ড্রিংকেও রয়েছে এ্যালকোহল।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এসব ক্রাউন এনার্জি ড্রিংককে 'শক্তির গুরু' হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে এবং হান্টার ড্রিংকের বিজ্ঞাপনে 'হান্টার এখন শহরে, সামলে রাখুন নিজেকে' লেখা আছে। এগুলির গায়ে লেখা আছে 'নন-এ্যালকোহলিক বেভারেজ'। অথচ ধোঁকা দেয়া হচ্ছে রীতিমত। দেখা গেছে, এর গায়ে নীল কাগজের একটি স্টিকারে 'নন-এ্যালকোহলিক বেভারেজ' লেখা আছে। কিন্তু স্টিকারটি তুলে ফেললেই তার নীচে টিনের ক্যানে ৪ দশমিক ৮ ভাগ এ্যালকোহল রয়েছে বলে উল্লেখ আছে। তদন্ত শুরু হওয়ার পর দেখা গেছে, পূর্বে যে জায়গায় লেখা ছিল তা ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে। এভাবেই ক্রাউন বেভারেজ লিমিটেড সাধারণ জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে মদের সয়লাব। এর দামের ব্যাপারেও মানুষ ধোঁকায় পড়ছে। গায়ে খুচরা মূল্য না লেখায় কেউ ৭৫ টাকা, কেউ ৮০, ১০০, ১১০ টাকা ইত্যাদি বিভিন্ন মূল্যে বিক্রি করছে।

অবশ্য ক্রাউন এনার্জি ড্রিংকে খুচরা মূল্য ৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটিকেও নন-এ্যালকোহলিক বেভারেজ বলে বাজারজাত করা হচ্ছে। অথচ গত ১৮ জানুয়ারী সায়েন্স ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এতে দশমিক ১৪৫৬ ভাগ এ্যালকোহল রয়েছে। গত ২৬ জানুয়ারী প্রদত্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরীক্ষার জন্য ইঁদুরকে এই পানীয় খাওয়ানোর পর ৩ মিনিট তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকে (রেফারেন্স নং আই এফ এসটি/অ্যাডমিন/৫-১/৮৬ পিটি .৩২/১১৬)।

[জানুয়ারীতে মাদক প্রমাণিত হওয়ার দু'মাস পরেও কেন এগুলি সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করা হ'ল না? কেন জনগণকে এর বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রণালয় বা প্রধানমন্ত্রী এযাবত চুপ করে রয়েছেন? তাহ'লে কি তাঁরা ক্রাউন ও হান্টারের মালিক ভারতীয় লবীভুক্ত ঘাদানিক নেতাদের ভয়ে চুপসে গেছেন? কারণ ইতিপূর্বে ঐ নেতাটি রাষ্ট্রবিরোধী ভিডিও, সিডি ও অন্যান্য প্রমাণাদি সহ ঢাকা বিমানবন্দরে হাতেনাতে ধরা পড়ে হাজতে গেলেও এখন মুক্ত হয়ে ঘুরছে। এমনকি ক্রাউন ও হান্টারের মাদকের খবর প্রকাশ করায় দৈনিক ইনকিলাবের বিরুদ্ধে মামলা করার দুঃসাহস করেছে। হে সরকার! গুটি কয়েক মাদক সম্রাটকে নয়, আল্লাহকে ভয় করুন। অনতিবিলম্বে সকল মাদক নিষিদ্ধ করুন। (স.স)]

লাশের কফিনে ফেনসিডিল

লাশের কফিনে করে ফেনসিডিল পাচারকালে পুলিশ গত ৯ ফেব্রুয়ারী বিকেলে ৬টি কফিনবক্স সহ ৩শ' ২০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে। টাঙ্গাইল শহর বাইপাসের রাবনা চেকপোষ্টে উত্তরাঞ্চল থেকে ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের ছাদে কাঠের তৈরী ৬টি কফিন দেখে সন্দেহ করে খুলে ফেনসিডিলের বোতল পাওয়া যায়।

[মানুষ কত দ্রুত পশুত্বের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এটা তার অন্যতম প্রমাণ। প্রশাসন যদি এদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে পারে, তাহ'লে হয়ত এই অধঃগতি কিছুটা রোধ করা যাবে (স.স)]

গরুর দুধে বিষাক্ত ফরমালিনঃ ক্যান্সারে আক্রান্তের আশংকা

লক্ষ্মীপুর যেলার রায়পুরের মেঘনা উপকূলীয় চরবংশী, মোল্লাহাট, খাসের হাট ও হায়দরগঞ্জ বাজার এবং পার্শ্ববর্তী চাঁদপুর যেলার কাছিকাটা, ধূলার চর ও চিরাচরে প্রতিদিন ৫৫ হাযার লিটার গরুর দুধে বিষাক্ত ফরমালিন মিশিয়ে বিক্রি করছে এক ধরনের অসাধু পাইকারী দুধ ব্যবসায়ী। ফরমালিন মিশানো দুধ পান করে হাযার হাযার মানুষ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন পাইকারী দুধ বিক্রেতা জানায়, এক মণ দুধে এক ফোঁটা ফরমালিন মিশালে ২০/২৫ ঘন্টা পর্যন্ত দুধ টাটকা থাকে। এসব ফরমালিন মিশানো দুধ দিয়ে মিষ্টির দোকানে তৈরি হচ্ছে মিষ্টিসহ রকমারি খাবার, যা খেয়ে মানুষের ব্রেন ক্যান্সার, লিভার ও কিডনি জনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। অথচ এই দুধ ঢাকা শহর সহ অন্যান্য যেলাতেও যায়। উল্লেখ্য, মৃত ব্যক্তির লাশে পচন রোধে এবং পশু-পাখির মৃতদেহ অবিকৃত রাখার জন্য এ বিষাক্ত ফরমালিন গবেষণাগারে ব্যবহৃত হয়।

[এরা হ'ল অসংখ্য মানুষের গোপন হত্যাকারী। এদের একমাত্র শাস্তি প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড। প্রচলিত বৃটিশ আইনে নয়, ইসলামী আইনে এদের বিচার করুন। আল্লাহ্র বিধান প্রয়োগে সামান্যতম অনুকম্পা দেখাতেও আল্লাহ নিষেধ করেছেন (নূর ২)। জনগণের জানমালের আমানত সরকারের উপরে ন্যস্ত। যদি আপনারা সে আমানতে খেয়ানত করেন, তাহ'লে আপনাদের জন্য জান্নাত হারাম করা হবে (মুজাফাক্ব আলাইহ)। আর যদি ন্যায়নিষ্ঠ হন, তাহ'লে আল্লাহ্র ডান পাশে নূরের আসনে বসে সম্মানিত হবেন (মুসলিম)। সিদ্ধান্ত নিন কোন্‌টা আপনারা চান (স.স)]

চলতি শতাব্দীতেই পানি নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশের যুদ্ধ হ'তে পারে

-ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অত্যন্ত দুর্বল প্রতিবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন খোদ ভারতেরই পানি ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞগণ। পরিবেশ ও মানবতা বিরোধী এই নদী সংযোগ পরিকল্পনা সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রতিবাদকে অত্যন্ত সাদামাটা ও অকার্যকর উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞগণ বলেন, চলতি শতাব্দীতেই নদীর পানি নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশের যুদ্ধ হ'তে পারে। কিন্তু এই যুদ্ধ এড়িয়ে বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের এবং বিশ্বের সবচেয়ে

সমৃদ্ধ পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্যের অধিকারকে সংহত করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া এখনই যরূরী। তা বাংলাদেশ গ্রহণ করতে পারেনি।

তারা বলেন, বিশ্বব্যাংকের সাহায্যপুষ্ট দিল্লী সরকারের এই নদী সংযোগ মহাপরিকল্পনা ভারতের বেশ কিছু রাজ্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি করবে, তার চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি করবে গঙ্গা-যমুনা-মেঘনা বাহিত জলজ জীবনের অধিকারী বাংলাদেশের। কারণ ভারত যদি তার নদী সংযোগ পরিকল্পনার মাত্র একটি নদীর অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) থেকে গঙ্গার সংযোগ সাধন করতে সক্ষম হয় ও তার পানি টেনে নিতে সক্ষম হয়। তবে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে নদী বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সর্বমোট পানির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই আসে ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা নদী থেকে। সুতরাং এই নদী সংযোগ পরিকল্পনার একটি অংশ বাস্তবায়িত হ'লে শুষ্ক মৌসুমে যমুনার প্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং বর্ষায় তা আবার ভয়ঙ্কর বন্যায় রূপ নিবে। ভারতের মুম্বাইয়ে 'বিশ্ব সামাজিক ফোরাম' আয়োজিত বিশ্বায়নবিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পঞ্চম দিনের সেমিনারে বিশেষজ্ঞগণ এ কথা বলেন।

[ভারতের এই পরিকল্পনা কারবালায় হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্য ফোরাত নদীর পানি বন্ধ করার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ভারত যদি এযুগে পুনরায় কারবালা সৃষ্টি করতে চায়, তাহ'লে নিশ্চয়ই সেটা তার জন্য মঙ্গলের কারণ হবে না। আমরা আশা করব, সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের তোষণনীতি পরিত্যাগ করে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করবেন (স.স)]

কক্সবাজার উপকূলে জেগে উঠছে আরো ৭টি সম্ভাবনাময় দ্বীপ

বঙ্গোপসাগরের কক্সবাজার উপকূলে মহেশখালীর বিপরীতে সোনাদিয়ার মত আরো ৭টি দ্বীপ জেগে উঠছে। সোনাদিয়া ও মহেশখালীর ধলঘাটার সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় এসব দ্বীপ ভাটার সময় পরিষ্কার দেখা যায়। স্থানীয় জেলে ও অধিবাসীরা জানিয়েছে, উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৮/১০ কিলোমিটার করে এসব দ্বীপ ভাটার সময় দেখা যায়। স্থানীয় জেলেরা বঙ্গোপসাগর থেকে মাছ ধরে ফেরার পথে ভাটার সময় এ দ্বীপগুলিতে নেমে আনন্দ-উল্লাস করে। সূত্র মতে, স্থানীয় কয়েকটি গ্রুপ ইতিমধ্যেই এসব দ্বীপ দখল করায় মেতে উঠেছে। অভিজ্ঞ মহলের মতে, সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য যত দ্রুত সম্ভব সরকারের হস্তক্ষেপ অতীব যরূরী।

উল্লেখ্য, স্থানীয় অধিবাসীরা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা জেগে উঠা দ্বীপটিকে 'তুলাতুলির চর' নাম দিয়েছে। পশ্চিম-দক্ষিণে জেগে উঠা দ্বীপকে বলে 'হাসের চর' এবং সোজা পশ্চিমের দ্বীপটিকে বলে 'জালিয়াখালী'।

৭ লাখ শীতবস্ত্র আত্মসাৎ

নোয়াখালীর হাতিয়া উপযেলায় বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রাপ্ত শীতবস্ত্র গরীবদের মাঝে বিতরণ না করে কেজি হিসাবে বিক্রি করা হয়েছে। গত বছর জনৈক বিদেশী হাতিয়া সফরে এসে শীতার্ত গরীব-দুঃখী মানুষের দুরবস্থা দেখে যান। এরপর তিনি ৭ লাখ শীতবস্ত্র 'হাতিয়া দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা'কে প্রেরণ করেন। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা উক্ত বিপুল পরিমাণ শীতবস্ত্রের লোভ সামলাতে না পেরে শীতবস্ত্র বাছাই করে এর কিছু অংশ নিজেরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয় এবং অবশিষ্টগুলি কেজি ৮০/৯০ টাকা দরে রীতিমত স্টল খুলে বিক্রি করে। উল্লেখ্য যে, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার ব্যাপক অনিয়ম ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয়েছে। ১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত 'ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র'টি 'দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা' দখল করে আছে। এছাড়া ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে গৃহহীনদের পুনর্বাসনের জন্য অস্ট্রেলিয়া সরকার কর্তৃক প্রদানকৃত নগদ ও মালামালসহ ১ কোটি টাকা উক্ত সংস্থার ২/৩ কর্মকর্তা ভাগাভাগি করে নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

[ভাউচার ঠিক রেখে পুকুর চুরি করার এধরনের ঘটনা আজ দেশের সর্বত্র। কারণ একটাই 'ঈমানী দুর্বলতা'। অতএব সর্বত্র ঈমানী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারী ও বেসরকারী সকল মহলকে এগিয়ে আসতে হবে (স.স)]

নিম গাছে মিষ্টি রস

ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপযেলায় একটি নিম গাছ থেকে খেজুরের রসের মত অনুরূপ এক প্রকার রস বের হচ্ছে, যা খেতে খেজুরের রসের মতই মিষ্টি। অলৌকিক এ ঘটনাটি ঘটেছে সাক্তা ইউনিয়নের উত্তর বালুরচর গ্রামের মুহাম্মাদ আবুল কালামের বাড়ীতে। এ আশ্চর্য নিম গাছটি দেখার জন্য উপযেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন বহু নারী-পুরুষ আবুল কালামের বাড়ীতে ভিড় জমাচ্ছে। নিম গাছের মালিক আবুল কালাম জানান, ২২ বছর পূর্বে তিনি তার বাড়ীর আঙ্গিনায় এ গাছটি রোপন করেন। সপ্তাহখানেক পূর্বে তিনি দেখতে পান যে, তার নিম গাছের যেখান থেকে শাখা-প্রশাখা বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ঠিক তার নীচ থেকে রস ঝরছে। কৌতূহল বশতঃ তিনি রসের স্বাদ নিয়ে দেখেন এই রস খেজুরের রসের মতই মিষ্টি।

সকল ডিজিটাল ফোনে 'এনডব্লিউডি' সুবিধাঃ কলচার্জ প্রতি মিনিট মাত্র দেড় টাকা

বাংলাদেশ টিএণ্ডটি বোর্ড গ্রাহকদের উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে এবং কলচার্জ কমানোর লক্ষ্যে এক প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাচ্ছে। অতিশীঘ্রই সকল ডিজিটাল ফোনে এনডব্লিউডি সুবিধা দেওয়া হবে। সেই সাথে এনডব্লিউডি কলচার্জ প্রতি মিনিট মাত্র দেড় টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে বলে জানা যায়। গত ৮ ফেব্রুয়ারী টিএণ্ডটি বোর্ডের চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বোর্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় টিএণ্ডটির গ্রাহকদের উন্নত সেবা নিশ্চিত করা, এনডব্লিউডি, আইএসডি কলচার্জ কমানো ও সকল ডিজিটাল ফোনে এনডব্লিউডি সুবিধা প্রদানের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সূত্র মতে, গ্রাহকদের উন্নত সেবা নিশ্চিত করার জন্য সভায় এনডব্লিউডি কলচার্জ সর্বোচ্চ সাড়ে ৪ টাকা ও সর্বনিম্ন দেড় টাকা করার প্রস্তাব করা হয়। সেই সাথে বিশ্বের ৯টি দেশে সাড়ে ৭ টাকা কলচার্জ বহাল রেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশে এবং কলবুকিং-এর মাধ্যমে বৈদেশিক কলচার্জ সর্বোচ্চ ৩০ টাকা ও সর্বনিম্ন ১৮ টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়। উল্লেখ্য যে, বিগত আড়াই বছরে প্রায় ৩ লাখ নতুন টেলিফোনের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। আগামী ২ বছরের মধ্যে সারাদেশে আরো ৫ লাখ নতুন টেলিফোন সংযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের শর্ত ডেকে আনতে পারে সরকারের পতন

আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের নানা শর্তের বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সরকারের বড় ধরনের বৈরী জনমতের সম্মুখীন হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এক সময় সংঘাতময় রাজনীতি ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি যেখানে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টিকারী

হিসাবে চিহ্নিত হ'ত, এখন অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে রাষ্ট্রায়ত্ত মিল-কারখানা ও ব্যাংক গুটিয়ে নেয়া সহ বিভিন্ন পদক্ষেপে সরকারের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটতে পারে বলে আশংকা প্রবল হচ্ছে। বর্তমান সরকার ভঙ্গুর অর্থনীতিতে গতি আনার প্রচেষ্টায় আড়াই বছর সময়ে অনেক সাফল্য এসেছে বলে মনে হয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১শ' কোটি ডলার থেকে বেড়ে ২৫০ কোটি ডলার কোটায় উন্নীত হয়েছে। তবে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, দুর্নীতি অবকাঠামোগত সংকট অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে রুদ্ধ করেছে। এ ধরনের এক ইতিবাচক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকার নিজস্ব উদ্যোগ ও মালিকানা সংস্কারের পরিবর্তে আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক সূচিত সংস্কার গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের সব পরামর্শ ও শর্ত দেশের জন্য যেমন অকল্যাণকর বা অপ্রয়োজনীয় নয়, তেমনি এ দুই সংস্থার পরামর্শ অনেক দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুই ক্ষেত্রেই বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এ অভিজ্ঞতা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল সহ অনেক দেশেরই রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ও ক্লিনটন প্রশাসনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা প্রফেসর ডঃ স্টিগলিজ এ সতর্কবাণী জোরালোভাবে উচ্চারণ করে গেছেন খোদ বাংলাদেশে এসেই। আইএমএফ পিআরজিএফ ঋণদানের আগে তিনটি ক্ষেত্রে সংস্কার বা মৌলিক পরিবর্তনের শর্ত মেনে নিতে বাংলাদেশকে রাযী করিয়েছিল। প্রথমতঃ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে নেয়া। তৃতীয়তঃ রাজস্ব প্রশাসনের মৌল কাঠামোতে পরিবর্তন। এর বাইরে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের সংস্কারসহ বিশ্বব্যাংক-এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বেশ কিছু সম্পূরক শর্ত রয়েছে।

ইতিমধ্যেই কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং আরগুলি ২০০৪ সালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। অথচ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ব্যাংক না থাকলে সরকার অগ্রাধিকারমূলক অর্থনৈতিক কর্মসূচী কার্যকর করতে প্রত্যক্ষভাবে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে কাজে লাগাতে পারবে না। ক্ষুদ্র ও কৃষি ঋণের মত কর্মসূচী বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অর্থনৈতিক খাতের এই প্রতিক্রিয়ার বাইরে রাজনৈতিক প্রভাব হবে আরো মারাত্মক। রাষ্ট্রায়ত্ত ৪ বাণিজ্যিক ব্যাংকে ৬০ হাযার কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। সমাজের অপিনিয়ন লিডার বা জনমত গঠনের নেতা হিসাবে এসব ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। চাকরি হারানোর নিশ্চিত আশংকা এসব লোককে সরকারের প্রতিপক্ষ শিবিরে ঠেলে দিবে। এছাড়া আরো ক্ষতি হবে এজন্য যে, প্রাক-সংস্কার পর্যায়ে অনেক লোকসানী শাখা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর প্রতিক্রিয়া সংশ্লিষ্ট জনপদে বিরূপভাবে পড়বে।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া দ্বিতীয় শর্ত। তাই তাদের পরামর্শে ইতিমধ্যে আদমজীসহ বহু সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ ও ৫৭ হাযার জনতাকে চাকরি থেকে বিদায় করা হয়েছে। এদিকে ১৩০টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সবক'টি বন্ধের প্রাথমিক অঙ্গীকার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়েকটি চিনিকল বন্ধের সিদ্ধান্তের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত রাজশাহী বিভাগে পরবর্তী নির্বাচনের ফলাফল কি রকম দাঁড়ায় তা নিয়ে সরকারী দলের এমপিরাই শঙ্কিত। এ ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলেও এরূপ আশংকা করা হচ্ছে।

শিল্পপার্ক স্থাপনে আদমজীর সকল ভবন ভেঙ্গে ফেলতে বিসিককে দায়িত্ব প্রদান

বিশ্বব্যাংকের নির্দেশে বন্ধ করে দেওয়া বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিলের ৩০০ একর জায়গায় নয়া শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে আদমজীর সকল কারখানা ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা আগামী জুন মাস থেকে ভেঙ্গে ফেলা হবে। এসব স্থাপনা ভেঙ্গে সেখানে ছোট ছোট শিল্প প্লট তৈরী করতে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থাকে (বিসিক) দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আগামী ২ বছরের মধ্যে আদমজী এলাকাকে ভেঙ্গেচুরে শিল্প প্লটে রূপান্তরের জন্য বিসিককে ১শ' কোটি টাকাও দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এর আগে আগামী জুনের মধ্যে বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা (বিজেএমসি) আদমজীর যন্ত্রপাতির একটি অংশ অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলে স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে এবং অবশিষ্ট অংশ টেণ্ডারে বিক্রির মাধ্যমে আদমজী খালি করে দেবে। আদমজী জুট মিল সম্পর্কে গত ১৫ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সভায় আদমজী এলাকায় কমপক্ষে ২৫ একর জায়গার উপর একটি কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সাথে এখানে একটি আধুনিক মোটেল নির্মাণ করা হবে এবং এগুলি হবে বেসরকারী উদ্যোগে। উল্লেখ্য যে, আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে আদমজীতে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক বস্ত্র এবং পোশাক শিল্প নগরী চালু করার লক্ষ্যে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। কৃষিমন্ত্রী এম,কে আনোয়ারের সভাপতিত্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমূদ চৌধুরী, পাট প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান আযাদ, সাবেক শিল্পমন্ত্রী যহীরুদ্দীন খান, কৃষি সচিব এ,এস,এম আব্দুল হালীম, পাট সচিব মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আদমজীর নতুন শিল্প প্লটের দাম পুনঃ নির্ধারণ করা হয় বিঘাপ্রতি ৬০ লাখ টাকা। ইতিপূর্বে আদমজী শিল্প প্লটের মূল্য বিঘাপ্রতি ৮৯ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হ'লে বেসরকারী খাতের ব্যবসায়ীরা এত উচ্চমূল্যে আদমজীর জমি কিনতে অনীহা প্রকাশ করে।

অনতিবিলম্বে ক্রাউন-হান্টার নিষিদ্ধ করুন

-আহলেহাদীছ যুবসংঘ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ বলেন, 'সম্প্রতি ক্রাউন ও হান্টার নামক পানীয় দ্রব্যে নেশার উপস্থিতি প্রমাণীত হয়েছে। যা নিঃসন্দেহে মাদক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীকে শিল্পমন্ত্রণালয় উক্ত পানীয় বাজার জাত করণের অনুমতি দিয়েছে। জানিনা শিল্পমন্ত্রণালয় ভুল করে অনুমোদন দিয়েছে কি না। দেশে যখন মাদকতা সয়লাব হয়ে যাচ্ছে, যুব সমাজ যখন ক্রমেই সন্ত্রাস ও বেহায়াপনায় ডুবে যাচ্ছে তখন ইসলামের নামে অঙ্গিকারাবদ্ধ জোট সরকারের নিকট থেকে এটা আমরা কখনোই আশা করিনি। মাদকতা প্রমাণিত হওয়ার পরেও এবং পত্রিকায় বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পরও মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী সাথে সাথে এই পানীয় দু'টিকে কেন নিষিদ্ধ করলেন না, সেটাও আমাদের বোধগম্য নয়। জানিনা এটি ইসলামপন্থী মন্ত্রীকে ফাঁসানোর জন্য মন্ত্রণালয়ে লুক্কায়িত ইসলাম বিরোধী কর্মকর্তাদের ষড়যন্ত্র কি-না। অতএব কোনরূপ কালক্ষেপণ না করে অনতিবিলম্বে উক্ত পানীয় দু'টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করুন এবং এনার্জি ড্রিংকের আবরণে এযাবত যত পানীয় শিল্পমন্ত্রাণয়ের অনুমোদন পেয়েছে, সবগুলিকে তদন্ত করে পুনরায় রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিন।

বিদেশ

ডারউইনের হারিয়ে হাওয়া জাহাযের সন্ধান লাভ

বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদগণ বিশ্বাস করেন যে, নিখোঁজ হয়ে যাওয়া চার্লস ডারউইনের জাহাজের সন্ধান অবশেষে তারা পেয়েছেন। ডুবে যাওয়া এইচ,এম,এস বিগল জাহাজে সমুদ্র ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকেই চার্লস ডারউইন দুনিয়া কাঁপানো বিবর্তনবাদের তত্ত্ব দাঁড় করেছিলেন। ১৮৩১ সালে বিগল জাহাজে করে তিনি সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন এবং দীর্ঘ ৫ বছর তিনি এ জাহাজে অবস্থান করেছিলেন। নিখোঁজ হয়ে যাওয়া বিগল জাহাজের ভাগ্য নিয়ে এক শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে গভীর রহস্য বিরাজ করছে। তবে নৃতত্ত্ববিদগণ এখন বিশ্বাস করেন যে, তারা বিগল জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন। অনুসন্ধান কাজে তারা অত্যাধুনিক গ্রাউণ্ড-পেনিট্রেটিং রাডার ব্যবহার করেছেন। স্কটল্যাণ্ডের সেইন্ট এন্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র নৃতত্ত্ববিদ রবার্ট প্রেসকট বলেন, আমি সুনিশ্চিত যে, আমরা বিগলের সন্ধান পেয়েছি। তিনি বলেন, রাডার ইমেজ থেকে বিগলের অনুরূপ আকৃতি পাওয়া গেছে। মিঃ প্রেসকট বলেন, একটি পরিত্যক্ত ডকের কাছে ১২ ফুট মাটির তলায় এটিকে পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, জাহাজটির উপরের অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে, নীচের অংশ পাওয়া গেছে তাও অবিকৃত নয়।

অনৈতিক যুদ্ধের জন্য বুশ ও ব্লেয়ারের ক্ষমা চাওয়া উচিৎ

-ডেসমন্ড টুটু

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু ইরাকে অনৈতিক যুদ্ধের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রতি ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারী এক ব্রিটিশ পত্রিকা এ খবর প্রকাশ করে। তিনি বলেন, বড় হৃদয়ের সাহসী মানুষ একথা বলতে কুণ্ঠিত হয় না যে, 'আমি ভুল করেছি'। আর্চবিশপ বলেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট যদি বলতে পারেন, আমরা ভুল করেছি, তাহ'লে তারা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।

বিবিসি ভেঙ্গে দিতে চাচ্ছে ব্রিটিশ সরকার

ব্রিটিশ সরকার বিবিসি ভেঙ্গে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে। ইরাক যুদ্ধ নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত এই সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানটির সাথে ব্রিটিশ সরকারের গুরুতর বিরোধের কারণে এর স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত করার জন্য চিন্তাভাবনা চলছে। 'দি সানডে টাইমস' পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি আরো জানায়, ব্রিটিশ সরকার বিবিসির কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন আনার জন্য কাগজপত্র তৈরী করেছে। বিবিসিকে ভেঙ্গে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে পৃথক পৃথক পরিচয়ে সম্প্রচার সংস্থা গঠনের প্রস্তাব আনা হয়েছে। বিবিসির নিরপেক্ষ থাকার ক্ষমতাও হরণের চিন্তাভাবনা চলছে। বৃটেনের ৮২ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম বিবিসির সঙ্গে সরকারের সবচেয়ে তিক্ততার সৃষ্টি হয়।

ওড়না নিষিদ্ধঃ জ্যাক শিরাক বিপজ্জনক খেলায় মেতেছেন

লণ্ডনের মেয়র ক্যান লিভিংস্টোন ফরাসী স্কুলে মুসলিম ছাত্রীদের ওড়না পরা নিষিদ্ধ ঘোষণার উদ্যোগের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি এটাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা বলে মন্তব্য করে বলেন, ফরাসী প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক ভয়ংকর ও বিপজ্জনক এক খেলায় মেতেছেন। ফরাসী পার্লামেন্টে ওড়না বিরোধী বিল উত্থাপন নিয়ে আলোচনার জন্য আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে লিভিংস্টোন হুঁশিয়ার করে দেন যে, প্রস্তাবিত নিষেধাজ্ঞা সমাজে বর্ণবাদী মনোভাবকে উস্কে দিবে। লণ্ডনের মেয়র জোর দিয়ে বলেন, এটি একটি মুসলিম বিরোধী ব্যবস্থা। এতে মুসলমানদের ক্ষোভ বাড়বে। তিনি বলেন, ইউরোপে ফ্যাসিবাদ যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেজন্য যেকোন ফ্যাসিবাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। লিভিংস্টোন গত ৫ ফেব্রুয়ারী ফরাসী প্রধানমন্ত্রী জিন পিয়েরে রাফিনকে লেখা এক চিঠিতে প্রস্তাবিত আইনের মাধ্যমে ফ্রান্সে মৌলিক ধর্মীয় স্বাধীনতাকে যেভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে, তা পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন, মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের বৈষম্য তাদের কলংকিত করার শামিল বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য, ফরাসী পার্লামেন্টে ওড়না নিষিদ্ধ করার আইনটি গৃহীত হওয়ার একটু আগে লণ্ডনের মেয়র এক সাংবাদিক সম্মেলনে গত ১০ ফেব্রুয়ারী এসব বক্তব্য রাখেন।

১৭১ বছর পর হলদিয়া-পাটনা নৌপথ চালু

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হলদিয়া থেকে বিহারের রাজধানী পাটনা পর্যন্ত নৌপথ ১৭১ বছর পর গত ১৫ জানুয়ারী আবার চালু হয়েছে এবং হলদিয়া-পাটনা ৯৯৪ কিলোমিটার গঙ্গা নদীপথকে জাতীয় জলপথ-১ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশ যখন গঙ্গা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে, তখন এই প্রাপ্ত শুষ্ক মৌসুমে হলদিয়া-পাটনা নৌচলাচল শুরু হওয়ার ঘটনাটি বিশেষজ্ঞদের ভাবিয়ে তুলেছে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহ'লে কি হাসিনা-দেবগৌড়া পানি চুক্তিটি একটি শুভংকরের ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই ছিল না? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারত বেশী মাত্রায় পানি প্রত্যাহার করে ঐ নৌপথটি চালু রাখার ব্যবস্থা করছে। আর সে কারণেই ভারত এই নৌপথটিকে ১ নম্বর জাতীয় পথ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে। আর এ থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাংলাদশ-ভারত গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি সম্পূর্ণ বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল আর চুক্তিতে গ্যারান্টি ক্লজ না থাকায় পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, এখন ভারত যদি বলে ফারাক্কা পয়েন্টে পানি নেই, আমরা কোত্থেকে দেব, তাহ'লে বাংলাদেশের বলার কিছু থাকবে না। যদিও চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে, শুষ্ক মৌসুমে ফারাক্কা পয়েন্টে যে পানি থাকবে, সেটা বন্টিত হবে। কিন্তু পানি আশানুরূপ না থাকলে উভয়পক্ষ বৈঠকে বসে সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন হচ্ছে, ফারাক্কা পয়েন্টে যদি বাংলাদেশকে দেবার মত পানি না থাকে, তাহ'লে পানি দেবে কিভাবে? কারণ সে উজানে তার নদীর নাব্যতা বজায় রাখার জন্য এখন যে পানি

প্রত্যাহার করে নিচ্ছে, তা আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট এড়ানোর জন্য কখনো প্রত্যাহার কমিয়ে বাংলাদেশকে দেবে না। ফলে হলদিয়া-কলিকাতা বন্দর বাঁচলেও বাংলাদেশ বাঁচবে না। হলদিয়া-পাটনা নৌ চলাচল শুরুর মধ্য দিয়ে সে ইঙ্গিতই ফুটে উঠেছে।

মস্কোয় পাতাল রেলে আত্মঘাতী হামলায় নিহত ৫০

রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে পাতাল রেলে এক আত্মঘাতী হামলায় অন্তত ৫০ জন নিহত এবং আরো প্রায় ১৫০ জন আহত হয়েছে। গত ৬ ফেব্রুয়ারী (শুক্রবার) সকালে মস্কোর সাবওয়ের একটি বগিতে এই হামলা চালানো হয়। মস্কোর আভতোজা ভদস্কায়া স্টেশন থেকে ছেড়ে ট্রেনটি ৫০০ মিটার যাওয়ার পর মস্কোর মধ্যাঞ্চল প্যাভেলিটস্কিয়া ও আভতোজা ভদস্কায়া মেট্রো স্টেশনের মধ্যবর্তী জায়গায় বিস্ফোরণের এই ঘটনাটি ঘটে।

বিস্ফোরণের সাথে সাথে ট্রেনে আগুন ধরে যায় এবং আশপাশের এলাকায় কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ সীমান্তে মায়ানমারের বিশাল গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার

দেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত টেকনাফের অদূরে আরাকান উপকূলে মায়ানমার এক বিশাল প্রাকৃতিক গ্যাসের মওজুদ আবিষ্কার করেছে। এই মওজুদ থেকে ৪.২ থেকে ৫.৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা সম্ভব হ'তে পারে বলে মায়ানমারের সরকারী পত্রিকা 'দ্যা নিউ লাইট অব মায়ানমার' সূত্রে জানা যায়। গ্যাস মওজুদটি আবিষ্কৃত হয় সমুদ্র তলদেশের ১০ হাযার ৫৮৮ ফুট গভীরে জি-৫ লেয়ারে। গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩ গ্যাস মওজুদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হন। আবিষ্কৃত গ্যাস উত্তোলনের জন্য মায়ানমার কর্তৃপক্ষ উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

বাংলাদেশে টেকনাফ ও কক্সবাজার উপকূলের বঙ্গোপসাগরের এলাকা নিয়ে ১৮ নং ব্লক গঠিত হয়। এর পাশে ১৭ নং ব্লক। ১৯৯৭ সালের ১৮ জানুয়ারী এই দুই ব্লকে অনুসন্ধানের জন্য অকল্যাণ্ড/রেক্সউডের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। পরে এর মালিকানার বড় অংশ (৮০%) চলে যায় তাল্লুর কাছে। তাল্লু/অকল্যাণ্ড/রেক্সউডের অনুসন্ধান সময়ের ৭ বছরের পুরো সময় পার হওয়া সত্ত্বেও ব্লক দু'টি অনুসন্ধান না চালানো গভীর রহস্যের সৃষ্টি করেছে। যেখানে মায়ানমার ৩ বছরের মাথায় বৃহত্তম গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। আর বাংলাদেশ থেকে লীজ গ্রহণকারী বিদেশী কোম্পানীগুলি অনুসন্ধানের কোন উদ্যোগও নেয়নি।

উল্লেখ্য যে, মায়ানমার অয়েল এণ্ড গ্যাস এন্টারপ্রাইজ কোরিয়ার দাইউ ইন্টারন্যাশনালের সাথে ২০০০ সালের ৪ আগষ্ট আরাকান উপকূলের ব্লক-১-এ অনুসন্ধানের চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি অনুসারে ২০০১ সালে ব্লক এলাকার ৩ হাযার ৫৫২ লাইন কিলোমিটারে সাইসমিক জরিপ চালায়। প্রতিষ্ঠানটি ২০০৩ সালের ২১ নভেম্বর সুয়ে-১ অনুসন্ধান কূপ খনন শুরু করে ২০০৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর গ্যাস ক্ষেত্রটি আবিষ্কার করে। মায়ানমারের বিশেষজ্ঞদের মতে, আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের প্রাকৃতিক গ্যাসের মান অত্যন্ত উন্নত। ধারণা অনুযায়ী এ-১ ব্লকে মোট গ্যাসের মওজুদের পরিমাণ ১৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হ'তে পারে।

২০ তলা থেকে পড়েও অক্ষত

হংকং-এ পনের বছর বয়সী এক কিশোর ২০ তলা ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ার পরও অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে। কম্পিউটার গেম-এ পরাজিত হওয়ায় বড় ভাইয়ের তিরস্কার থেকে বাঁচতে সে এই কাণ্ড ঘটায়। কাউলুন যেলার আবাসিক এলাকার ২০ তলা ভবন থেকে সে লাফিয়ে পড়ে। সে নীচ তলার একটি দোকানে টানানো চাদোয়ার উপর পড়ে। এরপরও সে অক্ষত রয়েছে। দমকল বাহিনীর মুখপাত্র বলেন, এটি একটি অলৌকিক ঘটনা।

মার্কিন পানীয়তে কীটনাশক

যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বেভারেজ কোম্পানী কোকাকোলা ও পেপসি'র ভারতে বাজারজাত করা হালকা পানীয়তে ক্ষতিকর কীটনাশক ধরা পড়েছে। ভারতের একটি পার্লামেন্টারী দলের তদন্তে এই কীটনাশকের প্রমাণ পাওয়া গেছে। গত জুলাই মাসে দিল্লী ভিত্তিক একটি বেসরকারী পরিবেশবাদী গ্রুপ 'দ্য সেন্টার ফর সায়েন্স এণ্ড এনভায়রনমেন্ট' (সিএসই) জানায়, কোম্পানীর ১২টি হালকা পানীয়তে উচ্চমাত্রার কীটনাশক রয়েছে, যা ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগের কারণ হ'তে পারে। কীটনাশক ধরা পড়ার পরপরই ন্যাশনাল আকালী দলের কর্মীরা গত ৬ ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীতে পার্লামেন্টের কাছে শ্লোগান দেয় এবং পেপসি ও কোকাকোলা'র সাইনবোর্ডে অগ্নিসংযোগ করে। উল্লেখ্য, এ খবর প্রকাশিত হওয়ার পর দেশব্যাপী পানীয় নিষিদ্ধ না হ'লেও সর্বত্র এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয় এবং পার্লামেন্টের ক্যান্টিনে ১২টি হালকা পানীয় নিষিদ্ধ করা হয়।

উত্তর আমেরিকায় ঈদুল আযহা পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কসহ সমগ্র উত্তর আমেরিকায় গত ১ ফেব্রুয়ারী পবিত্র ঈদুল আযহা পালিত হয়। প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও ঈদুল আযহার দিন হাযার হাযার শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মুসলমান ঈদের জামা'আতে শরীক হন। জামা'আতে বিপুল সংখ্যক মহিলারাও উপস্থিত হন। অতঃপর তারা গরু-খাসী কুরবানী করেন। এ ছাড়া কানাডাসহ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জিনিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া, ওহিও, জর্জিয়া, টেক্সাস, পেনাসলভিনিয়া প্রভৃতি স্থানেও যথাযোগ্য মর্যাদায় ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়।

নাইট উপাধি পেলেন মাইক্রোসফট কর্ণধার বিল গেটস

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি এবং মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের কর্ণধার বিল গেটসকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের জন্য অনারারি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতর গত ২৬ জানুয়ারী এ ঘোষণা দেয়। উক্ত দফতর এক বিবৃতিতে জানায়, মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা ৪৮ বছর বয়স্ক বিল গেটসকে তার সাহসী উদ্যোগ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং যুক্তরাজ্যে তার সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এ উপাধি দেওয়া হ'ল।

মুসলিম জাহান

শারজাহ-তে ইরানী বিমান বিধ্বস্তঃ নিহত ৬০

সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ বিমানবন্দরে গত ১০ ফেব্রুয়ারী একটি ইরানী বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ৬০ জন যাত্রীর সবাই নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১২ জন ভারতীয় এবং ১ জন বাংলাদেশী নাগরিক। শারজাহ বিমানবন্দরে অবতরণের একটু পূর্বে বিমানটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। শারজাহ বিমান কর্তৃপক্ষের মহাপরিচালক গানেয আল-হাযিরী বলেন, স্থানীয় সময় বেলা ১১-টা ৪০ মিনিটে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বিমানটি ইরানী ভূখণ্ডের অন্তর্গত উপসাগরীয় কিশ দ্বীপ থেকে শারজাহতে আসে। তবে দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি।

মিনায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনাঃ ২৫১ হাজীর মৃত্যু

এ বছর পবিত্র হজ্জব্রত পালনকালে পাথর নিক্ষেপের সময় গত ১ ফেব্রুয়ারী মিনার যামারাত ব্রিজের নিকটে পদদলিত হয়ে ৮ জন বাংলাদেশী হাজীসহ ২৫১ জন হাজী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো ২৪৪ জন। প্রায় ২৫ লাখ হাজী মিনায় যামারাত ব্রিজে সমবেত হয়ে পাথর নিক্ষেপের সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, মিনায় দুর্ঘটনা সহ অন্যান্য কারণে সরকারী হিসাব মতে চলতি হজ্জ মৌসুমে ৩২ জন বাংলাদেশী হাজী মৃত্যুবরণ করেছেন। ১৬৭ টি দেশের ২৫ লাখ মুসলমান এবার হজ্জে শরীক হন।

উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে এক টানেলে ১৪২৬ জন, ১৯৯৪ সালে মিনায় পদদলিত হয়ে ২৭০ জন, ১৯৯৭ সালে মিনায় অগ্নিকাণ্ডে ৩৪৩ জন এবং ১৯৯৮ সালে মিনায় ১৮০ জন পদদলিত হয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

আফগানিস্তানে সংবিধান অনুমোদন

আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই গত ২৬ জানুয়ারী তালেবান পরবর্তী সংবিধান স্বাক্ষর করার মাধ্যমে একে দেশটির সর্বোচ্চ আইনে পরিণত করেন। প্রেসিডেন্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সংবিধান স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে ১.৬২ আর্টিকেলের সংবিধান রচনায় সহায়তা করার জন্য আফগান নেতাদের ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক বাদশা মুহাম্মাদ যহীর শাহ ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ। ..... জিরগার ৫শ' সদস্য বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে গত ৪ জানুয়ারী এই সংবিধান প্রণয়ন করেন।

ডঃ আব্দুল কাদির খানঃ পারমাণবিক প্রযুক্তি পাচার ও ক্ষমা প্রার্থনা; ইঙ্গ-মার্কিন গুপ্তচরের নীল নকশা

বিশ্বের ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে পাকিস্তানই একমাত্র দেশ যে দেশটি পারমাণবিক বোমার অধিকারী। আর সেই বোমার উদগাতা, রূপকার ও জনক হলেন ডঃ আব্দুল কাদির খান। ডঃ আব্দুল কাদির খান সহ বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় পরমাণু বৈজ্ঞানিক-এর বিরুদ্ধে বেশ কিছু দিন হ'ল এই মর্মে অভিযোগ উঠেছে যে, তারা কতিপয় দেশ লিবিয়া, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে পারমাণবিক তথ্য প্রযুক্তি ফাঁস করেছেন। উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকজন বিজ্ঞানীকে আটক করা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদের নামে মানসিক নিপীড়ন চালানো হয়। এমনকি তাদেরকে বিদেশী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্তও চলে। এদিকে উক্ত দেশগুলি এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের একটি আদালত অভিযুক্ত বিজ্ঞানীদের বিদেশী কোন সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

উক্ত বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে বাহির থেকে উপর্যুপরি চাপ আসার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশাররফ বলেন, ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে অন্য দেশের কাছে পারমাণবিক প্রযুক্তি পাচার করতে পারে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজনদের রাষ্ট্রবিরোধী হিসাবে বিচার করা হবে বলেও তিনি অঙ্গীকার করেন। ফলে পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারা দলে দলে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। আশংকাজনক কর্মকাণ্ডে এক পর্যায়ে ডঃ আব্দুল কাদির খান পারমাণবিক তথ্য প্রযুক্তি পাচারের সকল দায়-দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে নিয়ে গত ৪ ফেব্রুয়ারী জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলে মন্ত্রীপরিষদ সহ মুশাররফও তাকে ক্ষমা করেছেন গত ৫ ফেব্রুয়ারী। তার এই দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা বিপুল বিস্ময় সৃষ্টি করে। যারা জাতীয় বীর নামে স্বীকৃত তারা কিভাবে এভাবে অভিযুক্ত হ'তে পারেন। এরই প্রেক্ষিতে গত ৬ ফেব্রুয়ারী ১ কোটি ৪০ লাখ অধিবাসী অধ্যুষিত করাচী মহানগরী ও অন্যান্য স্থানেও সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। করাচীতে বিক্ষোভকারী হাযার হাযার জনতা মার্কিন ও ইসরাঈলী পতাকায় অগ্নিসংযোগ করে এবং প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশাররফের বিরুদ্ধে উচ্চ কণ্ঠে শ্লোগান দেয়। গত ৭ ফেব্রুয়ারী বিবিসির এক সংবাদে জানানো হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফপন্থী মুসলিম লীগ ও বেনজীর ভুট্টোর পিপল্‌স পার্টি ডঃ কাদির খানের বিরুদ্ধে জনগণের চোখের আড়ালে অনুষ্ঠিত গোপন তদন্ত প্রত্যাখান করেছে। অন্যান্য সংগঠনগুলিও এরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। পাকিস্তানের সিএনএন প্রতিনিধি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাক্ষাৎকার একাধিক বুলেটিনে প্রকাশ করেছে। তাতে বুঝা যায় যে, ডঃ খান মার্কিন-ইসরাঈল ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। অনেকেই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছে, মুসলিম বিশ্বের গৌরব ডঃ খানকে অসম্মান ও তাঁর ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্যই এই প্রযুক্তি পাচারের নাটক সাজানো হয়েছে।

ডঃ আব্দুল কাদির খান মুসলিম বিশ্বের একমাত্র পারমাণবিক অহংকার বলেই তিনি প্রথম থেকেই আমেরিকা, ইসরাঈল ও ভারতের চক্ষুশূল। ৮০-র দশকেই পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনা 'কাহুটা কমপ্লেক্স' বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইসরাঈল চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু তা বানচাল হয়ে যায়। সেই থেকে তারা ডঃ কাদির খানকে ধ্বংস করার জন্য চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য পরমাণু প্রযুক্তি পাচার যে একটি গভীর চক্রান্তের ফসল সিআই প্রধান জর্জ টেনেটের এক চাঞ্চল্যকর উক্তি থেকে তা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের গুপ্তচররা গত কয়েক বছর ধরে দুর্ধর্ষ অভিযানের মাধ্যমে প্রযুক্তি পাচার নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশ করে।

পাকিস্তানের পরমাণু প্রকল্পে খানঃ ডঃ খান তাঁর সর্বাঙ্গীন জীবন ও যৌবন উৎসর্গ করেছেন ভারত ও ইসরাঈলী আগ্রাসন মুকাবেলার সংগ্রামে। যৌবনকালেই তিনি একটি মহান লক্ষ্য নিয়ে বিদেশ পাড়ি জমান। বিভিন্ন দেশ ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে

হল্যাণ্ড গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৭২ সালে তিনি হল্যাণ্ডের আলমেলো পল্লীতে ইউরেনিয়াম এনরিচমেন্ট প্ল্যান্টে যোগদান করেন। প্রকল্পটিতে ২০ বছর গবেষণা করার পর 'আলট্রামেন্টিফিউজ' নামে একটি গোপনীয় কৌশল উদ্ভাবন করা হয়। তিনি সেখানে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে প্রবেশ করেন এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এভাবে তিনি ইউরেনিয়াম পৃথকীকরণের চাবিকাঠি হস্তগত করেন। এভাবে এক সময় সেন্ট্রিফিউজের নকশা ও এগুলির সরবরাহকারী পার্টির বিদেশী প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করেন।

অতঃপর ডঃ খান পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী যুলফিকার আলী ভুট্টোকে এ বিষয়টি অবহিত করে পত্র দেন। পরে তিনি নিজে তার সাথে সরাসরি গোপনীয় বিষয়ে সাক্ষাতে আলাপ করেন। তারপর ৭৪ সালের মে মাসে ভারত প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর পর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট যেকোন মূল্যে পাকিস্তানকে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হ'তে হবে বলে শপথ করেন। এর পরপরই ডঃ খান পারমাণবিক প্রযুক্তির ব্যাপারে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়ে ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৯৭৬ সালের ১লা মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। অতঃপর ১৯৭৬ সালের মে মাসে তিনি পাকিস্তান পরমাণু শক্তি কমিশনের উপদেষ্টা হিসাবে যোগদান করেন। বিশ্ববিখ্যাত কাহুটা কমপ্লেক্সঃ ইসলামাবাদের নিকটস্থ সিহালা নামক স্থানে একটি পাইলট প্রকল্প স্থাপন করা হয়। এই প্রকল্পের নামকরণ করা হয় 'সিহালা পরমাণু প্ল্যান্ট'। এবার তিনি বৃহদাকারের ইউরেনিয়াম এনরিচমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের নতুন পরিকল্পনা হিসাবে ১০ হাযার আলট্রামেন্টিফিউজ বসানোর জন্য কাহুটা অঞ্চলকে উৎকৃষ্ট স্থান হিসাবে বাছাই করেন। সেই কাহুটা এলাকায় ১০০ একর জমির উপর ১৯৭৭ সালের মার্চ মাস থেকে পুরোদমে কাজ শুরু করেন।

অতঃপর ডঃ খান মাত্র দু'বছরের মধ্যে একটি বোমা তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। ১৯৮২ সালে ১ থেকে ২ হাযার সেন্ট্রিফিউজ উৎপাদন করতে সক্ষম হন। এ পর্যন্ত তিনি ১৫ থেকে ২০ হাযার সেন্ট্রিফিউজ তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন। ডঃ খান ৮০ দশকে জার্মানী থেকে একটি নকশা যোগাড় করেন এবং পুরানো নকশার বদলে নতুন নকশা নিয়ে কাজ শুরু করেন। এভাবেই ডঃ আব্দুল কাদির খানের মাধ্যমে পাকিস্তান পারমাণবিক প্রযুক্তির অধিকারী হয় প্রেসিডেন্ট যিয়াউল হকের আমলে। সুতরাং তিনি পাকিস্তানের জাতীয় বীর ছিলেন এবং আগামীতেও থাকবেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

আল-আক্বছা মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা

ইসরাঈলী পুলিশ 'আল-আক্বছা' মসজিদে ৪৫ বছরের কম বয়সী ফিলিস্তীনী মুসলমানদের শুক্রবার জুম'আর ছালাত আদায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। গাজা উপত্যকায় ইসরাঈলী সৈন্যদের গুলীতে ১৫ জন ফিলিস্তিনী নিহত হ'লে প্রতিশোধের আশংকায় এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ইসরাঈলী পুলিশ জানিয়েছে, অধিকৃত জেরুযালেম ও ইসরাঈলে বসবাসকারী মুসলমানদের ক্ষেত্রেই এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য। তবে যে কোন বয়সের মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বৈদ্যুতিক বাল্বে নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভরা থাকে কেন?

আধুনিক বৈদ্যুতিক বাল্বে নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভরা থাকে। গ্যাস না থাকলে ফিলামেন্টের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এক সময় ফিলামেন্ট বাষ্পীভূত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যদি আর্গন, নিয়ন, হিলিয়াম ইত্যাদি গ্যাসে বাল্ব পূর্ণ করা হয়, তবে গ্যাস থাকার জন্য ফিলামেন্টের তাপমাত্র কোন অবস্থায় ২৭০০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশী উঠতে পারে না। ফলে ফিলামেন্ট বাষ্পীভূত হ'তে পারে না। শুধু তাই নয়, বাতির উজ্জ্বলতাও বৃদ্ধি পায়। এজন্য বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্ট রক্ষার জন্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

নিয়মিত মাছ খেলে ষ্ট্রোকের আশংকা কমে

নিয়মিত মাছ খেলে আয়ু দীর্ঘ হয়। জাপানের একজন চিকিৎসক তার সুদীর্ঘ ১৯ বছরের গবেষণা থেকে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন। গত ৪ ফেব্রুয়ারী (বুধবার) তিনি বলেন, মাছ খেলে পারদ বা অন্য ধরনের দূষণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। জাপানের শিগা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইন্টারনাল মেডিসিনের সহকারী অধ্যাপক ইয়াসুয়ুকি নাকামুরা তার গবেষণার ফলাফল তুলে ধরে বলেন, প্রতি দু'দিন অন্তর মাছ খেলে হৃদরোগ বা ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হবার আশংকা ৩০ ভাগ কমে যায়।

তিনি বলেন, যারা দু'দিন অন্তর মাছ খান এবং যারা মাত্র একদিন মাছ খান তুলনা করে দেখা গেছে, তাদের মৃত্যুহার শূন্য দশমিক সাত ও এক দশমিক শূন্য। অধ্যাপক নাকামুরা বলেন, তাই বলে খুব বেশী বেশী করে মাছ খাওয়ার কথা আমি বলছি না। বরং দু'একদিন পরপর মাছ খাওয়া ভাল। কারণ বেশী মাছ খাওয়ার পরিণাম নেতিবাচক হ'তে পারে।

মহাকাশে নতুন গ্যালাক্সির সন্ধান লাভ

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের একটি দল হাবল টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাকাশে বহু দূরের একটি গ্যালাক্সিকে প্রত্যক্ষ করছেন, যা এর আগে কখনই দৃষ্টিগোচর হয়নি। গ্যালাক্সিটি মহাকাশের এতদূরে অবস্থিত যে, পৃথিবীতে তার আলো এসে পৌঁছতে সময় লাগবে ১৩শ' কোটি আলোকবর্ষ। গবেষকরা গত ১৬ ফেব্রুয়ারী (সোমবার) এ তথ্য জানান। ওয়াশিংটনে 'আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর দ্যা এডভেন্সমেন্ট অব সায়েন্স'-এর দু'দিন ব্যাপী এক বৈঠকে বিজ্ঞানীরা এ তথ্য প্রকাশ করেন। 'ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি'র জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিন পল নেইব বলেন, আমরা যে গ্যালাক্সিটি আবিষ্কার করেছি, তা এখনও খুবই ক্ষীণ।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইবরাহীমী কুরবানীর অনুপ্রেরণায় আসুন দ্বীন প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই

-ঈদুল আযহার খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বুলারাটি, সাতক্ষীরা ২রা ফেব্রুয়ারী সোমবারঃ অদ্য স্থানীয় বুলারাটি-তালবাড়িয়া-মাহমূদপুর সম্মিলিত ঈদগাহ ময়দানে সমবেত বিশাল মুছল্লী সমাবেশে ঈদুল আযহার খুৎবা দানকালে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, ইবরাহীমী কুরবানী কেবল পশু কুরবানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এর মূল স্পিরিট ছিল 'তাওহীদে ইবাদত'-এর নিরংকুশ বাস্তবায়ন। তিনি বলেন, যেদিন আমরা আমাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকট থেকে নিতে পারব, কেবলমাত্র সেদিনই আমাদের 'মুসলিম' নাম সার্থক হবে। তিনি বলেন, ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় জীবনে স্বীয় পিতা ও ধর্মনেতা, বংশ ও সমাজনেতা, অতঃপর রাষ্ট্রনেতা নমরূদদের মুকাবিলা করেছেন। তথাপি স্বীয় তাওহীদ বিশ্বাস এবং আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে সামান্যতম বিচ্যুৎ হননি। তাঁর দৃঢ় ঈমান ও নির্ভেজাল আনুগত্যশীলতা অবশেষে তাঁকে 'বিশ্বনেতা' হবার দুর্লভ সম্মান এনে দেয়। আজও যদি আমরা ইবরাহীমী কুরবানী ও ইসমাঈলী আনুগত্যের প্রেরণায় আমাদের সার্বিক জীবনে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, তাহ'লে দুনিয়ার সকল নমরূদী শক্তি পরাভূত হবে এবং সত্য বিজয় লাভ করবে ও পৃথিবী শান্তিময় হবে ইনশাআল্লাহ।

সুধী সমাবেশ

মাহমূদপুর, সাতক্ষীরা ৩রা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব মাহমূদপুর কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে একটি সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় 'সীমান্ত কলেজে'র অধ্যাপক মাওলানা মহীদুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত সুধী সমাবেশে প্রদত্ত বক্তৃতায় 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি মাওলানা আবদুল মান্নান বলেন, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর মাধ্যমেই আমরা প্রথম আমাদের নিজেদের মধ্যকার বহু ভুল আক্বীদা ও আমল সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই আমরা আহলেহাদীছকে একটি 'আন্দোলন' হিসাবে প্রথম জেনেছি। অথচ ইতিপূর্বে আমরা চার মাযহাবের বাইরে 'আহলেহাদীছ'কে 'পঞ্চম মাযহাব' বলে মনে করতাম। আর হানাফী ভাইদের সাথে বাহাছ-মুনাযারাকেই বড় কাজ বলে ভাবতাম। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই আমরা প্রথম ছহীহ এবং যঈফ ও জাল হাদীছের তারতম্য করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি এবং ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। এ নির্ভেজাল আন্দোলনের মাধ্যমেই আমরা সর্বপ্রথম জেনেছি যে, আহলেহাদীছ আন্দোলন করলে ধর্মনিরপেক্ষ বা মাযহাবপন্থী কোন আদর্শিক দলের কর্মী হওয়া যায় না। তাই এই 'আন্দোলন' সৃষ্টি না হ'লে আমরা এতদিনে বিভিন্ন দলে ভিড়ে যেতাম। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই আমরা প্রথম জেনেছি যে, আল্লাহ্র 'আকার' আছে, তবে তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। অথচ ইতিপূর্বে আমরা জানতাম, আল্লাহ 'নিরাকার'। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই আমরা জেনেছি কালেমায়ে ত্বাইয়েবাহ কেবলমাত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। প্রচলিত কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' হ'ল মূলতঃ কলেমায়ে শাহাদাত এবং একথাও জেনেছি যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র যিকর করা নিষিদ্ধ। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই আমরা জেনেছি যে, ছালাত শেষে বা দাফন শেষে দলবদ্ধ মুনাজাতের এবং মাহফিল শেষে দু'হাত তুলে দলবদ্ধভাবে আখেরী মুনাজাতের প্রচলিত প্রথাটি সুন্নাত সম্মত নয়। অনুরূপভাবে ঈদায়েনের ছালাতে প্রচলিত দুই খুৎবার প্রথা, জুম'আর ছালাতে প্রচলিত দুই আযানের প্রথা, ঈদুল আযহাতে মুক্বীম অবস্থায় প্রচলিত সাতভাগা কুরবানীর প্রথা, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়ার প্রথা, দাফনকালে 'মিনহা খালাক্বনা-কুম...' পাঠ করার প্রথা ইত্যাদি আক্বীদা ও প্রথা সমূহের বিরুদ্ধে এ আন্দোলনের ভূমিকা ইতিমধ্যে দেশবাসী বিপুলভাবে কবুল করে নিয়েছে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপরে কৃত সর্বপ্রথম ডক্টরেট থিসিস, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী গঠন ও তাদের জাগরণী ক্যাসেট সমূহ, মাসিক আত-তাহরীক এবং অন্যান্য বই ও ক্যাসেট সমূহ এ মহতী আন্দোলনের অনন্য সৃষ্টি। এই আন্দোলনের অমূল্য অবদানকে অস্বীকার করবে তারাই, যারা দিনের বেলায় চোখ বুঁজে সূর্যকে অস্বীকার করে।

তিনি বলেন, ১৯৮৪ সালে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সভাপতি থাকা কালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তৎকালীন কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা আবদুল মতীন সালাফীর মাধ্যমেই প্রথম কুয়েতী সালাফী ওলামা ও দাতা সংস্থার নেতৃবৃন্দ এদেশে আহলেহাদীছের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হন। আমীরে জামা'আত তাদেরকে নিয়ে সপ্তাহব্যাপী দেশের বিভিন্ন আহলেহাদীছ কেন্দ্র সমূহ সফর করেন। অতঃপর বিগত বছর গুলিতে তাদের সৌজন্যে দেশের বিভিন্ন যেলায় শত শত জামে মসজিদ, ওযূখানা, টিউবওয়েল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ইসলামিক সেন্টার, ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা, ইফতার, কুরবানী, বন্যাত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি সহযোগিতা আমরা পেয়ে আসছি। শতাধিক ইমাম, দাঈ ও কর্মচারী তাদের ঢাকা অফিসের অধীনে চাকুরী করেন। কয়েক শত ইয়াতীম তাদের মাধ্যমে লালিত-পালিত হচ্ছে। এই মাহমূদপুরেই গত ২০০১ সালের অক্টোবরের বন্যার সময় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল স্তরের দুর্গতদের মধ্যে তারা বিতরণ করেন। এসব কিছুর একক কৃতিত্ব আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের। এসব প্রকল্প থেকে যদি তিনি কিছু অংশ নিজের জন্য নিতেন, তাহ'লেও সাতক্ষীরা, রাজশাহী ও ঢাকাতে কয়েকটি বাড়ীর মালিক তিনি হতে পারতেন। অথচ আজও তিনি ভাড়া বাড়ীতে থাকেন। তাঁর ও তাঁর সন্তানদের মাথা গোঁজার মত নিজস্ব বাড়ী এমনকি গ্রামেও নেই। গ্রামে এসে তিনি বোনের বাড়ীতে ওঠেন। অথচ তাঁরই মনোনীত কয়েকজন ট্রাষ্টী যাদেরকে বিশ্বাস করে তিনি তাওহীদ ট্রাষ্টের প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাদের অনেকে গাড়ী-বাড়ীর মালিক হয়ে গেছে। আমীরে জামা'আত যখনই তাদের উপরে কঠোর হয়েছেন, তখনই তারা একজোট হয়ে আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে নানাবিধ মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছে ও মিথ্যা মামলা দিয়েছে। এমনকি বগুড়ার জনৈক বহিষ্কৃত ট্রাষ্টী নিজ বাড়ীতে রাতের অন্ধকারে আগুন দিয়ে

তার পরিবারকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মত জামিন অযোগ্য মামলার প্রধান আসামী করে আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে একটি ডাহা মিথ্যা ও সাজানো মামলা দায়ের করে। পরে আমীরে জামা'আত ও তাঁর সাথীগণ আদালত থেকে বেকসুর খালাস পান। এইভাবে পদে পদে তাঁকে হয়রানি করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি ইসলাম বিরোধী চিহ্নিত পত্র-পত্রিকায় সমানে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে আহলেহাদীছের 'আদি' দল হবার দাবীদার ঈর্ষাকাতর, গীবতী ও দুনিয়াপূজারী কিছু বিলাসী লোক। যারা ঐসব মিথ্যা প্রচারণাগুলি ফটো করে সাধারণ লোকদের মধ্যে বিতরণ করছে। তারা আমীরে জামা'আতের ক্ষতিমূলক সামান্য কিছুতেই মহা খুশী হয়। যেমন গত ৪ঠা জানুয়ারীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক নিয়মে তিন বছর পর আরবী বিভাগের সভাপতি পদের মেয়াদ শেষ হ'লে এই কুচক্রীরা রটিয়ে দিয়েছে যে, তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। '৯৬ সালে তিনি কিছুদিন অসুখে শয্যাশায়ী থাকলে সাতক্ষীরার চিহ্নিত গীবতী নেতা আলেম নামধারী ব্যক্তিটি তাঁর জানাযা পড়ার জন্য বের হয়েছিলেন। এই নোংরা ব্যক্তিটি 'যুবসংঘে'র উপরে যিদ করে সাতক্ষীরায় তার মসজিদে চিরাচরিত জুম'আর এক আযানের স্থলে দুই আযান চালু করেছে। মুতাওয়াল্লী হিসাবে নিজ গ্রামের মুছল্লীদেরকে জুম'আয় এক আযান চালু করার জন্য প্রেরিত নছীহত মূলক একটি সংক্ষিপ্ত চিঠির অপব্যাখ্যা করে তিনি কি 'নবীদের চেয়েও বেশী ক্ষমতাপ্রাপ্ত?' বলে ১৯৯৯ সালে তাদের সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিকৃত প্রচারণা চালিয়েছিল এই চিহ্নিত কুচক্রী মহলটি। এই পত্রিকাটি বলা চলে ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ১ম জাতীয় সম্মেলনের পর থেকেই তাঁর ও যুবসংঘের বিরুদ্ধে গীবত প্রচার করছে। পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে মিথ্যা অপবাদ ও গীবত প্রচার করাই ঐ পত্রিকা ও তার পৃষ্ঠপোষক লোকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে তারা এখন গণবিচ্ছিন্ন হয়ে কঠোর আক্রোশে ফুঁসছে। এদের দুশমনীর ইতিহাস বহু দীর্ঘ। এরাই ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় ১২ বছর পরে ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে 'শুব্বান' নাম দিয়ে তাদের বশংবদ আরেকটি যুবসংগঠন তৈরী করে আহলেহাদীছ জামা'আতকে বিভক্ত করেছে। বর্তমানে তাদের চকচকে পোষ্টার ও চটকদার সভা-সমিতির পিছনে টাকার উৎস কোথায়, তা সংশ্লিষ্ট সবারই জানা আছে। এরাই টগবগে তরুণ ও নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী সঊদী মাব'ঊছ মাওলানা আবদুল মতীন সালাফীকে 'ইণ্ডিয়ান স্পাই' সাজিয়ে এরশাদ সরকারের মাধ্যমে কালো তালিকাভুক্ত করে ১৯৮৯ সালের ২রা জুলাই মাত্র তিন ঘন্টার নোটিশে সপরিবারে মর্মান্তিকভাবে বাংলাদেশ ত্যাগে বাধ্য করে। অতঃপর একই সালের ২১ শে জুলাই তারিখে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাথে 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা করে। অতঃপর দীর্ঘ প্রায় সোয়া ৫ বছর যাবৎ নানাবিধ ঐক্যপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর বাধ্য হয়ে তৎকালীন বিলাসী ও অহংকারী নেতৃত্ব থেকে পৃথকভাবে 'যুবসংঘে'র উপদেষ্টাগণ ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর রাজশাহীতে সমবেত হয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গঠন করেন। এই সংগঠনের বিপ্লবী দাওয়াত হ'ল, 'আসুন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি'। যে দাওয়াত ছিল মূলতঃ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের একটি আপোষহীন আহ্বানের বাস্তব রূপ। যা ছিল ১৯৯৪ সালের ২৯শে জুলাই শুক্রবার বাদ জুম'আ কুখ্যাত লেখিকা তাসলীমা নাসরিনের বিরুদ্ধে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' আহূত লংমার্চ শেষে ঢাকার মানিক মিয়াঁ এভিনিউয়ে আয়োজিত মহাসমাবেশে উপস্থিত বিশ লক্ষাধিক ইসলামী জনতার মুহুর্মুহু শ্লোগান ও সমর্থনে ধন্য। সেটি হ'লঃ 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। আহলেহাদীছ আন্দোলনের সারকথা এর মধ্যেই নিহিত। মূলতঃ কথিত 'আদি' দলের সাথে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র মৌলিক পার্থক্য হ'ল আদর্শিক। এটা স্রেফ ফরয ছালাত শেষে দলবদ্ধ মুনাজাত করা না করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আহলেহাদীছের মূল আক্বীদা ও আদর্শকে নস্যাৎ করে দিয়ে আমরা কখনোই কারু সাথে ঐক্য করতে পারি না। আহলেহাদীছ ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী, আহলেহাদীছ ও সমাজতন্ত্রী, আহলেহাদীছ ও মওদূদীপন্থী, আহলেহাদীছ ও ইলিয়াসপন্থী, আহলেহাদীছ ও কম্যুনিষ্ট কখনোই একত্রিতভাবে জগাখিচুড়ী আন্দোলন করতে পারে না। বর্তমানের এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামীতে আহলেহাদীছ ও বিদ'আতীর মধ্যে কোন পার্থক্য আর থাকবে না। আহলেহাদীছ যাবতীয় বাতিল মতাদর্শের বিরুদ্ধে একটি জিহাদী কাফেলার নাম। আমরা আমাদের উক্ত আদর্শের সঙ্গে গাদ্দারী করতে পারি না। ১৯৯১ সালের ২৬ ও ২৭শে ডিসেম্বরে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও উপদেষ্টা সম্মেলনে উক্ত লক্ষ্যে গৃহীত আমাদের ৬ দফা প্রস্তাব কথিত 'আদি' দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিকটে আমরা পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তার কোনই মূল্যায়ন হয়নি। উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তার সহযোগী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ বর্তমানে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। ইদানিংকালে 'আন্দোলন'-এর শত্রুরা সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জঙ্গী তৎপরতার অভিযোগ দিয়ে বেনামীতে পত্র প্রেরণ করছে, যাতে সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে নির্যাতন চালায় ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ও সমাজসেবা মূলক কার্যক্রম সমূহ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের শ্রুতি মতে, আজ যে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে কথিত 'আদি' দলের কেন্দ্রীয় মাদরাসা কায়েম হয়েছে, এখানে মূলতঃ আলহাজ্জ আব্দুর রহীম, আলহাজ্জ আব্দুর রহমান, মুহাম্মাদ হুসায়েন, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয ও বংশালবাসীর অবদান রয়েছে এবং এর অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন মাওলানা মুস্তাছির আহমাদ রহমানী প্রমুখ আলেম। কথিত 'আদি' দল নেতৃত্বের মেথানে কোনই অবদান ছিল না। আজকের আমীরে জামা'আত ১৯৭৭ মালে যখন এই মাদরাসার শিক্ষকতার দায়িত্বে ছিলেন, তখনই এখানে ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে প্রথম 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র গোড়াপত্তন হয়। পরে কোন এক পর্যায়ে যখন মাদরাসাটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, ছাত্র ও শিক্ষকদের বিদায় দেওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি বংশাল গিয়ে হাজী মুহাম্মাদ হুসায়েনের সঙ্গে তাঁর দোকানে একাকী নছীহত করেন ও মাদরাসাটিকে যেকোন মূল্যে টিকিয়ে রাখার আকুল আবেদন জানান। ফলে নিঃসন্তান হাজী ছাহেব অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁকেই দায়িত্ব দেন এবং পুনরায় মাদরাসা চালু হয়। পরবর্তীতে তাঁর ও মাওলানা আবদুল মতীন সালাফীর চেষ্টায় কুয়েতী রাষ্ট্রদূতের সৌজন্যে টিনশেড মাদরাসাটি প্রথম পাকা বিল্ডিংয়ে রূপ লাভ করে। একইভাবে খুলনা নিজখামার আহলেহাদীছ মারকায এবং খালিশপুরে মাওলানা আব্দুর রঊফ ছাহেবের বাড়ীর পার্শ্ববর্তী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার মূলে একক অবদান ছিল 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র এবং ঐ দুই মুরব্বীর। তাঁদের গড়া জায়গায় কথিত 'আদি' দলের নেতারা এখন অহংকার প্রদর্শন করছেন মাত্র। একেই বলে 'হওয়া ডালে বাথার দেওয়া'। তিনি দুঃখ করে বলেন, কথিত এইসব

আহলেহাদীছরা কেবলমাত্র রেওয়াজ, ব্যক্তিপূজা ও যিদের বশবর্তী হয়ে ছহীহ হাদীছকে অগ্রাহ্য করেন। শুধু তাতেই তারা ক্ষান্ত হননি, বরং ছহীহ হাদীছের অনুসারীদের বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ গীবত-তোহমতকে তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্যে পরিণত করেছেন। গীবত ছাড়া এরা কোন ওয়ায জানেন না। এরা ইতিপূর্বে ১৯৯৩ইং সালে আমীরে জামা'আতকে 'খারেজী' বলে তাদের পত্রিকায় প্রচার করেছে। ১৯৯৯ সালে তাঁকে 'ইহুদী চক্রান্তের শিকার' এবং ২০০৩ সালের প্রথম দিকে তাঁকে 'শী'আ' এবং তিনি 'তিন ওয়াক্ত ছালাত' ফরয বলেন ইত্যাদি বলে প্রশাসনের নিকটে ধর্ণা দিয়েছে। যাতে 'ফিৎনাকারী' হিসাবে তিনি কোথাও কোন সম্মেলন করতে না পারেন। ১৯৯৭ সালে মাযহাবী ভাইদের সংগঠন 'বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে'র পক্ষ থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে 'কাফির' এবং তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করা 'ফরয' বলে দৈনিক পত্রিকায় ফৎওয়া প্রচার করা হয়। বর্তমানে তাদের কয়েকটি ইসলামী পত্রিকা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে ও 'আন্দোলন' প্রকাশিত গবেষণা মাসিক **আত-তাহরীক**-এর বিরুদ্ধে সর্বদা লিখেই চলেছে। অথচ **আত-তাহরীক**-এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

মাযহাবপন্থী কোন কোন ইসলামী রাজনৈতিক দলের সাথে এবং ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির সাথে এইসব কথিত 'আদি' দলের লোকদের সখ্যতা অনেক স্থানে প্রকটভাবে লক্ষণীয়। শী'আদের অনুষ্ঠানাদিতে ও ইমাম খোমেনীর মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে এবং মীলাদুন্নবীর মজলিসে প্রধান অতিথি হ'তেও এইসব আহলেহাদীছ নেতাদের আদর্শে বাঁধেনা। এরা ঢাকায় বিদেশী ইসলামী সংস্থাগুলির কাছ থেকে এখন মসজিদ নিয়ে রীতিমত দলাদলি ও জামা'আত বিভক্তি শুরু করেছে। অথচ কিছুদিন আগেও তারা বলত, ঐসব ইহুদীদের টাকায় গড়া মসজিদে নামায হয় না। তারাই এখন বড় বড় প্রজেক্ট ও মসজিদ নেওয়ার জন্য তাদের কথিত ঐসব ইহুদীদের(?) দেশে সফর ও তাদের ঢাকা অফিসে নিয়মিত ধর্ণা দিচ্ছেন। ফরয ছালাত শেষে দলবদ্ধ মুনাজাতকে তারা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিরুদ্ধে মারমুখী ইস্যু হিসাবে সর্বদা প্রচার করেন। অথচ প্রজেক্ট নেওয়ার লোভে এখন দাতাসংস্থার লোকদের সামনে মুনাজাত করেন না, আড়ালে করেন।

শেরে পাঞ্জাব মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮) প্রমুখের গতিশীল নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে গঠিত সর্বভারতীয় আহলেহাদীছ সংগঠন 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স' মওজুদ থাকা সত্ত্বেও ১৯৪৬ সালে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (১৯০০-১৯৬০) সৃষ্ট এই কথিত 'আদি' দলের বর্তমান নেতা সম্প্রতি অধিক উৎসাহে আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নতুন, ডাহা মিথ্যা ও উদ্ভট এক তোহমত দিয়ে বিভিন্ন যেলায় তাদের লোকদের কাছে 'গীবতী সফর' করে চলেছেন। তিনি জানেন না যে, গীবত-তোহমত দিয়ে কোন 'হক' আন্দোলনের গতিকে স্তব্ধ করা যায় না। অথচ ঘরের ও বাইরের এই সব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রতিবাদস্বরূপ কিছু লেখেন না বা কিছু বলতে চান না। বরং এগুলিকে তিনি তাঁর গুনাহের কাফফারা হিসাবে কবুল করার জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেন। আমাদেরকেও সর্বদা নিষেধ করেন যেন কিছু না বলি।

বক্তৃতা শেষে যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান ও অন্যান্য কর্মীগণ তার উপরোক্ত বক্তব্য অন্ততঃ একটিবারের জন্য হ'লেও **আত-তাহরীকে** প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। কেননা বিরোধীদের একচেটিয়া অপপ্রচারে বহু লোক বিভ্রান্ত হচ্ছেন। এমনকি অনেকে ভুল ধারণা নিয়েই মৃত্যুবরণ করছেন।

উক্ত সমাবেশে পাইকগাছা ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মওলানা শেখ রফীকুল ইসলাম বলেন, মুহতারাম আমীরে জামা'আতের যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, তবে সেটা এই যে, তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনকে সমাজে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছেন। বালক, যুবা, মুরব্বী ও মহিলাদের মধ্যে তিনি শত শত কর্মী তৈরী করতে সমর্থ হয়েছেন।। সর্বোপরি তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন হিসাবে সমাজে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন এবং 'আন্দোলন'-কে দিয়েছেন স্থায়ী পুঁজি হিসাবে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক উন্নতমানের একটি সাহিত্যভাণ্ডার এবং দিয়েছেন একদল তরুণ লেখক, বক্তা ও নেতা-কর্মী। ফলে দেশের ও বিদেশের দ্বীন-সচেতন অংশের দৃষ্টি এখন তাঁর আন্দোলনের প্রতি ধাবিত হয়েছে। সিলেট শহর ও ফরিদপুরের আটরশির মত শিরকী এলাকাতেও লোকেরা আজ আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকা তলে জমায়েত হচ্ছেন। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, কুয়েত, কাতার, বাহরায়েন, সঊদী আরবের প্রবাসী বাংলাভাষীদের মধ্যে আজ 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দাওয়াত ক্রমেই প্রসার লাভ করছে।

উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, 'আহলেহাদীছ' প্রচলিত অর্থে কোন দলের নাম নয়, বরং একটি আন্দোলনের নাম, একটি দাওয়াতের নাম। যদিও আন্দোলনের কর্মীগণ সম্মিলিতভাবে একটি দলের রূপ ধারণ করেন। আমরা সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী। হাদীছে নির্দেশ রয়েছে বলেই আমরা আমীরের আনুগত্য করি এবং এই আনুগত্যের মধ্যেই আমরা পরকালীন মুক্তি সন্ধান করি। মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কেবল আহলেহাদীছদের নিকটে নয়, বরং দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমানের নিকটে এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকল বনু আদমের নিকটে তাদের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সার্বিক জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। তিনি

কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, দুনিয়াবী স্বার্থে নয়, স্ব স্ব পরকালীন মুক্তির স্বার্থে আহলেহাদীছ আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ হৌন। গীবতকারীদের জবাব দিয়ে সময় নষ্ট না করে ঐ সময়টুকু দাওয়াতের কাজে ব্যয় করুন।

৫ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ পূর্বের দিন সকাল থেকে রাত ১০-টা পর্যন্ত দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্সে সালাফিইয়াহ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) ও মাদরাসা সংক্রান্ত বৈঠকাদিতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেন। পরের দিন তিনি যেলার বিভিন্ন এলাকায় সফরে বের হন। যা নিম্নরূপঃ

(ক) কাকডাঙ্গাঃ এখানে তিনি যোহরের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর এলাকা সভাপতি মাওলানা ছহীলুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী ও সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

(খ) মানিকহারঃ এখানে তিনি মাগরিবের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর মাওলানা সায়ফুল্লাহ্‌র পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কর্মী ও সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। উভয় সমাবেশে তিনি সকলকে ইবরাহীমী ত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের যাবতীয় অহং-অহমিকাকে কুরবানী দিয়ে যেকোন মূল্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানান।

যশোর ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০ ঘটিকায় স্থানীয় ষষ্টিতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, জাতির ক্রান্তিলগ্নে দেশ ও জনগণের কল্যাণের স্বার্থে আমাদেরকে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিজ্ঞা নিতে হবে। এজন্য পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র উপরে তাওয়াক্কুল করে ময়দানে এগিয়ে যেতে হবে। যেলা সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যশোর শহরের কোন ভাই যেন ক্বিয়ামতের ময়দানে আপনাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ না দিতে পারে যে, আপনারা তাদের দাওয়াত দেননি। আপনারা আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য সুসংগঠিত ভাবে ও সুপরিকল্পিত পন্থায় হক-এর দাওয়াত সকলের নিকটে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হউন।

যশোর যেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসানের পরিচালনায় উক্ত সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর যশোর যেলা সাধারণ সম্পাদক জনাব আতাউল হক। সমাবেশ শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘের' কর্মীদের সাথে পৃথক বৈঠকে মিলিত হন।

জুম'আর খুৎবাঃ

সমাবেশ শেষে জুম'আর খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত জনগণকে কুরআন ও হাদীছের অভ্রান্ত সত্যের নিকটে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানান। তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের সুসংগঠিত অগ্রযাত্রাকে নস্যাৎ করার জন্য বিভিন্নমুখী অপতৎপরতার অন্যতম হিসাবে একটি মহল কর্তৃক সূরা হজ্জ-এর শেষ আয়াতের অপব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) যাদেরকে 'মুসলিম' হিসাবে অভিহিত করেছেন, তারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌র নিকটে সমর্পিত সর্বযুগের ঈমানদার ব্যক্তিগণ। উম্মতে মুহাম্মাদীকে খাছ করে তিনি 'মুসলিম' বলে অভিহিত করেননি।। ইবরাহীমী সন্তানদের অধিকাংশ বর্তমানে ইহুদী-নাছারা ও মুসলমান রূপে পরিচিত। ইহুদী-নাছারাগণ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক্ব (আঃ)-এর বংশধর বা ঐ বংশীয় নবীদের অনুসারী এবং আমরা মুসলমানেরা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশের একমাত্র নবী ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারী। বৈমাত্রেয় হিংসায় জর্জরিত ইহুদী-নাছারাগণ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কখনোই সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হিসাবে মেনে নিতে পারেনি। সেকরণ বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানেরা আজও তাদের নিষ্ঠুরতম হিংসার শিকার। তিনি বলেন, উক্ত আয়াতের কিংবা تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ 'ফিৎনা কালে তোমরা মুসলিম জামা'আতের ও তাদের শাসকের সাথে সম্পৃক্ত থাকো' মর্মের হাদীছের *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৮২ 'ফিতান' অধ্যায়)* অপব্যাখ্যা করে 'জামা'আতুল মুসলেমীন' বলে পৃথক দল সৃষ্টি করা এবং অন্যদের থেকে নিজেদের পৃথক ভাবা ও তাক্বওয়ার গর্বে স্ফীত হওয়া নিতান্তই মূর্খতাব্যঞ্জক কাজ। কেননা উক্ত হাদীছেরই শেষে বলা হয়েছে, تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ الْأَمِيْرَ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، 'ঐ সময় তুমি শাসকের হুকুম শুনবে ও তার আনুগত্য করবে। যদিও তোমার পিঠে আঘাত করা হৌক এবং তোমার মাল-সম্পদ নিয়ে নেওয়া হৌক' *(মুসলিম)*। তিনি বলেন, ইসলামের অনুসারী সকল মানুষই মুসলিম জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত। আদর্শিকভাবে তাদেরকে বিভক্ত করার কোন অবকাশ নেই।

মহিলা সংস্থা গঠনঃ

বাদ জুম'আ মুহতারাম আমীরে জামা'আত মসজিদে সমবেত মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং তাদেরকে আহলেহাদীছ আন্দোলনে স্ব স্ব অবদান রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের অন্যূন ৬৬টি মহিলা সংগঠনের মধ্যে প্রায় সবগুলিই ধর্মনিরপেক্ষ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ইসলাম বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। দু'একটি ইসলামী মহিলা সংগঠন যা রয়েছে, তারা মাযহাবী ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। কেউ আবার ভোটার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরলমনা মা-বোনদেরকে তাদের দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। তিনি মা-বোনদেরকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র

পরকালীন স্বার্থে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে স্ব স্ব জীবন ও পরিবার গড়ে তোলার আন্দোলনে শরীক হবার আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি মমতায বেগম এম,এ (ষষ্ঠিতলা) এবং মমতায বেগম (কারবালা)-কে যথাক্রমে পরিচালিকা ও সহ-পরিচালিকা মনোনয়ন দিয়ে ৯ সদস্যা বিশিষ্ট 'যশোর শহর আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' গঠন করেন ও তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান। তিনি তাদেরকে 'আন্দোলন'-এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর মহিলা বিভাগ হিসাবে মহিলাদের মধ্যে দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান।

আহলেহাদীছ প্রচলিত অর্থে কোন দল নয়, একটি আন্দোলনের নাম

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ভবানীগঞ্জ, রাজশাহী ৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব স্থানীয় হেলিপ্যাড ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগমারা এলাকা সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত বিরাট ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত মন্তব্য করেন এবং দল ও আন্দোলনের পার্থক্য নির্দেশ করে বলেন, 'দল' একটি স্রোতহীন হ্রদের ন্যায়, যাতে পানির গভীরতা থাকলেও তাকে নদী বলা হয় না। সেখানে শেওলা ও ময়লা জমার অবকাশ থাকে। পক্ষান্তরে 'আন্দোলন' একটি খরস্রোতা নদীর ন্যায়। যেখানে পানির গভীরতা না থাকলেও স্রোতের কারণে সেটা নদী হিসাবে গণ্য হয়। যেখানে শেওলা ও ময়লা জমলেও তা ভেসে যায়। আহলেহাদীছ আন্দোলন ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় শিরক ও বিদ'আতকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাকে সর্বদা বিরোধী স্রোতের মুকাবিলা করেই এগোতে হয়। সেজন্য দু'বাহুতে শক্তির প্রয়োজন। দুনিয়াবী সে শক্তিই হ'ল আদর্শিক ও সাংগঠনিক শক্তি। তিনি সদ্য সমাপ্ত ইবরাহীমী কুরবানীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, হক প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ইবরাহীম (আঃ)-কে যেভাবে নিজ পরিবার, ধর্মনেতা, সমাজনেতা, রাষ্ট্রনেতা সকলের নিষ্ঠুর বিরোধিতার মুকাবিলা করতে হয়েছে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের মাধ্যমে নির্ভেজাল ইসলামের আদি রূপ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আমাদেরকেও তেমনি প্রতি পদে পদে বাধার মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি বলেন, ব্যক্তি জীবনে আহলেহাদীছ ও রাজনৈতিক জীবনে কম্যুনিষ্ট বা অন্য বাতিল আদর্শের অনুসারী ব্যক্তি কখনোই পূর্ণাঙ্গ আহলেহাদীছ নয়। এই ধরনের দ্বিমুখী নীতি অবশ্যই পরিহার করতে হবে। তিনি বাগমারা উপযেলার বিশাল আহলেহাদীছ এলাকার ঘরে ঘরে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সংস্কারমুখী দাওয়াত পৌঁছে দেবার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

এলাকা সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ, মাওলানা মুহসিন আলী, যেলা কর্ম পরিষদ সদস্য ডাঃ মনছুর আলী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মুহতারাম আমীরে জামা'আত নবগঠিত ভবানীগঞ্জ শাখার দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মীদের সাথে পৃথক পৃথক বৈঠক করেন এবং সবাইকে নতুন উদ্যমে তৎপরতা শুরু করার আহ্বান জানান।

তাবলীগী সভা

সিরাজগঞ্জ, ২২ শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কামারখন্দ উপযেলার শাহীকোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ, নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব গোলাম রহমান, সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন, সিরাজগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন প্রমুখ।

প্রধান অতিথি স্বীয় বক্তব্যে বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মানুষকে বিভিন্ন তরীকা, ফিরকা ও মতবাদের পথ থেকে ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করতে চায়। তিনি সকলকে এই কল্যাণমুখী আন্দোলনে শরীক হয়ে দুর্বার গতিতে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

সিরাজগঞ্জ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রশীদপুর পশ্চিমপাড়া শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন মাষ্টার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ও মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন প্রমুখ।

মসজিদ উদ্বোধন

সিরাজগঞ্জ, ২৩শে জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য জুম'আর খুৎবা ও ছালাতের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সৌজন্যে নির্মিত শাহীকোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ ও যেলা নেতৃবৃন্দ।

ছালাত শেষে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে সম্মানিত নায়েবে আমীর

শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী মসজিদের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, মসজিদ শুধু নির্মাণ করলেই চলবে না, বরং যথাযথভাবে মসজিদ আবাদ করতে হবে। এখানে নারী-পুরুষ উভয়েই নিয়মিত ছালাত আদায় করবেন। প্রতিদিন বাদ এশা ও বাদ ফজর হাদীছ পাঠ হবে। প্রতি সপ্তাহে তা'লীমী বৈঠক ও মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হবে, তবেই মসজিদ নির্মাণ স্বার্থক হবে।

তা'লীমী বৈঠক

দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীঃ

২১শে জানুয়ারী, বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ-এর পরিচালনায় ও হাফেয আব্দুল ওয়াদূদ-এর বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দানের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মারকাযী জামে মসজিদে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বৈঠকে 'ঈদে কুরবান ও আমাদের করনীয়' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র শিক্ষক ও 'দারুল ইফতা'র সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ শিক্ষা দেন 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

দায়িত্বশীল বৈঠক

পাবনা ৭ ফেব্রুয়ারী শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত খয়েরসূতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যেলা দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত দায়িত্বশীল বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ উভয় সংগঠনের বিগত দিনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের খোঁজ খবর নেন এবং গঠনতান্ত্রিক নিয়মে কাজ করার পরামর্শ দেন। তিনি প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে যত্নবান হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং অধঃস্তন শাখা ও এলাকা সমূহের বৈঠকে নিয়মিত উপস্থিত থাকার আহ্বান জানান।

মারকায এলাকায় তাবলীগী সফর

রাজশাহী ২০-২৫ জানুয়ারীঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ 'আন্দোলন'-এর নওদাপাড়া মারকায ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহ যথাক্রমে ওমরপুর, ভূগরইল (উত্তর), নওদাপাড়া (উত্তর), কাশিমপুর, নওদাপাড়া বাজার, মহলদারপাড়া, ফুতকীপাড়ার মসজিদ সমূহে তাবলীগী সফর করেন।

এ সময়ে কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ উপস্থিত সকল দায়িত্বশীল ও কর্মীকে নিজ নিজ শাখায়/মসজিদে প্রতিদিন নিয়মিত হাদীছ পাঠ, সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক ও মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস।

ঈদ পুনর্মিলনী ও আলোচনা সভা

কুমিল্লা ৫ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী 'টাউন হল ময়দানে' পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে এক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও জগতপুর এ.ডি.এইচ সিনিয়ার মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা শায়খ আব্দুল মতীন সালাফী, মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব আব্দুল ওয়াদূদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মুহাম্মাদ জামীলুর রহমানের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অতঃপর উপস্থিত সকলে ঈদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকার সম্পাদক বলেন, আল্লাহপাক মানবজাতিকে ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেননি। সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে। এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মধ্যেই সফলতা নিহিত রয়েছে। তিনি সকলকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দুর্বার দাওয়াতী কাফেলায় শরীক হয়ে শিরক-বিদ'আত ও নানা কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত দেশবাসীকে উদ্ধারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এ সময়ে তিনি সমাজ পরিবর্তনে 'আত-তাহরীক'-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেন এবং কুমিল্লা যেলায় আত-তাহরীকের সার্কুলেশন বৃদ্ধির আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান শেষে বাদ মাগরিব টাউন হল থেকে শাসনগাছা বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত ব্যানার সহ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর' 'মুক্তির একই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ', 'আহলেহাদীছ আন্দোলন যিন্দাবাদ, শিরক-বিদ'আতের মূলোৎপাটন, আহলেহাদীছ আন্দোলন' ইত্যাদি শ্লোগানগুলি যেন শহরবাসীকে নতুন করে চমকে দিয়েছিল।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওলানা আবু তাহের, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব আযাদ, সিলেট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরী, সিলেট যেলা 'সোনামণি'-এর সহ-পরিচালক তাসনীম আল-জান্নাহ চৌধুরী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট জনাব কামরুল হাসান প্রমুখ।

মহিলা প্রশিক্ষণ

কুমিল্লা, ২৫ জানুয়ারী রবিবারঃ অদ্য যেলার বুড়িচং থানার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান আল-হেরা মডার্ণ একাডেমীতে এক মহিলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুল সংখ্যক মহিলা প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-হেরা মডার্ণ একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

পাঠকের মতামত

কন্যার হক্ব

ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে আরব তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারীর মর্যাদা ছিল না বললেই চলে। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে তার ন্যায্য মর্যাদা প্রদান করেছে। কিন্তু আমাদের দেশের কিছু শিক্ষিত নারী-পুরুষের দৃষ্টিতে ইসলাম নারীকে তার হক্ব প্রাপ্তিতে সঠিক ব্যবস্থা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসলাম পুত্রকে মাতা-পিতার সম্পত্তির দুই ভাগ এবং কন্যাকে একভাগ প্রদান করেছে। অর্থাৎ দুই কন্যার সমান এক পুত্র পাবে। দেশের কিছু কথিত প্রগতিপন্থী এটিকে যথার্থ বন্টনব্যবস্থা হিসাবে মেনে নিতে পারছেন না। তাদের বক্তব্য, পুত্র ও কন্যার মধ্যে পার্থক্য করা সমীচীন নয়। কেননা তারা উভয়েই একই মাতা-পিতার সন্তান। আমি মনে করি, তারা যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে পারেননি। কন্যা স্বামীর সম্পত্তিরও কিছুটা হকদার হয়ে থাকে। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তি মিলে সে পুত্রের প্রায় সমপর্যায়ে পৌঁছে যায়। কিন্তু তারা যদি এদিকে না তাকিয়ে কন্যাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা-ই যথার্থ বন্টনের পদক্ষেপ নিতেন, তাহ'লে মনে করতাম, তারা একটা শুভ কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন। অথচ কন্যারা ইসলাম প্রদত্ত তাদের ন্যায্য হকটুকু সঠিকভাবে পায় না। তাই কন্যাকে তার হক্ব থেকে বঞ্চিত করার পরিণতি সম্পর্কে একটি বাস্তব ঘটনা বিবৃত করতে চাই।

এক ধনী লোকের দুই পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র দু'জনকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয়েছে এবং তারা সরকারী চাকরিতে নিয়োজিত থেকে যথেষ্ট উপার্জন করে। অন্যদিকে কন্যাটিকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু জামাই তেমন অবস্থাপন্ন নয়। সম্ভবতঃ স্বামীর পরামর্শে কন্যা মাতা-পিতার কাছে বাড়ী নির্মাণে এক লাখ টাকা চায়। মাতা কন্যাকে টাকা দেওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু পিতা তাতে মোটেই সম্মত নন। পিতার বক্তব্য তোমাকে বিয়ে দিতে অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে। যৌতুক হিসাবে জামাইকে তো মোটা টাকা দিয়েছি। আবার কেন টাকার দাবী কর? কন্যা বলে, 'ভাইদের লেখাপড়া করাতে কি টাকা ব্যয় হয়নি? দুই ভাইয়ের পিছনে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এক্ষেত্রে আমার দাবী তো কম। তাছাড়া সম্পত্তি তো আমি ন্যায্য অংশ মোতাবেক পাব না। ইতিমধ্যে অনেক সম্পত্তি ভাইদের নামে দেওয়া হয়েছে। তাই আমার দাবী এক লক্ষ টাকা দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর পরামর্শে কাজ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা গেল। পিতা কিছুতেই কন্যাকে টাকা দিতে চাইলেন না।

সন্তান-সন্ততির প্রতি মাতা-পিতার ভালবাসায় পার্থক্য আছে। সন্তানের প্রতি পিতার ভালবাসা অপেক্ষা মাতার ভালবাসার পরিমাণ অনেক বেশী। কারণ অধিকাংশ পিতা জন্ম দিয়েই খালাছ। কিন্তু সন্তানকে মায়ের গর্ভে ধারণ করতে হয় দীর্ঘদিন এবং দীর্ঘ ৩/৪ বছর মা-ই সন্তানের সবকিছুর ব্যাপারে একক দায়িত্বশীল।

কন্যা টাকা না পেয়ে পিতার বাড়ী আসা একেবারে বন্ধ করে দিল। দীর্ঘদিন ধরে তার অদর্শনে মা অস্থির হয়ে উঠেন। কিন্তু পিতা একটু কঠিন হৃদয়ের। স্ত্রীর পরামর্শ ও অনুরোধ তার কাছে সবই ব্যর্থ হ'ল। কন্যার অদর্শনে মাতার মানসিক রোগ দেখা দিল। অনেক চিকিৎসা করা হ'ল কিন্তু রোগ আরোগ্য হ'ল না।

স্ত্রীর চিকিৎসায় ব্যয়ের অংক এক লাখের বেশিতে দাঁড়িয়ে গেলে স্বামীর মনে পরিবর্তন এলো। তার মনে এ কথাটা বাজতে লাগল, এক লাখ টাকা কন্যাকে দিলে টাকা পানিতে ফেলে দেওয়া হ'ত না। কন্যারই মঙ্গল হ'ত। কন্যার মঙ্গলের দিক দেখাটা তার কর্তব্য ছিল। পিতার মনে পরিবর্তন আসাতে পিতা কন্যাকে টাকা দিয়ে দিল। কন্যা জামাই বাড়ীতে আসা-যাওয়া শুরু করল। ধীরে ধীরে মা বিনা চিকিৎসায় সুস্থতা অর্জন করল। এক সময় স্বামী-স্ত্রী মিলে হজ্জব্রত পালন করে বাড়ী ফিরে এলো।

কি করে বুঝাই?

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (ছাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন, 'আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা। আপনি তাদের শাসক নন' *(গাশিয়াহ ২১-২২)*। তাই আমরা দেখতে পাই, প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানুষকে হেদায়াতের পথে নবুঅতের সূচনা থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উপদেশ দিয়ে গেছেন। হেদায়াতের জন্য তিনি কারো প্রতি যুলম করেননি; বরং তিনি মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করতে যেয়ে নির্যাতিত হয়েছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন, অপমানিত হয়েছেন। মানুষ এতটুকুও উপলব্ধি করেনি যে, তিনি তো মানুষের কাছে কোন কিছুর প্রত্যাশা করেননি। বরং তিনি শুধু মানুষকে সৎ হতে, সঠিক ইবাদত করতে বলেছেন। তাই আজও দেখা যায়, যদি কোন সঠিক আমলকারী ব্যক্তি মানুষকে অনুরূপ করতে আহ্বান জানায়, মানুষ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে এবং কঠোর মন্তব্য করতে থাকে। সম্ভবতঃ এর কারণ আল্লাহ্র বাণী, 'বরং তাদের অধিকাংশই সত্য জানেন না। অতএব তারা টালবাহানা করে' *(আম্বিয়া ২৪)*।

মানুষ ইবাদতের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্র কঠিন আদেশ অমান্য করে কিছু মনগড়া ইবাদতে মশগূল থেকে মনে করে, তারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে। অথচ আল্লাহ্র কঠিন আদেশটি হ'ল 'তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*। আল্লাহ প্রদত্ত সামান্য জ্ঞানে আমি মনে করি, মাযহাব মূলতঃ এই বিচ্ছিন্নতা। মাযহাবের কারণে মুসলিম জাতির ঐক্যে ফাটল ধরেছে। আর ঐক্যহীনতার অভিশাপে মুসলিম জাতি বিশ্বে চরমভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে চলেছে। মুসলিম অধ্যুষিত দেশে আল্লাহ পাক অফুরন্ত সম্পদ দান করেছেন। ঐক্য এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবে মুসলমানরা সেই সম্পদ কাজে লাগিয়ে একটি শক্তিশালী জাতি হিসাবে নিজেদের আসন মযবূত করতে পারেনি। ফলে ইসলামের শত্রুরা তাদের আগের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে যেন বদ্ধপরিকর।

বিশ্বের বুকে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হ'লে আমাদেরকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর সে ঐক্য

প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে আল্লাহ পাকের যাবতীয় নির্দেশ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ ও উপদেশ মোতাবেক আমাদের জীবন গড়তে হবে। তাই আজ ধর্মের যাবতীয় ফের্কাবন্দীর অবসান অতি প্রয়োজন। আমাদের সামনে মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন' ও 'হাদীছ' গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। কোন মহাত্মার কথার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে আমাদেরকে ঐ দু'টি গ্রন্থের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য দীর্ঘদিনের রচিত মাযহাবের বেড়া ভেঙ্গে এক মুসলিম জাতির পরিচয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে।

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া
যেলাঃ নওগাঁ।

প্রেরণায় 'আত-তাহরীক' জাগরণে 'আত-তাহরীক'

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা মাসিক **'আত-তাহরীক'** তুমি বড়ই সুন্দর। যেন একটা ফুটন্ত গোলাপ। তোমার আবেগময় গন্ধরাজি দ্বারা তুমি বিমোহিত কর সকল পাঠককে। **'আত-তাহরীক'** তুমি নবীন। তোমার রয়েছে উন্মাদময় আকর্ষণ। তাই কামনা করি, মাসের শুরুতেই আসবে আমাদের কাছে নব বার্তা নিয়ে। আসবে ফুলের সৌরভ নিয়ে। এই শুভ কামনায় আজকের মত কলম রাখছি। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি, সম্পাদক সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মত শেষ করছি। আল্লাহ হাফেয।

মুহাম্মাদ শু'য়াইব আলী
সাং- দুবইল (সরদারপাড়া)
পোঃ নারায়ণপুর, মান্দা, নওগাঁ।

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)
ফোনঃ (০৭২১) ৭৭৩৭২১; মোবাইলঃ ০১১-৩৭৭৫৯৮
HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)
Tel: (0721) 773721; Mob: 011-377598
* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা ও
* ডিলাক্স রুম
ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২০১)ঃ আমার স্ত্রী মারা গেলে মনের আবেগে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমি বলেছিলাম, 'হে আল্লাহ! আমি আমার স্ত্রীর রূহের মাগফিরাতের জন্য এক হাযার টাকা মসজিদে দান করব। তুমি তাকে শান্তিতে রাখো'। কিন্তু এখন আর্থিক সংকটের কারণে আমি দিতে পারছি না। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ আনছার আলী
পলাশপোল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অপারগ অবস্থায় উক্ত মানত পূরণ করা আবশ্যক নয়। তবে স্বচ্ছলতার অপেক্ষায় থাকুন এবং প্রথম সুযোগেই তা পূর্ণ করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ নেকী ও বদীসমূহ লিখে রাখেন। যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের সিদ্ধান্ত নেয়, অথচ তা পূরণ করতে পারে না, আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নেকী লিখেন। কিন্তু যদি সে তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমল করে, তবে তার জন্য ১০ গুণ হতে ৭০০ গুণ এবং তারও বেশী নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, অথচ তা বাস্তবায়ন করে না, আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিখেন। কিন্তু যদি সে তা বাস্তবায়ন করে, তাহ'লে তার জন্য একটি গোনাহ লিখেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৭৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২/২০২)ঃ আদম (আঃ)-কে কুমন্ত্রণা দেওয়ার জন্য বহিষ্কৃত ইবলীস কিভাবে পুনরায় জান্নাতে প্রবেশ করে?

-মুহাম্মাদ তাওহীদুর রহমান
কাঁঠালবাড়িয়া, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইবলীস কোথা থেকে কিভাবে আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল, সে বিষয়ে বিশুদ্ধ সূত্রে ও স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। তবে বিভিন্ন তাফসীরে বিভিন্ন কাল্পনিক কথা লেখা রয়েছে। যেমন- 'ইবলীস জান্নাতের দারোয়ানদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হ'লে সাপের মুখে ঢুকে জান্নাতে প্রবেশ করে। কেননা সাপ আদমের খাদেম ছিল' ইত্যাদি। অনেক বিদ্বান বলেন, ইবলীস সশরীরে জান্নাতে প্রবেশ করেনি। তবে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে। কারণ 'শয়তান মানুষের রক্তনালীর মধ্যে প্রবেশ করে তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮ 'কুমন্ত্রণা' অনুচ্ছেদ)*। ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইবলীস এভাবেই মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে যাবে, মানুষ যেখানেই অবস্থান করুক না কেন। তবে মানুষের মৃত্যুর পর আর সে সুযোগ থাকবে না। এটা নিশ্চিত যে, ইবলীস আদম ও হাওয়া(আঃ)-কে কুমন্ত্রণা দিয়ে বিভ্রান্ত করেছিল *(বাক্বারাহ*

৩৬)। তবে তার পদ্ধতি কি ছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্নঃ (৩/২০৩)ঃ আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তিকে যে স্থানের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তার কবর সে স্থানেই হবে। কথাটি কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ তাওহীদুর রহমান
কাঁঠালবাড়িয়া, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে কোন বিশুদ্ধ দলীল আমাদের গোচরে আসেনি।

প্রশ্নঃ (৪/২০৪)ঃ মাসিক 'আত-তাহরীক' অক্টোবর ২০০১ প্রশ্নোত্তর ৩৩/৩৩-এর উত্তরে বলা হয়েছে, 'বন্ধক রাখা জমির ফসল গ্রহণ করা যায়'। আবার জুন ২০০২ প্রশ্নোত্তর ৯/২৬৪-য়ে বলা হয়েছে 'ঋণের বিনিময়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাই সূদ এবং তা হারাম'। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ তোফাযযল হুসাইন
পূর্ব জগন্নাথপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ অক্টোবর ২০০১-এর প্রশ্নে বন্ধক রাখা জমির ফসল গ্রহণ করা যায় বলে যে ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে, জুন ২০০২-এর প্রশ্নোত্তর ৯/২৬৪ মূলত তারই সংশোধনী। অতএব, ঋণদাতা তার ঋণের বিনিময়ে জমি বা অন্য কিছু বন্ধক বা যামানত রাখুন বা না রাখুন, ঋণের বিনিময়ে ঋণগ্রহিতার নিকট থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাই সূদ এবং তা হারাম, এটাই সঠিক ফৎওয়া।

প্রশ্নঃ (৫/২০৫)ঃ 'প্রসিদ্ধ একটি নামায শিক্ষা বইয়ে জুম'আর মাহাত্ম্য বর্ণনায় লেখা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে সহবাসের কারণে নিজের বিবিকে গোসল করায় ও নিজে গোসল করে এবং তাড়াতাড়ি পায়ে হেঁটে মসজিদে যায় এবং খুৎবা শোনে, সে প্রত্যেক পদক্ষেপের বদলে এক বছরের ছিয়াম ও এবাদতের ছওয়াব পায়' (তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ)। অত্র হাদীছটি কি ছহীহ?

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি ছহীহ *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/৩৪৫; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩৮৮ 'জুম'আর ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, 'এটি জুম'আর বিশেষ ফযীলতের অন্তর্ভুক্ত। জুম'আর ছালাতের অশেষ নেকী প্রমাণ করাই অত্র হাদীছের উদ্দেশ্য' *(মির'আত ৪/৪৭২)*। উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছে এক বছরের নফল ছিয়াম ও ক্বিয়ামের (নফল ছালাতের) কথা বলা হয়েছে। ফরয ইবাদতের কথা নয়।

প্রশ্নঃ (৬/২০৬)ঃ সতর কতটুকু এবং এর হুকুম কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল কুদ্দূস
ইয়াসীন ফার্মেসী, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তরঃ মহিলাদের জন্য চেহারা ও দুই হস্ততালু ব্যতীত সর্বাঙ্গ সতর *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২ সনদ হাসান, 'পোশাক' অধ্যায়)*। তবে বেগানা পুরুষের ক্ষেত্রে এগুলিও সতরের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ বেগানা পুরুষ থেকে মুখ ঢাকতেন *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৬৯০ সনদ জাইয়িদ 'মানাসিক' অধ্যায়)*। আল্লাহ বলেন, 'মহিলারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তবে যা সাধারণভাবে প্রকাশ পায়, তা ব্যতীত' *(নূর ৩১)*। পুরুষের জন্য তার নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর। তবে তার রান, নাভী ও হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত কি-না এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে বিভিন্নমুখী আছারের কারণে। তদৃষ্টে ইমাম বুখারী (রহঃ) রান ঢেকে রাখাকে أَحْوَطُ বা 'অধিক সতর্কতা' হিসাবে উত্তম বলেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯৬ পৃঃ)*। এগুলি হ'ল মৌলিক সতর। তবে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে পুরুষেরও সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখা আবশ্যক হয়।

হুকুমঃ কোন পুরুষ ও মহিলার জন্য পরস্পরের কোন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'কোন পুরুষ কোন পুরুষের এবং কোন মহিলা কোন মহিলার সতরের দিকে যেন দৃষ্টিপাত না করে' *(মুসলিম নববীসহ ১/১৫৪ পৃঃ; 'সতরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩১০০ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য, পুরুষেরা প্রয়োজনে হাঁটুর উপর কাপড় উঠাতে পারে। তবে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা উত্তম *(বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ '৯৯ প্রশ্নোত্তর ৫/৮৫)*।

প্রশ্নঃ (৭/২০৭)ঃ বিবাহের জন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী পাত্রীর কি কি গুণাবলী দেখা উচিত? দুই-এক বছরের বড় মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয কি?

-মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
ফুলকোট, মাঝিড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ বিবাহের জন্য ইসলামী বিধান মোতাবেক সর্বাগ্রে পাত্রীর ধর্মীয় গুণাবলী দেখা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, সাধারণতঃ মেয়েদের চারটি গুণ দেখে বিবাহ করা হয়ঃ তার ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং ধর্ম। এর মধ্যে তোমরা ধার্মিকা মহিলাকে অগ্রাধিকার দাও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮২ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। বয়সে বড় মহিলাকে বিবাহ করা নিঃসন্দেহে জায়েয। নবুঅতের পূর্বে নবী করীম (ছাঃ) বিবি খাদীজা (রাঃ)-কে যখন বিবাহ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং খাদীজা (রাঃ)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর *(যাদুল মা'আদ ১/১০২ পৃঃ)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের পসন্দমত দুই, তিন বা চারজন নারীকে বিবাহ কর' *(নিসা ৩)*। অত্র আয়াতে স্ত্রীর বয়সের কোন সীমা নির্দেশ করা হয়নি।

প্রশ্নঃ (৮/২০৮)ঃ জনৈক আলেমকে বলতে শুনেছি, বিবাহের উকিল তিনিই হবেন, যিনি মাহরাম। বিষয়টি ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবু মূসা
বড় তারা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ উকিলের জন্য মাহরাম হওয়া শর্ত নয়; বরং 'অলি' নিজেই বিবাহ পড়াবেন। অথবা ইচ্ছা করলে কাউকে তার পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল বা উকিল নিয়োগ করবেন। বাদশাহ নাজাশী আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর মেয়ে উম্মে হাবীবার সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিবাহ সম্পাদন করিয়ে ছিলেন উভয় পক্ষের উকিল হিসাবে। অথচ বাদশাহ নাজাশী মাহরাম ছিলেন না *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২০৮ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'মোহরানা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/২০৯)ঃ ছালাতের মধ্যে অমনোযোগী ভাব এবং দুনিয়াবী কথা মনে পড়লে করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক্ব
সহকারী শিক্ষক
রুদ্রেশ্বর সরকারপাড়া
কাকিনা, কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ওছমান ইবনু আবিল 'আছ বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! শয়তান আমার ছালাত এবং ক্বিরাআতের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, 'এটা একটা শয়তান যাকে 'খিনযাব' বলা হয়। সুতরাং তুমি যখন এর ওয়াসওয়াসা অনুভব করবে, তখন তা থেকে আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। অর্থাৎ 'আ'ঊযুবিল্লা-হ' পড়বে এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারবে। রাবী বলেন, 'আমি এ আমল করাতে আল্লাহ আমার হ'তে শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূরীভূত করেন *(মুসলিম, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৬ পৃঃ; মিশকাত হা/৭৭ 'ওসওয়াসাহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/২১০)ঃ তাশাহ্হুদ বৈঠকে ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল কিভাবে কোন্ সময় ইশারা করতে হয়। প্রতি ইশারায় নাকি ১০টি করে নেকী হয়। এটা কি ঠিক।

-মুহাম্মাদ পারভেজ মোল্লা
বড়ঘাট, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ তাশাহ্হুদ বৈঠকে ডান হাত ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ রাখবে অর্থাৎ বৃদ্ধা আঙ্গুল শাহাদত আঙ্গুলের নীচে খোলা রেখে বাকী ৩টি আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ রাখবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৬ ও ৯০৮ 'ছালাত' অধ্যায়, 'তাশাহ্হুদ' অনুচ্ছেদ; সুবুলুস সালাম ১/৪২৬ পৃঃ)*। বৈঠকের শুরু থেকে নিয়ে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। ইশারার সময় আঙ্গুল সামান্য হেলিয়ে রাখা যায় *(বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৭২)*।

প্রতি ইশারায় ১০টি করে নেকী রয়েছে কথাটি ভিত্তিহীন। বরং প্রতিটি ইশারা দ্বারা শয়তানকে আঘাত করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আঙ্গুলের ইশারা শয়তানের উপরে লোহার আঘাতের চেয়েও কঠিন' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৯১৭, সনদ হাসান, 'তাশাহ্হুদ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১১/২১১)ঃ মসজিদের জমি রেজিষ্ট্রি না থাকায় একদল লোক অন্য মসজিদে ছালাত পড়ে। অন্যদল তাদের ঈদগাহে ছালাত পড়বে না। এমতাবস্থায় তারা ঈদের ছালাত মসজিদে পড়তে পারবে কি?

-মূসা বিন যাকির
তলুইগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মসজিদের জমিদাতার পক্ষ থেকে কোন বাধার সম্মুখীন না হ'লে কিংবা অন্য কোন শারঈ কারণ না থাকলে মসজিদ পৃথক করা বা মসজিদ ত্যাগ করা বৈধ নয়। কারণ এতে মুমিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়। যা করতে মহান আল্লাহ নিষেধ করেছেন *(তওবা ১০৭)*। আর মসজিদটির জমি লিখিতভাবে রেজিষ্ট্রি না থাকলেও সেটা ওয়াক্ফ হওয়ার জন্য মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট। তবে জমিটি লিখিতভাবে ওয়াকফ করে দেওয়াই উত্তম।

অতএব প্রশ্নে বর্ণিত অজুহাতে মসজিদ ও ঈদগাহ ত্যাগ করে পৃথক মসজিদ ও ঈদগাহে গমন করা নিঃসন্দেহে শরী'আত বিরোধী কাজ। যা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (১২/২১২)ঃ জীবিত তিন ভাই একত্রে মায়ের নামে একটি কুরবানী করেন। তারা বলেন যে, মা-ইতো কুরবানী করেন। অথচ ভাইদের দেওয়া টাকা দিয়েই এ কুরবানী করা হয়। এভাবে কুরবানী বৈধ হবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম
কুশখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ 'প্রতি পরিবারের জন্য প্রতি বছর একটি করে কুরবানী' দেওয়ার হুকুম শরী'আতে রয়েছে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৭৮ 'ছালাত' অধ্যায় 'আতীরাহ' অনুচ্ছেদ)*। এক্ষণে যদি প্রশ্নে উল্লেখিত তিন ভাই পৃথক পরিবার হয়, তাহ'লে তিনটি পৃথক কুরবানী হবে। আর যদি তিন ভাই তাদের মা সহ একই পরিবারভুক্ত হন, তাহ'লে সন্তানেরা মায়ের মাধ্যমে কুরবানী করায় কোন দোষ নেই। মা যদি পৃথক থাকেন এবং সন্তানদের নিকট থেকে টাকা নিয়ে পৃথক কুরবানী করেন, তবে সেটাও জায়েয আছে। কেননা সন্তানরা পিতা-মাতার উপার্জ। তাদের আয়-উপার্জনে পিতা-মাতার হক রয়েছে। আমর ইবনু শু'আইব তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার সম্পদ আছে। আর আমার পিতা সে সম্পদের মুখাপেক্ষী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার বাপের। জেনে রেখ, তোমাদের সন্তানরা তোমাদের উত্তম উপার্জন। অতএব তোমরা সন্তানদের উপার্জন খাও' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৩৫৪, সনদ ছহীহ, 'সন্তানের*

খোরপোষ' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্নঃ (১৩/২১৩)ঃ নিম্নোক্ত হাদীছগুলি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন-

(১) জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয (২) বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে উত্তম (৩) যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে, সে আল্লাহ্র পথে বিচরণ করে (৪) তোমরা সুদূর চীন দেশে যেয়ে হ'লেও জ্ঞান অন্বেষণ কর (৫) দুই ব্যক্তির আকাঙ্খা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। জ্ঞানীর জ্ঞান তৃষ্ণা ও দুনিয়াদারের সংসার আসক্তি (৬) সারারাত প্রার্থনা (ইবাদত) করা অপেক্ষা একঘন্টা জ্ঞানচর্চা করা শ্রেষ্ঠ (৭) জ্ঞানের আধিক্য ইবাদতের আধিক্য হ'তে শ্রেষ্ঠ (৮) দোলনা হ'তে কবর পর্যন্ত শিক্ষাকাল প্রসারিত (৯) যে জ্ঞানার্জন করে তার মৃত্যু নেই (১০) যে জ্ঞানীকে সম্মান করে, সে আমাকে সম্মান করে।

-তারিক অনিকেত
ঈদগাহ বাজার, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।

উত্তরঃ ১ম হাদীছটি সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী বলেন, এটির 'মতন' মশহূর কিন্তু 'সনদ' যঈফ। যদিও হাদীছটির মর্মার্থ ছহীহ। আল্লামা সুয়ূত্বী উক্ত হাদীছের ৫০টির মত সূত্র একত্রিত করে 'ছহীহ' বলেছেন। তবে উক্ত হাদীছে কেবল مُسْلِمٌ পর্যন্ত রয়েছে। মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত مُسْلِمَةٌ শব্দটির কোন ভিত্তি নেই *(আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/২১৮ 'ইল্ম' অধ্যায়)*। আর مُسْلِمٌ বললে নারী-পুরুষ সকল মুসলিমকেই বুঝায়।

২য় হাদীছটি 'মওযূ বা জাল' *(তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ২৩)*।

৩য় হাদীছটি 'যঈফ' *(যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৫৫৮০; সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৩৭)*। তবে উক্ত মর্মে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন- 'যে ব্যক্তি ইল্ম অন্বেষণে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

৪র্থ হাদীছটি মওযূ বা জাল *(যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর হা/১০০৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪১৬; আলবানী, হাশিয়া মিশকাত, ১/৭৬ পৃঃ)*।

৫ম হাদীছটি 'ছহীহ' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, আলবানী, মিশকাত হা/২৬০, 'ইল্ম' অধ্যায়, উক্ত হাদীছের টীকা দ্রষ্টব্য)*।

৬ষ্ঠ হাদীছটি যঈফ *(দারেমী, মিশকাত হা/২৫৬, 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

৭ম হাদীছটি ৬ষ্ঠ হাদীছের মর্মার্থ। উক্ত শব্দে কোন হাদীছ নেই। তবে উক্ত মর্মে 'হাসান' পর্যায়ের হাদীছ রয়েছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আলেমের মর্যাদা আবেদের উপরে, যেমন আমার মর্যাদার তোমাদের উপরে ... *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১২ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

৮ম বক্তব্যটি কোন হাদীছ নয়; বরং একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র।

৯ম বক্তব্যটি একটি ছহীহ হাদীছের মর্মার্থ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কেবল তিনটি আমল ব্যতীতঃ ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ ২. ইল্ম যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় ৩. সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

১০ম বক্তব্যটি হাদীছ না হ'লেও কথাটি ছহীহ হাদীছের মর্মার্থ। যেখানে হকপন্থী উলামায়ে দ্বীনকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'ওয়ারীছ' বা উত্তরসূরী বলা হয়েছে *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২১২ সনদ হাসান)*।

[ভাই তারিককে বলছি, আপনার নামের শেষাংশটি বাদ দিন। এটি অমুসলিমদের সদৃশ। এর অর্থ 'গৃহহীন'।-(স.স.)]

প্রশ্নঃ (১৪/২১৪)ঃ মুছল্লীদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যায় কি? যদি করা যায় তাহ'লে পূর্বের মসজিদের স্থান বা তার আসবাবপত্র কি করতে হবে? উল্লেখ্য, এ বিষয়ে ঢাকা মুহাম্মাদপুর জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ার মুফতী ছাহেবদের নিকট ফৎওয়া চাইলে তারা উত্তরে বলেন, কোন স্থানে শারঈ মসজিদ নির্মিত হ'লে তা মাটির নীচ হ'তে আসমান পর্যন্ত চিরকাল মসজিদ হিসাবেই বহাল থেকে যায়। উক্ত মসজিদ স্থানান্তর করা এবং নতুন মসজিদের নির্মাণ কাজে পুরাতন মসজিদের সম্পত্তি ও জিনিসপত্রসহ কোন কিছু কাজে লাগানো সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয এবং হারাম'। এ উত্তর কি সঠিক? এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাষ্টার আবুল হুসাইন সরদার
চৌথল, পালসা, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ মসজিদে মুছল্লীদের জায়গা সংকুলান না হ'লে এবং পার্শ্বে মসজিদ সম্প্রসারণের সুযোগ না থাকলে সে অবস্থায় উক্ত মসজিদ স্থানান্তর করা এবং মসজিদের আসবাবপত্র বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ নতুন মসজিদে ব্যয় করা শরী'আত সম্মত। মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা কমিটি উক্ত মসজিদের স্থান বিক্রয় করে তার অর্থ দিয়ে অন্য স্থানে জমি ক্রয় করে অথবা কেউ দান করলে সেখানে নতুন মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন। ওমর (রাঃ)-এর যুগে কূফার শাসক ছিলেন ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)। একদা মসজিদ হ'তে বায়তুল মালের অর্থ চুরি হ'লে সে ঘটনা ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়। তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন এবং মসজিদ স্থানান্তর করা হয়। পরে পরিত্যক্ত মসজিদের স্থানটি খেজুর বিক্রেতাদের স্থানে পরিণত হয়' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৩১/২১৬-২১৭ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের উপরে অপরিহার্য হ'ল আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত' *(আহমাদ, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৬৫*

সনদ হাসান, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)।

প্রকাশ থাকে যে, 'ওয়াক্ফের সম্পত্তি বিক্রি করাও যাবে না এবং কাউকে হেবা করাও যাবে না' মর্মের হাদীছটির প্রেক্ষিতে কতিপয় আলেম বলে থাকেন যে, যেহেতু মসজিদের সম্পত্তি ওয়াক্ফকৃত, তাই তাকে পরিবর্তন করা যাবে না'। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) একথার উত্তরে বলেন, 'ওয়াক্ফের সম্পত্তি বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের সম্পত্তি ক্রয় করলে ওয়াক্ফকে নষ্ট করা হয় না বা পরিবর্তন করাও হয় না। যেমন একটি ঘোড়া যা জিহাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, সেটি বৃদ্ধাবস্থায় বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের ঘোড়া ক্রয় করে জিহাদের জন্য রেখে দেওয়াতে ওয়াক্ফের কোন পরিবর্তন হয় না; বরং আরো ভালো হয়' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৩১/২১৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২১৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জামা কেমন ছিল? পাঞ্জাবী ও শার্ট কি সুন্নাতী পোষাক?

-আব্দুল মজীদ
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুব্বা অর্থাৎ বড় জামা পরিধান করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩০৫)*। পাঞ্জাবী ও শার্ট-এর মধ্যে প্রকারভেদ রয়েছে। এ বিষয়ে অমুসলিমদের সামঞ্জস্য থেকে বেঁচে থাকতে হবে। স্থান ও মওসুমের কারণে পোষাকের পরিবর্তন হ'তে পারে। তবে সর্বাবস্থায় সতর ও লেবাস সম্পর্কে নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলি মনে রাখতে হবে।-

(১) পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য থাকবে দেহকে আবৃত করা। যেন পোষাক পরা সত্ত্বেও লজ্জাস্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)* (২) ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হ'তে হবে। এজন্য ঢিলাঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করতে হবে। হাদীছে সাদা পোষাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে *(আ'রাফ ২৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮ 'আদাব' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৫০ লিবাস' অধ্যায়; আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৩৭)* (৩) পোষাক যেন অমুসলিমদের সাদৃশ্য না হয় *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)* (৪) পোষাকে যেন অহংকার প্রকাশ না পায়। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না করে এবং টাখনুর নীচে কাপড় না রাখে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৬ দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ২৪)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২১৬)ঃ জুম'আর দিন মসজিদে প্রবেশের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পর আর কোন ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আযাদ মোল্লা
জোলখাদীয়া, তেলজুড়ি
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

উত্তরঃ জুম'আর দিন মসজিদের প্রবেশের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পর ইচ্ছামত নফল ছালাত আদায় করা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গোসল করে অতঃপর জুম'আ মসজিদে আসে, সাধ্যমত ছালাত আদায় করে, অতঃপর খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে এবং ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে, তার জন্য পরবর্তী জুম'আ সহ আরো তিনদিনের গোনাহ মাফ করা হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮২ 'জুম'আর ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২১৭)ঃ কোন অভাবী মানুষ সূদের উপর নেওয়া ঋণ বা উহার কিস্তি পরিশোধের জন্য কর্জ চাইলে দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল গফূর তালুকদার
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ সূদের কিস্তি পরিশোধের জন্য কর্জ দেওয়া অন্যায়ের সহযোগিতা করার শামিল, যা শরী'আতে জায়েয নয় *(মায়েদাহ ২)*। অবশ্য বাধ্যগত অবস্থায় মৃত ভক্ষণের ন্যায় *(বাক্বারাহ ১৭৩)* তাকে ঋণমুক্ত করার জন্য সহযোগিতা করা যেতে পারে। তবে যাকাতের পয়সা কোন অবস্থাতেই এসব কাজে ব্যয় করা যাবে না। কারণ তার জন্য নির্দিষ্ট খাত সমূহ রয়েছে *(তওবা ৬০)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২১৮)ঃ ওযূ অবস্থায় সন্তানকে দুধ খাওয়ালে ওযূ নষ্ট হবে কি?

-মাহবুবুর রহমান
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ওযূ অবস্থায় সন্তানকে দুধ খাওয়ালে ওযূ ভঙ্গ হবে না। কারণ যেসব কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়, সন্তানকে দুধ পান করানো তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (১৯/২১৯)ঃ জুম'আর দিন মিম্বরে উঠার সময় সালাম দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল ওয়াদূদ
কাঁটাবাড়িয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ জুম'আর দিন খুৎবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বরে উঠার সময় সালাম দেওয়া সুন্নত। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন মিম্বরের উপর উঠতেন, তখন সালাম দিতেন *(ইবনু মাজাহ হা/১১০৯; আলবানী, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৯১৭)*।

প্রশ্নঃ (২০/২২০)ঃ আবু নুসরাত গোলাম রাব্বানীর লিখিত 'পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা' বইয়ের ৩৬ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 'ইমাম আবু হানীফা ওযূ করার সময় ওযূর পানির সাথে পাপ ঝরে যাওয়া দেখতে পেতেন'। একথা কি ঠিক?

-শাহ আলম
গোবরাপাড়া, রিশখালা

হরিণাকুণ্ড, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ অন্যান্য বানোয়াট কথার ন্যায় এটিও মহামতি ইমামের নামে দুষ্টমতি লোকদের রচিত মিথ্যা ও বানোয়াট কথা মাত্র। কারণ পাপ ও পূণ্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়, যা মানুষের চর্ম চুক্ষতে দেখার বস্তু নয়। তবে ওযূর পানির শেষ ফোঁটার সাথে পাপ ঝরে পড়ে কথাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/২২১)ঃ জনৈক ব্যক্তি ছালাতে ক্বিরাআত ও দো'আগুলির বাংলা অনুবাদ পড়ে। তার যুক্তি হ'ল, আল্লাহ সব ভাষা বুঝেন'। এভাবে ছালাত হবে কি?

-হায়দার আলী
কাটিগ্রাম, ফকীরবাড়ী
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দো'আ ও ক্বিরাআত ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় দো'আ ও ক্বিরাআত করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই এই ছালাতের মধ্যে মানুষের কালাম চলে না। নিশ্চয়ই ছালাত হচ্ছে তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তেলাওয়াতের নাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*। মুসলিম উম্মাহ্র সকল বিদ্বান এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে থাকেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অনারবদের জন্য তাদের নিজ ভাষায় ছালাতে ক্বিরাআত পাঠের যে ফৎওয়া দিয়েছিলেন, তা থেকে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন *(দ্রঃ নূরুল আনওয়ার 'কিতাব' অধ্যায় (দেওবন্দ ছাপা), পৃঃ ১২ টীকা-১)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২২)ঃ মৃত ব্যক্তির কাফনের উপর কালেমা বা কোন কিছু লিখা জায়েয আছে কি?

-ফরীদা ইয়াসমীন
বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ কাফনের কাপড়ে কোন কিছু লেখা জায়েয নয়। এতে মৃত ব্যক্তির কোন লাভ হয় মনে করলে তা শিরক হবে। কারণ কারু মঙ্গলামঙ্গলের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র হাতে *(ইউনুস ১০৭)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২২৩)ঃ ঈদায়নের তাকবীর পাঠ করতে করতে বাড়ী হ'তে ঈদগাহে গমন এবং বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের মারফূ সূত্রে বর্ণিত কোন হাদীছ আছে কি?

-নাছিরুদ্দীন
বাউশা হেদাতী পাড়া, তেঁথুলিয়া
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ মর্মে মারফূ সূত্রে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৩ পৃঃ হা/৬৫০-এর আলোচনা দ্রঃ)* তবে কোন্ শব্দে পড়তে হবে সে সম্পর্কে কোন হাদীছ মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়নি *(নায়ল ৩/৩৩৫, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪৩ পৃঃ)*। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে নিম্নোক্ত আছারটি ছহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে। বহুল প্রচলিত উক্ত দো'আটি নিম্নরূপঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৫ পৃঃ, হা/৬৫৪-এর আলোচনা; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪৩ দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী' পৃঃ ১১)।

প্রশ্নঃ (২৪/২২৪)ঃ ইস্তেগফারের জন্য নিম্নের দো'আটির বিশুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ-

-মনীরুল ইসলাম
যোগীপাড়া, বাগাতীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত শব্দে কোন দো'আ আমাদের অবগতিতে নেই। তবে এ ধরনের অন্য শব্দ দ্বারা একটি দো'আয়ে ইস্তেগফার রয়েছে যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন-

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ-

(ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৩১; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৩৪৩; মিশকাত হা/২৩৫৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, 'ইস্তেগফার' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্নঃ (২৫/২২৫)ঃ 'নিউওয়ে প্রাইভেট লিমিটেড' এবং 'ডেসটিনি ২০০০ প্রাইভেট লিমিটেড' যে কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং Multi Level Marketing পদ্ধতিতে যে লভ্যাংশ মানুষকে দিচ্ছে, এটা কি জায়েয?

-আফযাল হুসাইন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ শরী'আতে মাত্র দু'টি পদ্ধতিতে যৌথ ব্যবসা জায়েয রয়েছে। একটির নাম اِشْتِرَاكٌ (ইশতেরাক) অর্থাৎ যৌথ ব্যবসা। এতে যার যেমন অর্থ থাকবে, সে তেমন লভ্যাংশ পাবে *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/৮৭১)*। অপরটির নাম مُضَارَبَةٌ (মুযারাবা) অর্থাৎ একজনের অর্থ নিয়ে অপর জন ব্যবসা করবে। এ পদ্ধতিতে লভ্যাংশ তাদের মাঝে চুক্তিহারে বন্টিত হবে *(দারাকুৎনী, বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫)*। প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যবসা এ দু'য়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্যই এটা ধোঁকা যা শরী'আতে হারাম করা হয়েছে *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম ৭৮৪)*।

উক্ত সংস্থার প্রকাশিত The index file, The concept এবং Sales & marketing plan বই তিনটি পর্যালোচনা করে এবং এর কিছু সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, এই ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবসাগুলি কেবল লাভেরই প্রলোভন দেখায়, যা এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে। লোকসানের কোন ঝুঁকি এখানে নেই। এদের প্রতিটি বক্তব্যই প্রলোভনমূলক এবং তাদের এই

ব্যবসায়ে সূদের বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সর্বোপরি এই ব্যবসায়ে পিরামিড জুয়ার বিষয়টি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যা প্রতারণার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রতারণাকে নিষিদ্ধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। *বিস্তারিত দেখুনঃ আত-তাহরীক, প্রবন্ধঃ প্রতারণার অপর নাম জিজিএন অক্টোবর ২০০০ সংখ্যা।*

প্রশ্নঃ (২৬/২২৬)ঃ অনেক সময় দেখা যায়, ৫/৭ বছর বয়সের ছেলের অলৌকিকভাবে খাৎনা হয়ে যায়। এটা আসলে কি? এরূপ খাৎনা হ'লে পুনরায় খাৎনা দিতে হবে কি?

-রঈসুদ্দীন
গ্রাম ও পোঃ ফুলতলা, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ জন্মগত খাৎনা হৌক বা জন্মের পরে অলৌকিকভাবে খাৎনা হৌক খাৎনা হয়ে গেলে সেখানে পুনরায় খাৎনা করা সম্পর্কে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে যদি অলৌকিক খাৎনা সম্পূর্ণরূপে না হয়ে থাকে, তাহ'লে পুনরায় সুন্দরভাবে খাৎনা করা উচিত। কেননা এর মধ্যে রয়েছে শিশুর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের জন্য অশেষ মঙ্গল। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, একদল বিদ্বান জন্মগত খাৎনাওয়ালা শিশুর জন্য পুনরায় সামান্য হ'লেও ঐ স্থানে ক্ষুর ঘুরিয়ে নেওয়াকে 'মুস্তাহাব' বলেছেন *(নায়লুল আওত্বার ১/১৭১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২২৭)ঃ ইমামের অনুমতি ছাড়া কিংবা তার ইমামতির জায়গায় পৌঁছার পূর্বেই একামত দেওয়া যাবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ
বি এ অনার্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সোনারচর, বাসাইল, টাংগাইল।

উত্তরঃ ইমাম ও মুওয়াযযিন নির্ধারিত থাকলে ইমামের অনুমতি ছাড়াই সময় হ'লে ইমাম নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পূর্বে একামত দিতে পারে। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাতের একামত দেওয়া হ'লে তোমরা আমাকে ঘর থেকে বের হ'তে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ো না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৫)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বেলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ঘর থেকে বের হ'তে দেখলেই একামত দিতেন *(আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ, নায়ল ২/৫০)*। অবশ্য হাদীছদ্বয়ের সারমর্ম হ'ল এই যে, ইমাম ছালাত আরম্ভ করবেন এরূপ ইচ্ছা বুঝতে পারলে একামত দিবেন।

প্রশ্নঃ (২৮/২২৮)ঃ গান-বাজনার মজলিসে বসলে কি ক্ষতি হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আশরাফ আলী
সাং ও পোঃ ভাইয়ের পুকুর, বগুড়া।

উত্তরঃ যেখানে গান-বাদ্যের মজলিস হয়, সেখানে শয়তান ও তার সহচররা এমনভাবে চক্রজাল বিস্তার করে যে, ঐ মসলিস ছেড়ে উঠে এসে মসজিদে জামা'আতে যোগদান করা অসম্ভব হয়। এমনকি অনেক প্রয়োজনীয় ও পারিবারিক বা সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথাও সে ভুলে যায় কিংবা ভুলে না গেলেও ঐ শয়তানী পরিবেশ তাকে তা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করে। আল্লাহ্র স্মরণ থেকে সে গাফেল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য একটি শয়তানকে নিয়োজিত করি। সে-ই হয় তার সাথী *(যুখরুফ ৩৬)*। এই শয়তানরাই তাদেরকে সৎ পথে বাধা দান করে। অথচ লোকেরা মনে করে যে, তারা সৎ পথে রয়েছে' *(যুখরুফ ৩৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গান-বাদ্যের আওয়ায শুনলে কানে আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করতেন' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪১১৬; মিশকাত হা/৪৮১১ সনদ হাসান, 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'বক্তৃতা ও কবিতা' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে কুরআন 'বাদ্য-বাজনাঃ বুদ্ধি বৃত্তির অপচয়' জুলাই '৯৯।*

প্রশ্নঃ (২৯/২২৯)ঃ জনৈক ব্যক্তি অবৈধ পথে অর্জিত অর্থ দ্বারা একটি মসজিদের ছাদ দিয়েছেন। কিন্তু মসজিদের কমিটি বা মুছল্লীগণ সে অর্থ সম্বন্ধে পূর্বে জানত না। এখন সেটি প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষণে উক্ত মসজিদের ছাদ কি ভেঙ্গে ফেলতে হবে?

-এহসানুল্লাহ
সত্যজিৎপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ মসজিদ কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য *(জিন্ন ১৮)*। আর আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ভিন্ন কবুল করেন না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। প্রশ্নে উল্লেখিত অবৈধ সম্পদ মসজিদে দান করার নেকী ঐ দাতা পাবে না। কিন্তু এতে মসজিদের কোন ক্ষতি হবে না এবং ছালাত আদায় করতেও কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্নঃ (৩০/২৩০)ঃ মুহাররমের ছিয়াম কয়টি? উক্ত ছিয়ামের ফযীলত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সোহরাব হোসেন
গোয়ালকান্দী, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুহাররম মাসে আশূরার দু'টি ছিয়াম পালন করতে হয়। ৯ ও ১০ অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররম। এই ছিয়াম বিগত এক বছরের (ছগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা ৯ ও ১০ই মুহাররম *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪১)* অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররম মিলিয়ে মোট দু'টি ছিয়াম পালন করবে' *(বায়হাক্বী ২/২৮৭ পৃঃ; মির'আত ৭/৪৬ পৃঃ; মুসনাদ আহমাদ ১/২১ পৃঃ)*। এই ছিয়াম হবে নাজাতে মূসার শুকরিয়া স্বরূপ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৬৭)*, শাহাদাতে হুসাইনের শোক বা মাতম স্বরূপ কখনোই নয়। যদি শেষোক্ত নিয়তে কেউ আশূরার ছিয়াম পালন করে, তবে ছওয়াবের বদলে সে গুনাহগার হবে। কারণ এটি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। ছিয়াম পালন ব্যতীত এই দিনে অন্য কোন কিছু করার ব্যাপারে শরী'আতে কোন প্রমাণ নেই *(বিস্তারিত দ্রঃ 'আত-তাহরীক' মে'৯৮ প্রবন্ধঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'আশূরায়ে মুহাররম ও*

আমাদের করণীয়'; এপ্রিল '৯৯, 'মুহাররম মাসে করণীয় আমল ও বিদ'আত সমূহ' পৃঃ ২৮)।

প্রশ্নঃ (৩১/২৩১)ঃ ভোটের সময় মনে করি যে, কোন প্রার্থীকে ভোট দিব না। কিন্তু মহিলা প্রার্থী এসে এমন করে ধরে যে ভোট না দিয়ে পারি না। এমতাবস্থায় আমাদের কি হবে?

-আব্দুল কুদ্দুস
কুমারগাতী, হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ বর্তমানের দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি শরী'আত সমর্থিত নয়। বিশেষ করে মহিলাদেরকে কোনক্রমে কর্তৃত্বশীল নিযুক্ত করা যাবে না। নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ঐ জাতি কখনই সফলকাম হবে না, যারা তাদের নেতৃত্ব সমর্পণ করেছে মহিলার হাতে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৯৩; তিরমিযী, নাসাঈ, ইরওয়াউল গালীল হা/২৬১৩)*। অতএব উল্লেখিত শরী'আত বিরোধী আমলে শরীক হওয়ার জন্য আপনি দায়ী হবেন। *(দ্রঃ মে '৯৯ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ৭/১১৭)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৩২)ঃ গ্রামে অনেকেই সন্ধ্যার সময় ছোট বাচ্চাদের বাইরে বের করতে নিষেধ করেন। এর কারণ কি?

-যুবায়ের হুসাইন
লক্ষ্মীপুর মোড়, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সন্ধ্যার সময় তোমরা তোমাদের বাচ্চাদেরকে ঘরে রাখ। কেননা ঐ সময় জিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা ছোঁ মারে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯৫ 'খাদ্য' অধ্যায়, 'পাতিল ও অন্যান্য বস্তু ঢেকে রাখা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব সন্ধ্যার সময় বাচ্চাদেরকে বাইরে বের না করাই উত্তম। কেননা জিনেরা এ সময় বাচ্চাদের ক্ষতি করতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৩৩)ঃ আপনারা লিখেছেন, সম্মানার্থে দাঁড়ানো জায়েয নয়। অথচ ফাতেমা (রাঃ)-এর নিকট রাসূল (ছাঃ) আসলে ফাতেমা (রাঃ) দাঁড়িয়ে তাঁর হাতে চুম্বন দিয়ে তাঁকে স্বীয় আসনে বসাতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও অনুরূপ করতেন (আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, তোহফা ৮/২৪ ও ২৫ পৃঃ) উক্ত হাদীছের উত্তর জানতে চাই?

-আব্দুল জাব্বার
সাং তেঁতুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ অনেকে হাদীছের অর্থ না বুঝে বা হাদীছের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য না করে মানুষের সম্মানার্থে দাঁড়ানো যায় বলে উক্ত হাদীছ পেশ করে থাকেন। আল্লামা নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, আগন্তুক ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে তার দিকে যাওয়া যায়। উল্লেখিত হাদীছের অর্থ সেটাই। তবে আগন্তকের সম্মানার্থে দাঁড়ানো যায় না। কারণ এইরূপ দাঁড়ানো শরী'আত সম্মত নয়। তিনি বলেন, আগন্তুকের সম্মানার্থে দাঁড়ানো এবং অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া এই দু'টির মধ্যে অনেকেই পার্থক্য করতে পারেননি। অথচ এই দু'টির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট *(সিলসিলা ছাহীহাহ্ হা/৬৭)*। আবুদাঊদের ভাষ্যকার শামসুল হক্ব আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন, আগন্তুকের সাথে সাক্ষাতের জন্য দাঁড়ানো জায়েয। তবে কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো নিন্দনীয় *(আউনুল মা'বূদ ৭/৮১ পৃঃ; দ্রষ্টব্য 'আত-তাহরীক' নভেম্বর '৯৮, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৩/৩৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৩৪)ঃ মুক্তাদীদেরকে বাদ দিয়ে শুধু ইমামের নিজের জন্য দো'আ করা নাকি বিশ্বাস ঘাতকতার শামিল? এর সত্যতা জানতে চাই।

-মাহমূদুর রহমান
কলেজপাড়া, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ এটি একটি বহুল প্রচলিত হাদীছের প্রথমাংশ, যেখানে তিনটি কাজ করলে খেয়ানত করা হবে বলে নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন (১) ইমামতির সময় অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দো'আ করা (২) ছিদ্রপথে কারু বাড়ীর অভ্যন্তরে গোপনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা (৩) পেশাব-পায়খানার চাপ অবস্থায় ছালাত আদায় করা' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১০৭০ 'ছালাত' অধ্যায়, 'জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন। ইবনু তায়মিয়াহ ও ইবনুল ক্বাইয়িম দৃঢ়তার সাথে 'যঈফ' বলেছেন। আলবানীও তা সমর্থন করেন। ইবনু খুযায়মা হাদীছটির প্রথমাংশ অর্থাৎ 'ইমামতির সময় অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দো'আ করা' অংশটিকে 'মওযূ' বা জাল বলেছেন *(দ্রষ্টব্যঃ আলবানী, মিশকাত হা/১০৭০-এর টীকা-২)*।

উল্লেখ্য যে, ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত ছালাতের মধ্যকার সকল দো'আয় উত্তম পুরুষ একবচন এসেছে। যেমন দো'আয়ে ইস্তেফতাহ 'আল্লাহুম্মাহদিনী' রুকু-সিজদাহ ও দুই সিজদাহ্র মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ, দো'আয়ে মাছূরাহ, দো'আয়ে কুনূত ইত্যাদি। সেকারণ ছাহেবে তুহ্ফা আবদুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'ইমাম দো'আয়ে কুনূত ইত্যাদিতে একবচন উত্তম পুরুষ ব্যবহার করলেও তাকে নিয়তের মধ্যে মুক্তাদীদেরকেও শামিল করতে হবে'। তবে উপরোক্ত যঈফ হাদীছের ভিত্তিতে এবং বায়হাক্বীতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত বহু বচন বিশিষ্ট ফজরের দো'আয়ে কুনূতের উপরে ভিত্তি করে শাফেঈ ও হাম্বলীগণ দো'আয়ে কুনূত উত্তম পুরুষ বহু বচনে পড়া জায়েয বলেন। যদিও বায়হাক্বীর হাদীছটিতেও 'কথা' (نَظْرٌ) রয়েছে' *(মির'আত ৩/৫১৫-৫১৬ পৃঃ, হা/১০৭৭-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৩৫)ঃ অনেক মাদরাসাতে দেখা যায়, ইয়াতীমদের সাথে দুর্ব্যবহার সহ মারপিট করা হয়। এ ধরনের শাসন কি শরী'আত সম্মত?

-আব্দুল খালেক
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ দুর্ব্যবহার করা মোটেই উচিৎ নয়। তবে লেখা-পড়া

করানোর উদ্দেশ্যে, ছালাত ঠিকমত জামা'আতের সাথে আদায় কারানোর লক্ষ্যে যদি প্রশাসন সেটি করে থাকে, তবে তা শরী'আত সম্মত। ইয়াতীমদের প্রতি সহমর্মিতা ও স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। এই বলে তিনি স্বীয় শাহাদত ও মধ্যমা অঙ্গুলী উঁচু করে দেখালেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২ 'আদাব' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৩৬)ঃ জুম'আর ছালাতে মহিলারা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারে কি?

-সেকান্দার আলী
কান্দিভিটুয়া, নাটোর।

উত্তরঃ শুধু জুম'আ নয়, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই মহিলাগণ মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে আদায় করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারীগণ তোমাদের নিকট মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তোমরা তাদের বাধা প্রদান কর না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮২)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে বাধা প্রদান না করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৯ 'জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৩৭)ঃ মাগরিবের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতে চাইলে মসজিদের ইমাম আমাকে হাদীছ শুনালেন যে, বুরায়দাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মাগরিব ব্যতীত প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যে দু'রাক'আত ছালাত রয়েছে'। সুতরাং মাগরিবের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা যাবে না'। এর সঠিক সমাধান চাই।

-মাওলানা মুস্তফা
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি 'যঈফ' বরং ইবনু হাজার আসক্বালানী হাদীছটিকে 'বাতিল' বলেছেন *(আলবানী, মিশকাত হা/৬৬২-এর ৩নং টীকা দ্রষ্টব্য)*। বরং একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত ছহীহ হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। তোমরা...। তৃতীয় বারে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৫ 'সুন্নাত সমূহ ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ এবং হা/৬৬২ 'আযানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অতএব একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত ছহীহ হাদীছই গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৩৮)ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ইদ্দত পালনকালে অন্যত্র দাওয়াত খাওয়ার উদ্দেশ্যে ২/৪ দিনের জন্য যেতে পারবে কি? না স্বামীর বাড়ীতেই অবস্থান করতে হবে?

-যয়নব
ইটাপোতা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর গৃহে অবস্থান করেই ইদ্দত পালন করবে *(মালেক, তিরমিযী, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩৩৩২ 'ইদ্দত' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতেই ইদ্দত পালন করবে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৬৬৪)*। তবে রোগের চিকিৎসা, ভয়ের আশংকা বা কোনরূপ যরূরী অবস্থার বিষয়টি ভিন্ন কথা। প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়টি যরূরী অবস্থার অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৩৯)ঃ খোলা মাঠে ছালাত আদায় করলে সম্মুখ দিয়ে কোন কিছু যাওয়ার আশংকা না থাকলে সুৎরার প্রয়োজন হবে কি?

-কাযীমুদ্দীন
বিসিক শিল্প এলাকা, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আশংকা থাক বা না থাক খোলা স্থানে ছালাত আদায় করার সময় ইমামের জন্য সর্বদা সুৎরা রাখা সুন্নাত। যা মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে কাউকে যেতে বাধা দিবে এবং মুছল্লীর দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখবে। 'সুৎরা' বলতে চিহ্ন স্বরূপ যেকোন বস্তুকে বুঝায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন বস্তুকে সম্মুখে রেখে ছালাত আদায় করবে যা তাকে লোকদের থেকে সুৎরা বা পর্দা স্বরূপ হবে, এমন অবস্থায় তার সম্মুখ থেকে যদি কেউ অতিক্রম করতে চায়, তাহ'লে সে যেন তাকে প্রতিরোধ করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৭ 'ছালাত' অধ্যায় 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ।বিস্তারিত দ্রষ্টব্য; মির'আতুল মাফাতীহ হা/৭৮৬-এর ব্যাখ্যা; উছায়মীন, আরকানুল ইসলাম ২/৪৯৩ পৃঃ, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ২৬৭)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৪০)ঃ আফ্রিকা মহাদেশের একজন সঊদী মুবাল্লেগ 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ' বলার সময় أقامها الله وأدامها বললেন। কিন্তু আপনারা কেন বলেন না?

-সাইফুল ইসলাম
কাশিয়াবাড়ী, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছহীহ দলীলই শরী'আতের একমাত্র মানদণ্ড। উক্ত মর্মের হাদীছটি যঈফ হওয়ার কারণে আমরা ওটা বলি না *(মিশকাত হা/৬৭০ 'আযানের ফযীলত ও মুওয়াযযিনের জবাব দান' অনুচ্ছেদ)*। ছহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী, ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ আলবানী প্রমুখ বিদ্বানগণ এক বাক্যে হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন *(দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/৬৭০ হাদীছের টীকা-২; যঈফ আবুদাঊদ হা/৫২৮; ইরওয়াউল গালীল হা/২৪১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৪২)*।

ইক্বামতের সময় মুওয়াযযিন যা বলেন, মুক্তাদী তা-ই বলবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুওয়াযযিন যা বলে তদ্রুপ বল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭ 'আযানের ফযীলত' ও তার জবাব দান' অনুচ্ছেদ)*। আযান ও একামতের একই হুকুম। অতএব একামতের সময় মুক্তাদীগণ বলবেন 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ' *(দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/৬৭০-এর টীকা-২)*।